উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৫ কার্তিক ১৪৩১ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 1 November 2024 Friday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 162 COB+APD

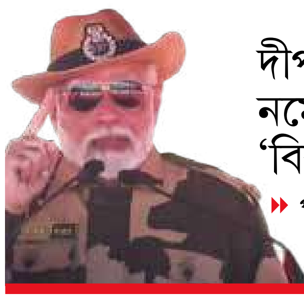

দীপাবলিতে নমো নিশানায় ‘বিকৃত শক্তি’

পাঁচের পাতায়

গম্ভীরের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ

বারোর পাতায়

রোশনাইয়ে রাত দখল

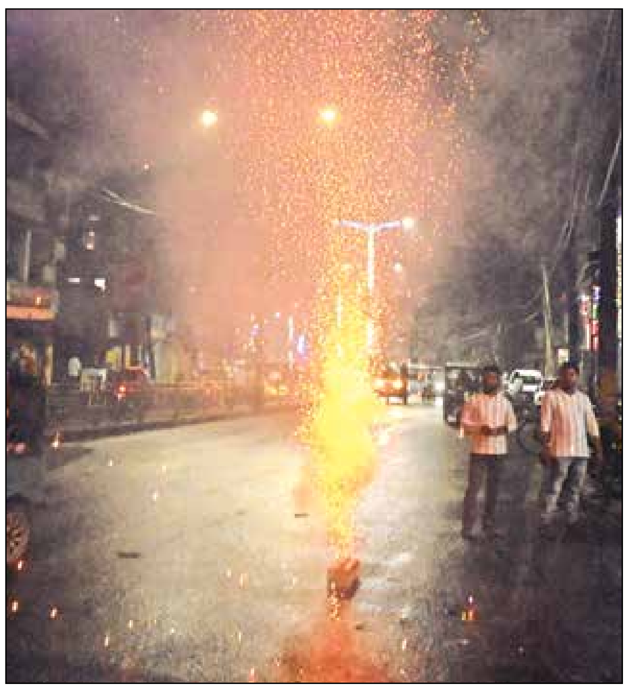

দীপালিকায় জ্বালাও আলো... আতশবাজির আলোয় ভরেছে আলিপুরদুয়ারের রাজপথ (বাঁয়ে)। মাথাভাঙ্গার সুটুঙ্গার দু’পাড়ে আলোকসজ্জা। ছবি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী ও বিশ্বজিৎ সাহা।

উৎসবের সুর কাটল বৃষ্টিতে

অভিজিৎ ঘোষ ও ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটা, ৩১ অক্টোবর : প্রায় সব দোকানপাট বন্ধ। রাস্তায় হাতে গোনা কয়েকটা লোক। গাড়ি চলছে দু’একটা। রাত দশটার পরে আলিপুরদুয়ার চৌপথির এটাই চেনা ছবি। তবে বৃহস্পতিবার উৎসবের দিন হওয়া সত্ত্বেও রাত সাড়ে ৮টাতেই সেরকম ফাঁকা ফাঁকা ছবি দেখা গেল জেলা সদরের রাস্তায়। সৌজন্যে সেই বৃষ্টি। তবে বৃষ্টি হলেও ফালাকাটার মণ্ডপের ভিড় কিন্তু আলিপুরদুয়ারের মতো হতাশ করেনি পুজো উদ্যোক্তাদের।

এদিন সন্ধ্যায় আলিপুরদুয়ার শহরের আলো দিয়ে সাজানো বাড়ি ও দোকানগুলোই খালি বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে এটা কালীপুজোর রাত। নাহলে বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরেও জংশনের ডিআরএম মাঠের নামকরা মণ্ডপে বড়জোর আড়াইশো দর্শনার্থীর ভিড়!

এদিন ভক্তরা ভিড় করেছিলেন মন্দিরে। আর বৃষ্টির ভয়ে বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ তো বাড়ি থেকেই বের হয়নি। শহরের মাড়োয়ারিপট্টি এলাকায় বিভিন্ন দোকানের সামনে কলা গাছ লাগিয়ে প্রদীপ জ্বালানো হয়েছিল রীতি মেনে। তবে সন্ধ্যার বৃষ্টিতে বেশিরভাগই নিভে গিয়েছে। কোথাও কোথাও সেগুলি নতুন করে জ্বালানোর চেষ্টাও করা হয়েছে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে তুবড়ি, চরকি, ফুলঝুড়ির আলো ছড়াচ্ছিলেন অনেকে। দোকানের সামনে মোবাবতি ও প্রদীপ লাগিয়ে দোকান বন্ধ করছিলেন নিউটাউন, কলেজ হল্ট, শোভাগঞ্জ এলাকার অনেক ব্যবসায়ী।

এত তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে দিলেন? প্রশ্নটা করতেই একগাল হাসি নিয়ে নিউটাউনের ব্যবসায়ী প্রদীপ সূত্রধর বললেন, ‘বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তায় লোকজন কম। একদিকে ভালোই হল উৎসবের দিন তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রদীপ জ্বালানো যাবে, বাজি ফাটানো যাবে বাড়ির লোকজনের সঙ্গে।’ বৃষ্টিতে লোকজন বেশি বের হবে না ধরে নিয়ে পার্ক রোডের পাশের ফাস্ট ফুডের দোকানগুলোর ব্যবসায়ীরাও আগেভাগে দোকান বন্ধ করে দেন। চৌপথির থেকে বিএফ রোড ধরে হেঁটে গেলে বিভিন্ন মোড়ের আলোর তোরণ আর মাইকে শ্যামাসংগীত কালীপুজোর ‘ভাইভ’ দেওয়ার চেষ্টা করছিল। তবে মণ্ডপ ছিল ফাঁকা ফাঁকাই।

শহরের অন্য দোকানগুলো ফাঁকা থাকলেও মিষ্টির দোকানগুলোয় লম্বা লাইন। কোর্ট মোড় এলাকার এক দোকানে কথা হল ভাস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক বধূর সঙ্গে।

এরপর দশের পাতায়

আলোর জলসায় ভিলেন শব্দদানব

কোচবিহার ব্যুরো

৩১ অক্টোবর : বিকেল থেকেই পুজোমণ্ডপগুলিতে দর্শনার্থীদের আনাগোনা দেখা যাচ্ছিল। সন্ধে হতেই তার পরিমাণ বাড়তে থাকে। সূর্য ঢলে পড়তেই চারদিকে জ্বলে ওঠে হরেক রকমের আলো। বাড়ি আলোকিত হয়ে ওঠে প্রদীপের আলোয়। চোদ্দোপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। নানা ধরনের আতশবাজিতে ছেয়ে যায় গোটা এলাকা। যদিও পুলিশের নজরদারিকে কার্যত তুড়ি মেরে উড়িয়ে জেলাজুড়েই শব্দবাজি ফেটেছে দেদার। নানা জায়গায় নিষিদ্ধ শব্দবাজি আটক হলেও পুলিশের নজর এড়িয়ে কীভাবে এত শব্দবাজি প্রবেশ করল তা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

কোচবিহার শহরের নেতাজি সংঘ, গোলবাগান ক্লাব, পামতলা ইউনিট, দীপনারায়ণ ব্যায়ামাগার সহ উল্লেখযোগ্য পুজোগুলিতে দর্শনার্থীদের আনাগোনা দেখা যায়। রাসমেলা মাঠে আতশবাজি মেলা চলছে। সেখানে আতশবাজি কিনতে কার্যত লাইন পড়েছে। দীপাবলির সন্ধ্যায় মাথাভাঙ্গা শহরের সুটুঙ্গা নদীর ধার কয়েক হাজার মাটির প্রদীপের আলোর শিখায় বর্ণময় হয়ে ওঠে। প্রদীপের আলোর প্রতিবিম্ব নদীর জলে প্রতিফলিত হয়ে রীতিমতো মায়াবী রূপ ধারণ করে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তা দেখতে হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন। চ্যাংরাবান্ধার বিগ বাজেটের বিভিন্ন মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। আশপাশের জেলা এমনকি ভিনরাজ্য থেকেও দর্শনার্থীরা এসেছেন।

সন্ধ্যায় এক পুজো প্যান্ডেলে জলপাইগুড়ির বাসিন্দা সমীর দাসের দেখা মিলল। বন্ধুদের সঙ্গে চ্যাংরাবান্ধার পুজো দেখতে এসেছেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘চ্যাংরাবান্ধার পুজোগুলি এবার সত্যিই নজরকাড়া হয়েছে।’ চ্যাংরাবান্ধায় স্থায়ী দোকানগুলির পাশাপাশি বিভিন্ন অস্থায়ী রেস্তোরাঁ তৈরি হয়েছে। পুজো দেখার পাশাপাশি রেস্তোরাঁতেও ভিড় করেছেন খাদ্যরসিকরা। বিগ বাজেটের হলদিবাড়ি ভেজিটেবল লোডার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ও নাইস ক্লাবের পুজোর এদিন উদ্বোধন হতেই মণ্ডপে ভক্তদের ভিড় চোখে পড়েছে। ঘোকসাডাঙ্গা রবীন্দ্রপল্লি ইউনিটের পুজোর উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে সাজোসাজো রব দেখা যায়।

দিনহাটা শহরও আলোর রোশনাইয়ে মেতে ওঠে। শহরের সংহতি ময়দান সংলগ্ন এলাকাকে আলোয় সাজিয়ে তুলেছে নাম নেই সংঘ। এছাড়াও দিনহাটার সাহেবগঞ্জ রোডে মহামায়া পাঠ ব্যায়াম বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকা আলোয় সাজানো হয়েছে। এদিন তুফানগঞ্জ চৌরঙ্গি ইউনিটের পুজোর উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনের পরেই প্রচুর মানুষ সেখানে ভিড় জমান। ন্যাশনাল ক্লাব সংলগ্ন চামটা মোড় এলাকার বাসিন্দা সুমিত্রা ধর মণ্ডপ দেখতে এসে বলেন, ‘প্রতিবছরই চৌরঙ্গি ইউনিটের পুজোর প্রতি আলাদা টান থাকে। আদিম যুগের চিত্রকে থিমের মাধ্যমে শিল্পীরা নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।’

শুধু আড়ম্বরের পুজো নয়, ঐতিহ্যের পুজোগুলিতেও ভক্তরা ভিড় করেন। কোচবিহারের মদনমোহনবাড়িতে নিষ্ঠা মেনে বড়তারার পুজো হয়েছে। ওদিকে চ্যাংরাবান্ধা বাজারের দেড়শো বছরেরও পুরোনো কালীবাড়িতে পুজো দিতে ভক্তদের ভিড় জমে। পুজোকে কেন্দ্র করে কোথাও যাতে অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য জেলাজুড়েই পুলিশি তৎপরতা ছিল।

এরপর দশের পাতায়

মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির কাঠামিয়া মন্দিরে ভিড়। বৃহস্পতিবার।

নজরদারিতে প্রশ্ন

- নানা ধরনের আতশবাজিতে ছেয়ে যায় কোচবিহার
- পুলিশের নজরদারিকে কার্যত তুড়ি মেরে উড়িয়ে শব্দবাজি ফেটেছে দেদার
- রাসমেলা মাঠে বাজিমেলায় আতশবাজি কিনতে লাইন
- পুজো দেখার পাশাপাশি রেস্তোরাঁতেও ভিড় করেছেন খাদ্যরসিকরা

দর্শনার্থীদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। মাথাভাঙ্গা শহরের সিটিম গ্রাউন্ড ইউনিটের কালীপুজো ও ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের পুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। সন্ধে থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসদন বন বিভাগের মাথাভাঙ্গা রেঞ্জ অফিস, মাথাভাঙ্গা থানার কালীপুজোর পাশাপাশি বিভিন্ন

পুজোর দিনেও চাঁদার জুলুম

অভিজিৎ ঘোষ ও প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৩১ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর আগে থেকেই আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকায় চাঁদার জুলুমের অভিযোগ উঠছিল। কালীপুজোর দিনও তা থামল না। বৃহস্পতিবার ভোর থেকে শুরু করে দুপুর অবধি একাধিক জায়গায় চাঁদা তোলার নাম করে কার্যত গুন্ডাগিরি চলে বলে অভিযোগ। চাঁদার দাবিতে এদিন ভোরে একটি পোলট্রি মুরগি বহনকারী গাড়িতে ভাঙচুর করার অভিযোগও উঠেছে। আবার দুপুরে চাঁদার জুলুম ও মারধরের অভিযোগ তুলে নোনাই এলাকায় কিছুক্ষণের জন্য পথ অবরোধ করেন একটি মালবাহী গাড়ির চালক।

বৃহস্পতিবার ভোরে গাড়িতে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন মরিচবাড়ির তেঁতুলতলা এলাকার। ঘাগড়ার একটি পোলট্রির গাড়ি তেঁতুলতলায় গিয়েছিল মুরগি নিয়ে আসার জন্য। চাঁদার চাপ এড়ানোর জন্যই সন্ধ্যায় বা রাতে যাওয়ার বদলে ভোরে রওনা দিয়েছিলেন চালক। শেষরক্ষা হয়নি।

ক্ষোভ আলিপুরদুয়ারে

- বৃহস্পতিবার ভোরে মুরগির গাড়িতে ভাঙচুর করা হয়
- পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছেন সেই গাড়ির চালক
- দুপুরে নোনাইয়ে মোটা চাঁদা দাবি করে মারধর করা হয় আরেক গাড়িচালককে
- অতিষ্ঠ হয়ে সেই চালক খানিকক্ষণ পথ অবরোধ করেন

বিষয়টি নিয়ে এদিন দুপুরে পুণ্ডিবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ জানান ওই গাড়ির চালক। পুণ্ডিবাড়ি থানার ওসি সোনম মাহেশ্বরী বলেন, ‘অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়াও হবে।’

পুলিশের কাছে এদিন অভিযোগ জমা পড়লেও বেশ কয়েকদিন থেকে ওই এলাকায় চাঁদার নামে জুলুমবাজি হচ্ছে বলে অভিযোগ। হেনস্তার মুখে পড়ে ঘাগড়ার ওই গাড়ির মালিক শুভঙ্কর ঘোষ এদিন বলেন, ‘চাঁদার জুলুম হয় দেখে গভীর রাতে অথবা ভোরে পোলট্রি আনতে যাই। আমাকে তখনই রাস্তায় আটকান স্থানীয় এক ক্লাবের সদস্যরা। একেকজন এক-এক অঙ্কের টাকা দাবি করেন। আমি ৫০০ টাকা পর্যন্ত দিতে রাজিও হই। ওরা মানতে চাননি। আমাকে লাথি মারা হয়েছে, গাড়িতে পাথর দিয়ে মারা হয়েছে। গাড়ির ক্ষতি হয়েছে।’

আলিপুরদুয়ার শহরের মুরগির মাংসের দোকানগুলিতে পোলট্রি আসে শহর সংলগ্ন মরিচবাড়ি, খোল্টা, আমবাড়ি, কালজানির মতো গ্রামীণ এলাকা থেকে। পোলট্রি ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, সেসব জায়গায় যাতায়াতের পথে ওঁত পেতে থাকে চাঁদা সংগ্রহকারীরা। কয়েকদিন আগে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের তপসিখাতা শালবাড়ি এলাকাতেও পোলট্রির গাড়ি আটকে চাঁদার দাবি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল। তখন জোর করে গাড়ি থেকে মুরগিও নামিয়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

দুপুরের দিকে আবার চাপরেরপার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের

এরপর দশের পাতায়

ফেসবুকে পোস্ট মন্ত্রীর

বংশীর বক্তব্যে দলের নীরবতায় ক্ষুব্ধ উদয়ন

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ৩১ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ আবাস যোজনায় ঘরের টাকা খাচ্ছেন। গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মন সম্প্রতি এই অভিযোগ তুলে উদয়নের পদত্যাগ দাবি করেন। আর যা নিয়েই কোচবিহার জেলায় ঘাসফুলের বাগানে কার্যত ঝড়ের পূর্বাভাস। তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব বংশীকে নিয়ে এখনও নীরব কেন? উদয়ন সেই প্রশ্নই তুলেছেন। এই ইস্যুতে দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন ও মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়ের ভূমিকায় তিনি ক্ষুব্ধ। বৃহস্পতিবার ফেসবুকে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পোস্টে তিনি লেখেন, ‘অসময়ের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু। প্রকৃত বন্ধুহীন পরিবেশ থেকে সরে আসা সময়ের অপেক্ষা।’ ঘরের টাকা নিয়ে দলীয় কর্মীদের তোলাবাজির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জারি থাকবে বলেও উদয়ন জানিয়ে দিয়েছেন।

২০১৫ সালে ফরওয়ার্ড ব্লক ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন উদয়ন। তারপর দু’দফায় দিনহাটা থেকে বিধায়ক হন। বর্তমানে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের গুরুদায়িত্ব তাঁর কাঁধে। দলে তাঁর বেশ দাপট। বিরোধী দলের পাশাপাশি দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়েও বিভিন্ন সময় বহু বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন। আবাস যোজনায় দলের কেউ ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা তুললে তিনি তাকে জেলে ঢোকানোর হুমকি দেন। আর এ প্রসঙ্গেই বংশীবদন বলেন, ‘দলের লোক যদি ঘরের টাকা খেয়ে থাকে, তাহলে উদয়নও তো দলের লোক। তাহলে উনি নিজেও এর সঙ্গে যুক্ত আছেন।’ যদিও তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বংশীবদনকে নিশানা করেছেন। তাঁর কথায়, ‘উদয়ন গুহ সম্পর্কে বংশীবাদন বর্মন যা বলেছেন তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। উনি (বংশী) দুটি সরকারি পদে রয়েছেন। সমালোচনা করতে হলে আগে ওই পদ দুটি ছেড়ে আসুন। আমরা সবসময় উদয়নবাবুর পাশে রয়েছি।’

বংশীর বক্তব্য নিয়ে উদয়নের চ্যালেঞ্জ, ‘আমি ২০১৫ সালে তৃণমূলে যোগ দিই। তারপর কয়টা ঘর এসেছে? টাকা নেওয়া তো দূরের কথা, টাকা চেয়েছি বলে একজনও বলতে পারবে না।’ তবে বংশীকে নিয়ে দলের নীরবতায় উদয়ন ক্ষুব্ধ, ‘এটা নিয়ে নিশ্চয় আমার ক্ষোভ আছে। এ ব্যাপারে জেলা পার্টির তরফে প্রতিবাদ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু জেলার নেতা বিশেষ করে সভাপতি, চেয়ারম্যান ও মুখপাত্র আশ্চর্যজনকভাবে চুপ করে আছেন। আমি আমার দলের কর্মীদের কী বলব, কীভাবে হুঁশিয়ারি দেব সেটা আমার ও দলের ব্যাপার। সেই ব্যাপারে ও (বংশী) যখন মন্তব্য করে তখন সকলের নীরবতা আমাকে অবাক করে। কীসের আশায় এই নীরবতা?’ তবে বংশীবদনকে নিয়ে রাজ্য স্তরে নালিশ জানাতে উদয়ন রাজি নন, ‘উনি এমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ নেতা নন যে রাজ্যে জানাতে হবে।’ দলের জেলা নেতৃত্বর ওপর অভিমান করেই এদিনের ফেসবুক পোস্ট? উদয়ন মুখ খোলেননি।

বিষয়টি নিয়ে দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর কৌশলী জবাব, ‘উদয়নদা ঘরের টাকা নিয়ে ঠিকই বলেছেন। এ বিষয়ে দলীয় কোনও কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে সাংগঠনিকভাবে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ দলের রাজ্য মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়ও উদয়নের ক্ষোভ প্রশমনে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁর কথায়, ‘ক্ষোভের কোনও জায়গা নেই। উদয়নদা অনেক শক্তিশালী নেতা। আমরা সকলেই তাঁর ওপর ভরসা করি। সকলেই তাঁর পাশে আছি।’

ঘাসফুলে কানাঘুষো

- আবাস যোজনার টাকা নিয়ে সম্প্রতি উদয়ন গুহের সমালোচনা করেন বংশীবদন বর্মন
- এ বিষয়ে দল বংশীবদনের বিরুদ্ধাচরণ না করায় ফেসবুকে তৎপর্যপূর্ণ পোস্ট উদয়নের
- তাঁরা উদয়নের পাশে রয়েছেন বলে তৃণমূল নেতারা অবশ্য প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন
- তাঁর সমালোচনা করা হলেও আবাস যোজনা নিয়ে তাঁর প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে বলে দাবি উদয়নের

দিনহাটায় এক অনুষ্ঠানে বংশীকে ঘিরে তৃণমূল নেতারা। নেই উদয়ন।

উত্তরের খোঁজে

সন্দেশখালি, আরজি করে বহু ‘সত্যি’ই যখন মিথ্যে

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

কালীপুজোর রাতে নিবিড় তিমির আকাশের দিকে তাকিয়ে কি কখনও কোজাগরি নিশীথের জ্যোৎস্নার কথা ভাবে কেউ? ফারাক খোঁজার চেষ্টা করে?

অধিকাংশ জায়গায় উত্তর পাবেন, ভাবে না কেউ। ফারাক খোঁজে না। জীবন থেকে আরও একটি দীপাবলি রাত খসে গেল। কেউই জানে না, পরের দীপান্বিতা, কোজাগরির দীপিকা সে জীবনে আর কোনওদিন দেখবে কি না। বরং আলোকমালায় চাপা পড়ে অন্ধকারের উৎসমুখ। মানুষ যে বর্তমানেই ডুবে থাকতে চায় শুধু। হারিয়ে যায় অতীত।

রাজ্য রাজনীতির বর্তমান ও অতীতে ফারাক তেমনই। কালীপুজো-লক্ষ্মীপুজোর রাতের মতোই। সাদা হয়ে যায় কালো, কালো হয়ে যায় সাদা। মিথ্যে হয়ে ওঠে সত্যি, সত্যি হয়ে ওঠে মিথ্যে।

ভালো করে খোঁজখবর না নিয়ে, ভালো হোমওয়ার্ক না সেরে আন্দোলনে নামলে কী হয়, তা পরপর টের পেল বাংলার বিজেপি-সিপিএম। এক, সন্দেশখালিতে।

এরপর দশের পাতায়

একনজরে

সাংবাদিককে খুন

যোগীরাজ্যে ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে খুন হতে হল এক সাংবাদিককে। তাঁর নাম দিলীপ সাইনি (৩৮)। ওই সাংবাদিককে বাঁচাতে গিয়ে জখম হয়েছেন বন্ধু শাহিদ খানও। তিনি বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের নেতা। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের ফতেপুর জেলায়। বুধবার রাতে দিলীপ ও শাহিদের ওপর চড়াও হয় আততায়ীরা। হাসপাতালে নিয়ে গেলে দিলীপকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

প্রস্তাব ফেরালেন

দিল্লি গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’র সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব ফেরালেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা। বুধবার গভীর রাতে সোদপুরে নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে দিল্লি যাওয়ার বিষয়ে তাঁদের মনোভাব জানতে চান বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল ও কৌস্তভ বাগচী। কিন্তু সেই প্রস্তাবে সাড়া দেননি তাঁরা। নির্যাতিতার মা বলেন, ‘আন্দোলন থামবে না। বিচার পেতেই হবে।’

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

আইপিএলে দল থেকেই ছাঁটাই চার অধিনায়ক

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর : রিটেনশন নিয়ে জল্পনার অবসান।

প্রকাশ্যে আইপিএলে অংশগ্রহণকারী দশ দলের রিটেনশনের চূড়ান্ত তালিকা। প্রত্যাশামাফিক একঝাঁক চমক। দিল্লি ক্যাপিটালসের রিটেনশন তালিকায় যেমন জায়গা হয়নি ঋষভ পন্থের, তেমনই গতবারের অধিনায়ক লোকেশ রাহুল, শ্রেয়স আইয়ারকে ছেড়ে দিয়েছে সংশ্লিষ্ট ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি। ফলে চার অধিনায়ক- দিল্লি ক্যাপিটালসের ঋষভ পন্থ, কলকাতা নাইট রাইডার্সের শ্রেয়স আইয়ার, লখনউ সুপার জায়েন্টসের লোকেশ রাহুল ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ফাফ ডুপ্লেসি আসন্ন মেগা নিলামে উঠতে চলেছেন।

ঋষভকে নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে জল্পনা ডানা মেলছিল। সেটাই সত্যি। কুলদীপ যাদব (১৬.৫০ কোটি), অক্ষর প্যাটেল (১৩.২৫ কোটি), ট্রিস্টান স্টাবসের (১০ কোটি) সঙ্গে বাংলার উইকেটকিপার-ব্যাটার অভিষেক পোড়েলকে (৪ কোটি) ধরে রেখেছে দিল্লি ক্যাপিটালস। হাতে দুটি ‘রাইট টু ম্যাচ কার্ড’। মেগা নিলামে ঋষভকে ফেরাতে যার ব্যবহারের রাস্তাও খোলা। সেই ইঙ্গিতও দিয়ে রাখছেন দলের অন্যতম কর্ণধার পার্থ জিন্দাল।

চেন্নাই সুপার কিংসের রিটেনশন চমকহীন। রুতুরাজ গায়কোয়াড়, রবীন্দ্র জাদেজা (দুজনেই ১৮ কোটি), মাথিশা পথিরানার (১৩ কোটি) সঙ্গে শিবম দুবে (১২ কোটি)। মহেন্দ্র সিং ধোনি (৪ কোটি) সেখানে আনক্যাপড কোটায়। দক্ষিণের আইপিএল ডার্বির অপর দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু মাত্র তিনজনকে (বিরাট কোহলি, রজত পাতিদার, যশ দয়াল) ধরে রেখেছে। ফলে নিলাম টেবিল থেকে কোর টিম তৈরির চ্যালেঞ্জ থাকবে আরসিবি’র।

নাইট রাইডার্সের তালিকায় সুনীল নারায়ণ, আন্দ্রে রাসেলের সঙ্গে রয়েছেন রিঙ্কু সিং, রামনদীপ সিং ও বরুণ চক্রবর্তী। শ্রেয়সের রিটেনশনের তালিকায় না থাকার জল্পনা গত কয়েকদিন ধরেই ডালপালা মেলছিল। বৃহস্পতিবার সেই খবরে সিলমোহর পড়ল। তবে আইপিএল ইতিহাসের মহার্ঘতম ক্রিকেটার অস্ট্রেলিয়ার তারকা পেসার মিচেল স্টার্ককে ছেড়ে দেওয়া কেকেআর ভক্তদের অনেকটাই অবাক করেছে। রাজস্থান রয়্যালসের রিটেনশনের তালিকায় জায়গা পাননি জস বাটলার, যুযবেন্দ্র চাহাল, রবিচন্দ্রন অশ্বীনরা। গুজরাট টাইটান্স যেমন রাখেননি চোট-আঘাতে জর্জরিত মহম্মদ সামিকে। শুভমান গিল (১৬.৫০ কোটি) অধিনায়ক হলেও গুজরাটের রিটেনশনের তালিকায় একনম্বরে রশিদ খান।

সবকিছু ছাপিয়ে ২০২৫ সালের মেগা লিগে ফের হার্দিক পান্ডিয়া-রোহিত শর্মার যুগলবন্দি। গত লিগের মহাবিতর্কের পরও কোর টিমকে ধরে রাখতে সক্ষম নীতা আম্বানিরা। রোহিত (১৬.৩০ কোটি), হার্দিকের (১৬.৩৫ কোটি) সঙ্গে রয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ (১৮ কোটি), সূর্যকুমার যাদব (১৬.৩৫ কোটি) আর তিলক ভার্মা (৮ কোটি)। বুমরাহ রিটেনশনে এক নম্বরে থাকলেও সূত্রের খবর, নেতৃত্বে ফের দেখা যাবে হার্দিককেই।

তিক্ততা ভুলে সামনের দিকে তাকানোর সুর হার্দিক-রোহিত দুজনের মুখেই। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পোস্ট করা ভিডিওয় পাঁচজনের তালিকা নিয়ে হার্দিক বলেছেন, ‘মিলিতভাবে দুর্দান্ত সব সময় কাটিয়েছি আমরা। আগামী সফরকে আরও স্পেশাল করতে চাই। পাঁচ আঙুল, কিন্তু এক মুষ্টি। যা পেয়েছি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে খেলার সুবাদে। প্রতিটি বছরই বিশেষ। আগামী বছর আরও স্পেশাল করতে চাই।’

রিটেনশন তালিকায় চতুর্থ স্থানে থাকলেও অখুশি নন রোহিতও। বলেও দিলেন, ‘মুম্বই আমার ক্রিকেটের আঁতুড়। এই শহর আমার কাছে সবসময় স্পেশাল। আন্তর্জাতিক টি২০ ফর্ম্যাট থেকে অবসর নিয়েছি আমি। যারা এখন জাতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করছে এই ফর্ম্যাটে, তারা অগ্রাধিকার পাবে, এটাই প্রত্যাশিত।’

শ্রেয়স আইয়ার, ঋষভ পন্থ, লোকেশ রাহুল এবং ফাফ ডুপ্লেসি। চার অধিনায়ককে এবার নিলামে উঠতে হবে।

চিতাবাঘের খবর পেয়ে এলাকায় বনকর্মীদের টহল। বাসিন্দাদের ভিড়।

বাড়ির উঠোনে, ধান খেতে চিতাবাঘ

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৩১ অক্টোবর : একটি মা চিতাবাঘ তার দুই শাবককে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এলাকায়। কখনও কোনও বাসিন্দার বাড়ির উঠোনে, কখনও ধানের খেতে গিয়ে খেলছে ওই দুই শাবক। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে দুই শাবককে পাহারা দিচ্ছে মা চিতাবাঘ। লোকজন দেখলেই ছুটে পাশের জঙ্গলে ঢুকে পড়ছে। এই নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের পূর্ব চেপানি গ্রামে।

বৃহস্পতিবার স্থানীয় বাসিন্দা বীরেন্দ্র মাঝির উঠোনে এসে ওই দুই শাবক খেলতে শুরু করে। তাতেই আতঙ্ক আরও বেড়ে যায় কয়েকগুণ। যদিও কিছু অত্যুৎসাহী বাসিন্দা তাদের দেখতে সেখানে ভিড় জমান। বাসিন্দাদের চিৎকারে শাবক দুটি একটি ধানের খেতে লুকিয়ে পড়ে। তবে বন দপ্তরের কর্মীরা এসে ওই বাসিন্দাদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে দেন। ইতিমধ্যে মা চিতাবাঘটি শাবকদের নিয়ে পাশের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। এলাকায় বনকর্মীরা টহল দিচ্ছেন।

এ ব্যাপারে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার দেবাশিস মণ্ডল বলেন, 'চিতাবাঘের খবর পেয়ে আমরা ওই এলাকায় নজরদারি শুরু করেছি। গ্রামবাসীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শাবক সহ চিতাবাঘটিকে যাতে দ্রুত জঙ্গলে ফেরানো যায় সেই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ওই গ্রামে চিতাবাঘটি হামলা করেনি বা কোনও ক্ষতি হয়নি। আমরা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি।'

এদিকে, শাবক সহ চিতাবাঘটি লোকজনের ভয়ে ওই জঙ্গলে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। ওই জঙ্গলের ভেতর দিয়েই বাসিন্দারা তাঁদের চাষের জমিতে যান। কিন্তু ভয়ে আর সে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে পারছেন না কেউই।

স্থানীয় বাসিন্দা সৌরভ দাস জানান, গত এক সপ্তাহ ধরে গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় চিতাবাঘের পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। মাঝেমধ্যে চিতাবাঘটিকে শাবক সহ ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। ফলে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা গ্রামে।

তাঁর কথায় সায় জানান ওই গ্রামের বধূ তরুলতা মাঝিও। তিনি বলেন, 'বাড়ির উঠোনে চিতাবাঘের দুটি শাবককে খেলতে দেখে ভয়ে হিম হয়ে যাওয়া অবস্থা আমাদের। যে কোনও সময় মা চিতাবাঘটি হামলা চালাতে পারে। আমরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছি।'

ওই গ্রামের বাসিন্দা অনিল বিশ্বাস, হিতেন্দ্র মাঝির সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এভাবে গ্রামে যে চিতাবাঘ আস্তানা গেড়েছে তাঁরা টেরই পাননি। সম্ভবত চিতাবাঘটি ওই জঙ্গলেই সন্তান প্রসব করেছে। কিছুদিনের মধ্যে হয়তো জঙ্গলে ফিরে যাবে তারা। কিন্তু এভাবে গ্রামে শাবক সহ চিতাবাঘ দাপিয়ে বেড়ানোয় তাঁরা রীতিমতো আতঙ্কিত।

বেনারসের পুজোয় বঙ্গযোগ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৩১ অক্টোবর : গুগলের হিসেব বলছে, কোচবিহার থেকে উত্তরপ্রদেশের বেনারসের দূরত্ব ৮২৯ কিলোমিটার। তবে মহারাজাদের সৌজন্যে সেই দূরত্ব ঘুচে দুই ঐতিহ্যের শহর এক সুতোয় বাঁধা পড়েছে। অমাবস্যা তিথিতে মদনমোহনবাড়িতে যখন পূজিত হচ্ছেন বড়তারা, তখন কয়েকশো কিলোমিটার দূরে বেনারসে কোচবিহারের রাজরীতি মেনে করুণাময়ী ও দয়াময়ী কালীর পুজো হল। দুই জায়গাতেই কোচবিহারের মহারাজারা এই পুজোর প্রচলন করেছিলেন। রাজার শহরের সেই ঐতিহ্য মেনে এখনও পুজো হয় উত্তরপ্রদেশে। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সেই পুজোর দায়িত্বে রয়েছে। বোর্ডের সচিব কৃষ্ণগোপাল ধাড়ার কথায়, 'তিথি মেনে নিয়মনিষ্ঠা সহকারে একদিকে যেমন মদনমোহনবাড়িতে বড়তারার পুজো হচ্ছে, তেমনই উত্তরপ্রদেশেও আমাদের কালীপুজো হয়েছে।'

উত্তরপ্রদেশের বেনারসে কালীপুজো

ইতিহাসবিদরা জানান, মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ কালীসাধক ছিলেন। কোচবিহারের বিভিন্ন জায়গায় তিনি কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তবে শুধু তৎকালীন কোচবিহার রাজ্যে নয়, তার বিস্তার ঘটেছিল উত্তরপ্রদেশেও। হরেন্দ্রনারায়ণ তীর্থ করতে গিয়ে উত্তরপ্রদেশের বেনারসে কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। সেই কাজ শুরুও হয়। কিন্তু তা শেষ হওয়ার আগেই হরেন্দ্রনারায়ণ প্রয়াত হন। তাঁর অপূর্ণ কাজ শেষ করেন ছেলে শিবেন্দ্রনারায়ণ।

মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের আমলে ১৮৪৬ সালে অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে বেনারসের সোনারপুরে কালী মন্দির স্থাপিত হয়। সেখানে প্রতিদিন করুণাময়ী ও দয়াময়ীর পুজো চলে। প্রতি অমাবস্যায় বিশেষ ভোগ হয়। মন্দিরের পাশাপাশি মহারাজা সেখানে বসতবাড়ি ও সত্র তৈরি করেছিলেন। সেখানকার খরচ রাজপরিবারই বহন করত। বর্তমানে মন্দিরটি দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড পরিচালনা করে। বেনারসে থাকা বোর্ডের এক কর্মী বীরেন ঝা টেলিফোনে বললেন, 'নিয়মনিষ্ঠা মেনে দুই কালীর পুজো হয়। পুজো উপলক্ষ্যে মন্দির সাজানো হয়েছে।'

সেখানে করুণাময়ীর পুজো করেন পুরোহিত প্রদীপকুমার মুখোপাধ্যায় ও দয়াময়ীর পুজোর দায়িত্বে রয়েছেন দীননাথ তেওয়ারি। তাঁরা জানালেন, সন্ধে থেকেই পুজো শুরু হয়েছে। পুজো শেষ হতে শেষরাত হয়ে যায়। চালকুমড়োবলি দিয়ে পুজো হয়। বিশেষ ভোগ থাকে। পুজো দেখতে উত্তরপ্রদেশের বহু পুণ্যার্থী মন্দিরে আসেন।

কোচবিহার থেকে কেউ উত্তরপ্রদেশে গেলে তাঁদের অনেকেই এই মন্দিরে ঢুঁ মারেন। যদিও উত্তরপ্রদেশেও যে কোচবিহারের মহারাজাদের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে তা কোচবিহারবাসীর অনেকেরই অজানা। কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলিজ সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুলনারায়ণের কথায়, 'দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড তথা সরকারের উচিত বেনারসে থাকা কোচবিহারের

প্যান্ডেলের পথে। জলপাইগুড়িতে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

হোয়াটসঅ্যাপ 'হ্যাক' জন বারলার

শুভ দত্ত

বানারহাট, ৩১ অক্টোবর : ইন্টারনেটের যুগে দিন দিন অনলাইন প্রতারণা বাড়ছে। এবার এমনই অনলাইন ফাঁদের শিকার হলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ জন বারলা। চারদিন হল তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাক হয়েছে বলে অভিযোগ। এবিষয়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে বানারহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।

বারলার বক্তব্য, 'বাড়িতে বাচ্চারা আমার মোবাইল নিয়ে খেলার সময় কোনওভাবে আমার হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাক হয়ে যায়। এরপর আমি হোয়াটসঅ্যাপ থেকে কাউকে ফোন করতে পারছি না। কারও ফোনও ধরতে পারছি না। আমার হোয়াটসঅ্যাপ থেকে বিভিন্ন মানুষকে এবং একাধিক গ্রুপে নানারকম মেসেজ করা হচ্ছে।' যদিও বারলা এখনও তাঁর ফোন নম্বর ব্যবহার করতে পারছেন। প্রাক্তন সাংসদের অভিযোগ, তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ফোন করলে অচেনা এক ব্যক্তি ফোন ধরছে এবং অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছে। এছাড়া সেই ব্যক্তি নিজেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা বলে দাবি করছেন। সাইবার ক্রাইম বিভাগে যোগাযোগ করে বিষয়টি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমাধান করার আশ্বাস দিয়েছে বানারহাট থানার পুলিশ।

বারলার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করে বিভিন্ন ব্যক্তিকে প্রচুর লিংক পাঠানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। ওই প্রাক্তন সাংসদ আরও বলেন, 'আমার নম্বর ব্যবহার করে কোনও অচেনা ব্যক্তি অপরাধ করলে সেই দোষ আমার না। লিংকগুলি আমার তরফে পাঠানো হয়নি বলে সবাইকে সতর্ক থাকতে বলেছি।'

অভিযোগপত্র হাতে জন বারলা।

অ্যাফিডেভিট

আমি মুন্নি দাস স্বামী বিপ্লব দাস পিতা সুমন্ত সেন সাকিন - ভোরাম, পোঃ গিতালদহ, থানা - দিনহাটা, জেলা - কোচবিহার গত ৩০-১০-২৪ দিনহাটা নোটারি পাবলিকে ৩নং অ্যাফিডেভিট দ্বারা মুন্নি দাস সেন নামে পরিচিত হলাম। মুন্নি দাস ও মুন্নি দাস সেন একই ব্যক্তি। (S/M)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৯৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮০১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

CINEMA সিনেমা

Now showing at রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
SINGHAM AGAIN
Xing : Ajay Devgan, Kareena Kapoor, Akshay, Dipika, Ranbir Singh
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M

Now showing at BISWADEEP
A Rohit Shetty Film
SINGHAM AGAIN
Xing : Ajay Devgan, Kareena Kapoor & Others
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M

আজ টিভিতে

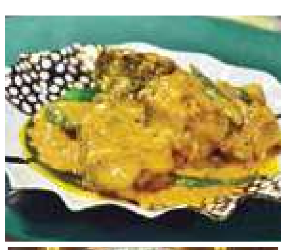

বাটা মশলায় মুরগি ভাপা এবং দুধ কাতলা রাঁধবেন **স্মৃতি মণ্ডল** এবং **জাতিষ্ক মণ্ডল**। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ মিনিটে **আকাশ আটে**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, রাত ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা, ১০.০০ সোহাগ চাঁদ, ১০.৩০ ফেরারি মন, রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ লাভ এক্সপ্রেস, বিকেল ৪.৩৫ আমার মায়ের শপথ, রাত ৮.০৫ সতীর একান্নপীঠ

জি বাংলা : দুপুর ১২.০০ বস-বর্ন টু রুল, দুপুর ২.৫৫ অভিমন্যু, বিকেল ৫.৩৫ প্রধান, রাত ৯.০০ মস্তান রাজ, ১১.৩০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ জন্মদাতা, দুপুর ১.০০ প্রেমী, বিকেল ৪.০০ আমাদের সংসার, সন্ধে ৭.০০ ফাইটার, রাত ১০.০০ আওয়ারা

কালার্স বাংলা : দুপুর ১.৩০ সোহাগ চাঁদ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সিঁদুর

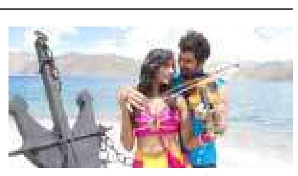

আওয়ারা রাত ১০টায় **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

হনুমান রাত ৮টায় **কালার্স সিনেপ্লেক্সে**

ককুড়া বিকেল ৪টায় **জি সিনেমা**

প্রধান বিকেল ৫.৩৫ টায় **জি বাংলা সিনেমায়**

চা উৎপাদন বন্ধের সময় বৃদ্ধির দাবি জয়ন্তেরও

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৩১ অক্টোবর : ক্রমশ জোরালো হচ্ছে চা বাগানের শীতকালীন উৎপাদন বন্ধের ঘোষিত সময়সীমা বাড়ানোর দাবি। এর আগে টি বোর্ডের কাছে এই ব্যাপারে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির চা বলয়ের দুই সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক ও মনোজ টিগ্গা। এবার একই দাবির কথা জানাতে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিবের (বাগিচা) সঙ্গে সরাসরি দেখা করলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়। গত বুধবার তিনি নয়াদিল্লিতে ওই পদস্থ আমলার সঙ্গে দেখা করেন। জয়ন্ত বলেন, 'চা শিল্প মহল এব্যাপারে বারবার দাবি জানিয়ে আসছে। আমার কাছেও তারা চিঠি দিয়েছে। অতিরিক্ত সচিবের কাছে এবছর কেন উৎপাদন বন্ধের সময়সীমা বাড়ানো প্রয়োজন তা বিশদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পাশাপাশি চা শিল্পের নানা সমস্যা নিয়েও তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। আমি আশাবাদী।'

এদিকে, একই দাবিতে পদক্ষেপের দাবিতে রাজ্যের কাছেও বার্তা পাঠানো শুরু হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির তরফে বুধবার চিঠি পাঠানো হয় শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী শশী পাঁজা, শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের কাছে। অন্যদিকে, চা শিল্পের এই দাবিকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে নর্থবেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজও। সংগঠনটির পক্ষ থেকে সভাপতি পুরোজিৎ বক্সীগুপ্ত সম্প্রতি এব্যাপারে কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সাংসদকে চিঠি দিয়েছেন। প্রত্যেকেরই দাবি টি বোর্ড ঘোষিত সময়সীমা ৩০ নভেম্বর থেকে বাড়িয়ে অন্তত ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত করা হোক।

কেন এবারে বাগানগুলি ওই তারিখ বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য মরিয়া। এর মূল কারণ হিসেবে তাঁরা বলছেন, এবছর আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার কারণে উৎপাদন অন্তত ২০ থেকে ২৫ শতাংশ মার খাওয়ার বিষয়টিকে। পাশাপাশি অক্টোবর মাসে মোটের ওপর ভালো বৃষ্টি হওয়ার কারণে এর সুফল নভেম্বর ও ডিসেম্বরে মিলবে বলে তাঁদের দাবি। যে কারণে বাগান চালু থাকলে আগের ক্ষতি অনেকটাই পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'এবার যা পরিস্থিতি ডিসেম্বর মাসে যদি কাঁচা পাতা তোলার জন্য অনুমতি না দেওয়া হয় তবে উৎপাদনের ঘাটতি অন্তত ৩৫ শতাংশে গিয়ে ঠেকবে বলে আমাদের মূল্যায়ন। মনে রাখতে হবে উত্তরবঙ্গের অন্তত ১০ লক্ষ মানুষ এই শিল্পের ওপর রুটিরুজির জন্য জড়িত।' চা বণিকসভা টেরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (টিপা) চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসালের কথায়, 'উৎপাদন চালু রাখার জন্য নভেম্বরের পর অন্তত আরও আড়াই সপ্তাহ সময় দেওয়া হোক। নয়তো জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারির ঘোর শীতের শুখা মরশুমে একের পর এক বাগান আর্থিক কারণে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।'

কর্মরত শ্রমিকরা। গ্রামমোড়ে চা বাগানে। (ডানে) কাঁচা পাতার ওজনে ব্যস্ত। বামনডাঙ্গা চা বাগানে।

ভেড়ার মাংসের ব্যাপক চাহিদা

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : প্রতিবছরের মতো এবছরও কালীপুজোর দিনে ভেড়ার মাংসের বিপুল চাহিদা ছিল কামাখ্যাগুড়ির মাংস বাজারে। লোকমুখে প্রচলিত রয়েছে, কালীপুজোয় অমাবস্যার রাতে ভেড়ার মাংস খেলে পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধি বাড়ে। আর্থিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। আবার, শাস্ত্রমতে ভেড়ার মাংস খেলে গ্রহদোষও কাটে।

মাংস বিক্রেতা ছোট্টু দে সরকার ও অনুপম সাহার কথায়, 'বছরের এই দিনটিতে ভেড়ার মাংসের চাহিদা অন্যদিনের তুলনায় অনেকটাই বেশি থাকে।' সোমবার বাজারে প্রায় দেড় কুইন্টাল মাংস বিক্রি হয়েছে। প্রতি কেজি মাংস ৮০০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। বছরের অন্যান্য সময় পাঁঠার মাংসের চাহিদা বেশি থাকে। বিক্রেতারা আশপাশের গ্রাম থেকে ভেড়া কিনে আনেন। গ্রামে যাঁরা ভেড়া পালন করেন, তাঁরা কালীপুজোর এই বাজারের দিকে মুখিয়ে থাকেন। ভেড়া বিক্রি করে লাভের মুখ দেখেছেন সুরজিৎ দাস। তিনি জানালেন, এবছর ভেড়া বিক্রি করে তাঁর ১৪ হাজার টাকা আয় হয়েছে।

অসীম রায় ভেড়ার মাংস কিনতে এসে বললেন, তাঁর বাড়িতেও প্রতিবছর কালীপুজোর রাতে ভেড়ার মাংস খাওয়ার রীতি রয়েছে। তিনি বললেন, 'আমি সারাদিন অনেক কষ্ট করে লোভ সামলে রাখি। সন্ধ্যা হলেই মাংস চেখে দেখি।' আরেক ক্রেতা বাপি সিংয়ের কথায়, 'ভেড়ার মাংস বেশ সুস্বাদু হয়।'

কলকাতা ও সহরসা জংশনের মধ্যে স্পেশাল ট্রেন

দীপাবলী ও ছট উৎসব উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৩১১৭/০৩১১৮ কলকাতা-সহরসা জংশন-কলকাতা স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, চলাচলের দিন, স্টপেজ ও গঠন অনুযায়ী চলবে:—

কলকাতা-সহরসা জংশন			০৩১১৭ ০৩১১৮	সহরসা জংশন-কলকাতা		
দিন	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
শনি	-	০৮.৫০	↓ কলকাতা	১৫.৩০	-	রবি
	১০.১৩	১০.১৫	ব্যান্ডেল	১৩.২৮	১৩.৩০	
	১২.৩৫	১২.৪০	আজিমগঞ্জ	০৯.৩৭	০৯.৪২	
	১৪.৪০	১৪.৫০	মালদা টাউন	০৭.৩০	০৭.৪০	
	২২.০০	-	সহরসা জংশন ↑	-	০১.০০	

ট্রেনটি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে নৈহাটি, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, জঙ্গীপুর রোড, নিউ ফরাক্কা জংশন, কুমেদপুর, কাটিহার, নওগছিয়া, থানা বিহপুর ও মানসী স্টেশনেও থামবে। চলাচলের তারিখ ও দিন : ০৩১১৭ কলকাতা থেকে : ০২.১১.২০২৪ (শনিবার) = ১ ট্রিপ। ০৩১১৮ সহরসা জংশন থেকে : ০৩.১১.২০২৪ (রবিবার) = ১ ট্রিপ। গঠন : এসি ৩-টিয়ার - ১, এসি চেয়ার কার - ১, স্লিপার শ্রেণী - ২, ২য় শ্রেণী সিটিং - ৫, সাধারণ ২য় শ্রেণী (জিএস) - ৪, এসএলআরডি - ২ = ১৫ কোচ। শ্রেণী : মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মাননীয় এক্সপেন্ডিচার পর্যবেক্ষকের বিবরণ-১৪-মাদারিহাট (এসটি) বিধানসভা কেন্দ্র

জেলা	ডি.ই.ও এর নাম	ডি.ই.ও এর মোবাইল নম্বর	পর্যবেক্ষকের বিবরণ	হোয়াটসঅ্যাপ	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল আইডি	সাক্ষাৎকারের স্থান	সাক্ষাৎকারের সময়
আলিপুরদুয়ার	শ্রীমতী আর. বিমলা (আই.এ.এস)	৯০৪৬১৭৬৯০০	শ্রী রাকেশ কুমার জৈন (আই.আর.এস)	৯৬৩৫৭৫৪৯৬৫	৯৬৩৫৭৫৪৯৬৫	observerexpapd24byeelection@gmail.com	'সংকোশ স্যুট' সার্কিট হাউস, আলিপুরদুয়ার	১০.৩০ থেকে ১১.৩০ (সকাল)

যে কোনও নির্বাচনি অভিযোগের জন্য Cvigil অ্যাপ বা হেল্পলাইন নম্বর ১৯৫০ ব্যবহার করুন।

Memo No :- 33(2)Dico/Bye Elec/Apd
Date : 30/10/2024

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সামান্য কারণে তর্কবিতর্কে বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য। মেয়ের পরীক্ষার সাফল্যে খুশি। **বৃষ :** খুব কাছের লোকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। ব্যবসার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। **মিথুন :** বিদেশে পাঠরত সন্তানের চিন্তা কাটবে। মায়ের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা। **কর্কট :** আজ যানবাহন খুব সাবধানে চলান। প্রেমে শুভ। **সিংহ :** অফিসে কোনও জটিল কাজ সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। দাঁতের যন্ত্রণায় ভোগান্তি। **কন্যা :** সংগীত ও অভিনয় জগতের ব্যক্তিরা নতুন সুযোগ পাবেন। জ্বর ও সর্দি ভোগাবে। **তুলা :** বাড়ির কোনও সদস্যের জন্যে চিন্তা কাটবে। মূল্যবান জিনিস হারাতে পারে। **বৃশ্চিক :** ভাইয়ের সঙ্গে সামান্য ব্যাপারে মনোমালিন্য। কোমর ও হাঁটুর ব্যথায় দুর্ভোগ। **ধনু :** বারবার যে কাজ করতে গিয়েও তা বন্ধ রাখতে হয়েছে, তা আজ শুরু করুন। প্রেমে সমস্যা। **মকর :** ব্যবসার জন্য ঋণ করেত হতে পারে। বস্ত্র, রত্ন, কেমিক্যাল দ্রব্যের বযবসায় লাভ হবে। **কুম্ভ :** নতুন কোনও কাজে যোগ দিয়ে স্বস্তি পাবেন। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। **মীন :** বিদেশে যাওয়ার বাধা আজ কেটে যাবে। আজ নানা কারণে সারাদিন পরিশ্রমে কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৫ কার্তিক ১৪৩১, ভাঃ ১০ কার্তিক, ১ নভেম্বর ২০২৪, ১৫ কাতি, সংবৎ ১৫ কার্তিক বদি, ২৮ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪৬, অঃ ৪।৫৭। শুক্রবার, অমাবস্যা সন্ধ্যা ৫।৯। স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ৩।২৬। প্রীতিযোগ দিবা ১১।৪৫। নাগকরণ সন্ধ্যা ৫।৯ গতে কিন্তুঘ্নকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ৩।২৬ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ৩।২৬ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, সন্ধ্যা ৫।৯ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ৮।৩৩ গতে ১১।২১ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৯ গতে ৯।৪৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই, সন্ধ্যা ৫।৯ গতে যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৩।২৬ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমাবস্যার ব্রতোপবাস। সন্ধ্যা ৫।৯ মধ্যে সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। দীপান্বিতা পার্বণশ্রাদ্ধ। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৪ মধ্যে ও ৭।২৭ গতে ৯।৩৬ মধ্যে ও ১১। ৪৫ গতে ২। ৩৭ মধ্যে ও ৩।২০ গতে ৪। ৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৩৯ গতে ৯।১১ মধ্যে ও ১১।৫০ গতে ৩।২২ মধ্যে ও ৪।১৫ গতে ৫।৪৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

হরিণের খুলি ও শিং উদ্ধার

মাথাভাঙ্গা, ৩১ অক্টোবর : মাথাভাঙ্গা শহর লাগোয়া পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকিরেরকুঠি গ্রাম থেকে হরিণের মাথার একটি খুলির অংশ সহ দুটি শিং উদ্ধার হল। বৃহস্পতিবার এলাকার এক বাসিন্দা মাখন বর্মন তাঁর বাড়ির সামনেই সেগুলি পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বিক্রম দত্তকে বিষয়টি জানান। বিক্রম বন দপ্তরে খবর দিলে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সেগুলি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। বিক্রম বলেন, 'এদিন সকালে মাখন আমাকে টেলিফোন করে জানান বাড়ির সামনে হরিণের শিং পড়ে রয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাই। বনকর্মীরা সেগুলি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন।' প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে মাথার খুলি সহ হরিণের শিং দুটি অনেক দিনের পুরোনো। হরিণের মাথার খুলির অংশে দুটি ফুটো ছিল। কীভাবে সেগুলি ওই গ্রামে এল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

বন বিভাগের মাথাভাঙ্গার রেঞ্জ অফিসার সুদীপ দাসের কথায়, 'বনবিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ফকিরেরকুঠি থেকে মাথার খুলি সহ হরিণের দুটি শিং উদ্ধার করে রেঞ্জ অফিসে নিয়ে আসা হয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরামর্শ মতোই উদ্ধার হওয়া হরিণের দেহাংশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।'

একসময় অনেকেই শখ করে নিজের বাড়ির দরজার উপর হরিণের শিং সহ মাথা লাগিয়ে পারিবারিক আভিজাত্য প্রদর্শন করতেন। আবার কেউ বা কাঠ দিয়ে হরিণের মাথার আদলে মাথা তৈরি করে তার ওপর হরিণের শিং লাগাতেন বাড়ির শোভা বৃদ্ধির জন্য। তবে বন দপ্তর বন্যপ্রাণ নিয়ন্ত্রণ আইনের ভিত্তিতে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করার পর থেকেই সেই প্রবণতা নেই বললেই চলে। উদ্ধার হওয়া শিং দুটিও বন দপ্তরের তত্ত্বাবধানে সুরক্ষিত রাখার প্রচেষ্টা চলছে।

চিলাপাতায় তল্লাশি

সোনাপুর, ৩১ অক্টোবর : আলোর উৎসবের মাঝে চিলাপাতা জঙ্গলে চোরাকারবার রুখতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বন দপ্তর তল্লাশি চালায়। মূলত চিলাপাতা চেকপোস্ট সহ আশপাশের বনবস্তিতে এদিন তল্লাশি চালানো হয়। চেকপোস্ট এলাকায় বিভিন্ন গাড়ি আটকেও তল্লাশি করা হয়। বনকর্মীরা ছাড়াও বন দপ্তরের ডগ স্কোয়াডও সেখানে উপস্থিত ছিল।

ঝলমলে কুঁড়িরা...

আলোর উৎসবে মেতেছে খুদেরা। আলিপুরদুয়ার মাড়োয়ারিপট্টিতে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

প্রশ্নে নজরদারি

সন্ধে নামতেই কান ঝালাপালা

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ৩১ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা নামতেই শব্দবাজির বিকট শব্দেই জব্দ হয় শান্তশিষ্ট জেলা শহরটি। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই শব্দবাজির দাপটও বাড়তে থাকে। শব্দবাজি নিষিদ্ধ, কিন্তু এই 'নিষিদ্ধ' ব্যাপারটা কাটিয়ে দেদার শব্দবাজি ফাটল শহরে। পুলিশ প্রশাসনের নজরদারিরও দেখা মেলেনি। পুলিশের নাকের ডগায় যেভাবে শব্দবাজি শহরের দখল নিচ্ছে, তাতে পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ।

আলিপুরদুয়ার পুরোনো বাজার কিংবা নিউটাউন এলাকার বিভিন্ন দোকানে পর্দার আড়ালে রমরমিয়ে চলছে শব্দবাজির কারবার। পুলিশ প্রশাসনের নজরদারি এড়িয়ে বিপুল পরিমাণ শব্দবাজি শহরে ঢুকছে। সচেতন নাগরিকদের প্রশ্ন, কীভাবে এই শব্দবাজি শহরে ঢুকছে? তলে তলে অসাধু ব্যবসায়ী এবং পুলিশের মধ্যে কি কোনও অদৃশ্য বোঝাপড়া হয়েছে? এই প্রশ্নই এখন শহরবাসীর মুখে মুখে।

আলিপুরদুয়ার মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়ের কথায়, 'আমরা লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আমাদের কাছে এসেছিল। কোনও ব্যবসায়ীর কাছে শব্দবাজি মজুত পেলে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে।'

কালীপুজোর কয়েকদিন আগে থেকেই শহরজুড়ে শব্দবাজির দাপট শুরু হয়েছে। সন্ধ্যা নামতেই পুরসভার বিভিন্ন অলিগলিতে দেদার ফাটছে শব্দবাজি। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজির বিকট শব্দে নিস্তব্ধ শহরে আট থেকে আশির প্রাণ ওষ্ঠাগত।

একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সম্পাদক ল্যারি বসুর কথায়, 'আমরা মহকুমা শাসকের কাছে এই বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছি। কীভাবে নিষিদ্ধ শব্দবাজি শহরে প্রবেশ করছে সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন।'

প্রসঙ্গত, গত পুজোর মরশুম থেকে শব্দবাজির শব্দের পরিমাপের মাত্রা ১২৫ ডেসিবেলের মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিমাণ শব্দে এমনিতেই শব্দ দূষণের আশঙ্কা রয়েছে। বেঁধে দেওয়া সেই শব্দমাত্রা উপেক্ষা করেই শহরে প্রবেশ করেছে আরও বেশি মাত্রার শব্দবাজি। যার নিয়ন্ত্রণ নেই পুলিশ প্রশাসনের।

আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'ইতিমধ্যেই আলিপুরদুয়ার থানা অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করেছে। গোটা জেলাতেই আমাদের অভিযান জারি রয়েছে।'

শহরের বাবুপাড়া থেকে শুরু করে উত্তর অরবিন্দনগর, সর্বত্রই শব্দবাজির রমরমা। এদিকে বেপরোয়া শব্দদানবের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ শহরের আমজনতা। জনগণের পাশাপাশি শহরের পথকুকুর থেকে শুরু করে গৃহপালিত পশু, পাখি, জীবজন্তু এই শব্দবাজির দাপটে চরম বিপাকে।

একটি পশুপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক জয়দেব রায় বলেন, 'শব্দবাজি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ প্রশাসনকে কঠোর হতে হবে। শব্দবাজির দাপটে সকলেরই ক্ষতি।'

নাবালিকা নিখোঁজের ৪২ দিন পার

নিষ্ক্রিয় পুলিশ, বিক্ষোভ জনতার

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৩১ অক্টোবর : রহস্যজনকভাবে প্রায় দেড় মাস ধরে এক নাবালিকার খোঁজ নেই। টিউশনে যাওয়ার নাম করে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের চলডাবরি এলাকার এক নাবালিকা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। তারপর থেকে ওই কিশোরীর আর পাত্তা নেই। গোটা ঘটনায় নিখোঁজের পরিবার প্রতিবেশী এক তরুণের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে। প্রথমে থানা, তারপর কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। সেকারণে বৃহস্পতিবার পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে কিশোরীর পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে ডিওয়াইএফআই বক্সিরহাট লোকাল কমিটি থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায়। এদিন বিক্ষোভ ঘিরে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বক্সিরহাট থানা চত্বরে সাময়িক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। যদিও শেষপর্যন্ত পুলিশের আশ্বাসে আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভ তুলে নেন।

তুফানগঞ্জ এসডিপিও বৈভব বাঙ্গার বলেন, 'নাবালিকার খোঁজ চলছে।'

চলতি বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর সকালে ওই নাবালিকা টিউশন যাওয়ার সময় মাঝরাস্তা থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত মেয়ে বাড়ি না ফেরায় সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজখবর চালানো হয়। কিন্তু সন্ধান না মেলায় নবম শ্রেণির ওই ছাত্রীর পরিবার সেদিনই বক্সিরহাট থানায় অপহরণ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করে। এরপরেও মেয়েকে উদ্ধারে পুলিশ উদ্যোগ না নেওয়ায় ১৫ দিন আগে জেলা পুলিশ সুপারের কাছেও ওই নাবালিকার পরিবার অভিযোগ জানিয়েছে। নাবালিকার রহস্যজনকভাবে উধাওয়ের ঘটনায় প্রতিবেশী এক তরুণের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলা হয়েছে। স্কুল ও টিউশনে যাওয়ার পথে প্রতিবেশী ওই তরুণ নাবালিকাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করত বলে অভিযোগ।

নাবালিকার দাদার কথায়, 'প্রতিবেশী ওই তরুণ মাঝেমধ্যে বোনকে ফোন করে প্রেমের প্রস্তাব দিত। তার প্রস্তাবে রাজি না হলে নাবালিকার পরিচিতদের ফোন করে উলটোপালটা কথা বলবে বলে হুমকি দেওয়া হত।'

এদিকে এতদিন ধরে মেয়ের কোনও খোঁজ না পাওয়ায় চিন্তায় পরিবারটি নাওয়া-খাওয়া ভুলেছে। মেয়েটির বাবার কথায়, '৪২ দিন ধরে মেয়েকে পাচ্ছি না। চিন্তায় রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে। মেয়ের চিন্তায় স্ত্রী খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। টিউশনে যাওয়ার পথে মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে। মেয়েকে খুঁজে বের করতে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।' তাই পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ডিওয়াইএফআই বক্সিরহাট লোকাল কমিটির সদস্যরা। দীর্ঘক্ষণ ধরে স্লোগান চলে। ডিওয়াইএফআই কোচবিহার জেলা সহ সম্পাদক ইউসুফ আলির বক্তব্য, প্রথমে থানা, তারপর জেলা পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। ৪২ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও নাবালিকার কোনও খোঁজ না মেলায় পরিবারটির পাশাপাশি সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত।

কর্মী দিবস

শালকুমারহাট ও আলিপুরদুয়ার, ৩১ অক্টোবর : বালক ব্রহ্মচারীর ১০৫তম আবির্ভাব তিথি পালন করল সন্তানদল। সংগঠনের তরফে এই দিনটিকে কর্মী দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। বৃহস্পতিবার শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানপাড়ায় কর্মী দিবস হিসেবে পালন করেন সন্তানদলের কর্মীরা। প্রভাতফেরি, নগর পরিক্রমা, মিছিল, পতাকা উত্তোলন, নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে বালক ব্রহ্মচারীর জীবন দর্শন আলোচনা করা হয় বলে সন্তানদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি সঞ্জিত দাস জানিয়েছেন।

আলিপুরদুয়ারে একাধিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ছিল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। বালক ব্রহ্মচারীর শিক্ষা প্রসারিত করতে বেদ-সংগীত পরিবেশন করা হয়।

পুজো উদ্বোধন

সোনাপুর, ৩১ অক্টোবর : বৃহস্পতিবারও আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় কালীপুজোর উদ্বোধন করা হয়। এদিন ব্লকের বীরপাড়ার ইটভাটা এলাকায় আনন্দ ক্লাবের পুজোর উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে। তপসিখাতা সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল ইউনিটের পুজোরও উদ্বোধন হয়েছে এদিন। সেখানেও ছিলেন মনোরঞ্জন।

সামগ্রী বিলি

ফালাকাটা, ৩১ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার সকালে ফালাকাটা ব্লকের অন্তর্গত ময়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ছয়মাইল এলাকায় স্নেহের পরশ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে এলাকার প্রায় ৫০ জন মানুষের হাতে মোমবাতির প্যাকেট এবং মাটির প্রদীপ বিতরণ করা হয়। ওই এলাকার শিশুদের মধ্যে তারাবাতি এবং চকোলেটও বিতরণ করা হয়েছে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে।

দুর্ঘটনায় জখম

শামুকতলা, ৩১ অক্টোবর : বুধবার রাতে পথ দুর্ঘটনায় জখম হলেন তিনজন। শামুকতলা থানার শামুকতলা রোড এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। একটি বাইকের সামনে সাইকেল চলে আসায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। জানিয়েছেন স্থানীয়রা। জখমদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মেলা শুরু

জটেশ্বর, ৩১ অক্টোবর : তাসাটি চা বাগানের ফুটবল মাঠ লেবার ক্লাবের উদ্যোগে প্রতিবছরের মতো এবছরও শ্যামাপুজোর পর চারদিনব্যাপী মিলনমেলা শুরু হল বৃহস্পতিবার থেকে। মেলা চলবে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত। ক্লাবের সভাপতি আনন্দ মাহালি বলেন, সমস্ত চা শ্রমিক পরিবারকে নিয়ে এই পুজো ও মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

নিষিদ্ধ জালে অবাধে মাছ শিকার

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ৩১ অক্টোবর : অবাধে ব্যবহৃত হচ্ছে নিষিদ্ধ জাল। শুধু তাই নয়, অবাধে চলছে নিষিদ্ধ পদ্ধতিতে মাছ শিকার। এর জেরে সর্বত্র চলছে নাদিয়ালি মাছের আকাল। এজন্য প্রশাসন ও মৎস্য দপ্তরের নজরদারির অভাবের অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে মৎস্যজীবীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হয়নি। এজন্য ইতিমধ্যে বেশ কিছু প্রজাতির মাছ চিরতরে হারিয়ে গিয়েছে। যদিও মাঝেমধ্যে পুলিশ প্রশাসন থেকে মাছ ধরার নিষিদ্ধ জাল আটক করা হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ঘটনায় উদ্বিগ্ন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলিও। তাদের আশঙ্কা, এভাবে চলতে থাকলে মাছের সংকট দেখা দেবে। মৎস্য বিভাগ থেকে বছরের বিভিন্ন সময় নদী, খালবিলে ডিমপোনা ও চারাপোনা ছাড়া হলেও সেগুলিও নিষিদ্ধ পদ্ধতিতে শিকার হয়ে যাচ্ছে। অভিযোগ, প্রকাশ্যেই এমন ঘটনা ঘটলেও বিষয়টি নিয়ে মৎস্য দপ্তর উদাসীন।

সাক্ষাতেরবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বনাথ দাস, কোকা দাস, তারামন দাস দৈনিক রাতে নৌকা চেপে মানসাইতে ফাঁস জাল, ব্যানা জাল দিয়ে মাছ শিকারে যান। তাঁদের কথায়, আমরা নিয়ম মেনেই নির্দিষ্ট জালে মাছ ধরে জীবিকানির্বাহ করি। কিন্তু একশ্রেণির মৎস্যজীবীরা প্রকাশ্যেই মশারি জালের মতো নিষিদ্ধ জাল দিয়ে মাছ ধরছেন। এমন জালে মাছ ধরায় বড় মাছের সঙ্গে ডিমপোনা ও চারাপোনাও জালে উঠে আসছে। ফলে মাছের অভাবে জীবিকাসংকট তৈরি হবে। আদর্শ মৎস্যচাষি হিসাবে পরিচিত ও রাজ্যের কৃষক সম্মানপ্রাপ্ত মৎস্যচাষি লক্ষ্মীকান্ত বর্মন বলেন, 'কোনও অবস্থাতেই নদীনালা, খালবিলে মাছ শিকারের ক্ষেত্রে মশারি জাল ব্যবহার করা উচিত নয়।' নির্মলা কলোনি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সম্পাদক অনিল দাস জানান, এনিয়ে নিয়মিত সতর্ক করা হয়। তথাপি একশ্রেণির মৎস্যজীবী গোপনে মশারি জালে মাছ শিকার করছেন।

কোচবিহারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ ফিশারিজ প্রণব বিশ্বাস বলেন, 'ইংল্যান্ড ফিশারিজ অ্যাক্ট অনুযায়ী নদীনালা, খালবিলে মাছ শিকারের ক্ষেত্রে মশারি জাল ব্যবহার নিষিদ্ধ। বিষয়টি নজরে আসা মাত্র ব্যবস্থা নেওয়া হয়।'

পাঠকের লেন্সে

8597258697

picforubs@gmail.com

ফুলের সমাহার।। শ্রীনগরে ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির দেবপ্রিয় হোড়।

জুয়ার ঠেকে হানা

ঘোকসাডাঙ্গা, ৩১ অক্টোবর : কালীপুজোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ জুয়া। পুজোর মুখে বিভিন্ন জায়গায় নানা কৌশলে শুরু হয়েছে জুয়া। কোথাও ঝান্ডিমুন্ডির বোর্ড বসিয়ে, কোথাও তাস, কোথাও চরকি সহ নানা কৌশলে এই জুয়া চলছে। বুধবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এমনই জুয়ার বোর্ডে হানা দিয়ে সাফল্য পেল ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। উদ্ধার হয় ঝান্ডিমুন্ডির বোর্ড সহ জুয়ার আরও বোর্ড। জুয়া খেলার দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সাতজনকে। পুলিশ জানিয়েছে, সেখান থেকে বোর্ডমানি হিসাবে ২,৪৬০ টাকা সহ জুয়া খেলার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায়কে ঘিরে ক্ষতিগ্রস্তরা।

রেঞ্জ অফিসারকে ঘিরে বিক্ষোভ

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৩১ অক্টোবর : হাতির হানাদারি নিয়ে পরিস্থিতি ক্রমেই জোরালো হচ্ছে।

বুধবার রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। মাদারিহাট থানার ওসি মিংমা শেরপা তখন কথা দিয়েছিলেন, পথ অবরোধকারীদের সঙ্গে রেঞ্জ অফিসারের বৈঠক করাবেন। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় সেই বৈঠক হয় মাদারিহাট মেঘনাদ সাহা নগরে রাজ্য সড়কের ধারে। বৈঠকে এসেছিলেন মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায়। আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল, হাতির তাণ্ডব বন্ধ করতে হবে, ক্ষতিপূরণের টাকা পুরোপুরিভাবে এবং দ্রুত দিতে হবে। তবে দাবির প্রত্যুত্তরে রেঞ্জ অফিসার সাফ জানিয়ে দেন, ওই সমস্ত দাবি পূরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। একথা বলতেই আন্দোলনকারীরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, রেঞ্জ অফিসারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। অবশেষে বেলা ৩টে নাগাদ রেঞ্জ অফিসার জলদাপাড়ার এডিএফও রিয়া গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন। এডিএফও আগামী ২ নভেম্বর সকাল ১০টায় বৈঠকে বসার আশ্বাস দিলে রেঞ্জ অফিসার ঘেরাওমুক্ত হন।

মাদারিহাট মেঘনাদ সাহা নগর ও প্রধাননগরে হাতির তাণ্ডবে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ। এলাকার বাসিন্দা উত্তম শর্মার অভিযোগ, 'হাতি এলে বনকর্মীদের ডাকলেও তাঁরা সময়মতো আসেন না। ফোন করলেও ধরেন না। আমরা রেঞ্জ অফিসারের কাছে আবেদন জানালেও কোনও কাজ হচ্ছিল না। সেইজন্য পথ অবরোধ করেছিলাম।' বিনোদ শর্মা, ববিতা শর্মা, সন্তোষী শর্মা প্রমুখের বক্তব্যও একই। অভিযোগকারীরা বেশ কয়েক দফা দাবি জানান। বিক্ষোভকারী গীতা দাসের কথায়, 'আমাদের এই দুটি গ্রাম থেকে ছেলেমেয়েদের বনসহায়ক পদে নিয়োগ করার আর্জি জানিয়েছিলাম। ট্যুরিস্ট গাইড আমাদের এই দুটি গ্রাম থেকে নেওয়ার কথাও বলা হয়েছিল। আর বলা হয়েছিল বনকর্মীদের টহলদারি যেন নিয়মিত থাকে।' ববিতা শর্মা জানান, কোনও টোটোচালকই তাঁদের গ্রামে সন্ধ্যার পর আসতে চান না। কেউ সামান্য অসুস্থ হলেও গাড়ি রিজার্ভ করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। দ্রুত সমস্যা মেটাতে হবে বলে তাঁরা দাবি জানান।

মাদারিহাট বিধানসভার বামফ্রন্ট প্রার্থী পদম ওরাওঁ এদিন ঘটনাস্থলে হাজির হন। পদম বললেন, 'গ্রামবাসীরা ন্যায্য আন্দোলন করছেন। আমি তাঁদের পক্ষেই আছি। হাতির অত্যাচার চরমে উঠেছে।'

এদিকে, মাদারিহাটের বিস্তীর্ণ এলাকায় টহলদারি করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত বনকর্মীদের ক্ষোভের মুখে পড়তে দেখা যাচ্ছে।

মণ্ডপের সঙ্গে ভিড় মন্দিরেও

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৩১ অক্টোবর : নেই ঝলমলে আলোর বাহার, নেই বড় থিম প্যান্ডেল। তবে আছে ভক্তি। আছে নিয়মনিষ্ঠা। এর ওপর ভর করেই ফালাকাটাতে অধিকাংশ কালীপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শহরের মন্দিরগুলিতে ভক্তদের ভিড় লক্ষ করা গিয়েছে। ফালাকাটা পুলিশের পক্ষ থেকেও বিভিন্ন মন্দিরের সামনে সিভিক ভলান্টিয়ার সহ পুলিশের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

ফালাকাটার প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রশাসনের অনুমতি আছে এমন প্রায় ৩৫টি মাঝারি ও বিগ বাজেটের কালীপুজো হচ্ছে শহরে। এর মধ্যে অবশ্য বেশিরভাগই মন্দিরের পুজো। শহরে দুর্গাপুজোর ক্ষেত্রে যেমন বাহারি থিমের ছড়াছড়ি দেখা যায়, কালীপুজোর ক্ষেত্রে কিন্তু তেমনটা নয়। এখানে বারোয়ারি কালীপুজোর সংখ্যা কম। বেশিরভাগই মন্দিরের পুজো। পুজোর কয়েকদিন যেমন বিগ বাজেটের পুজোমণ্ডপগুলিতে ভিড় হয়, তেমনি মন্দিরগুলিতেও ভিড় উপচে পড়ে। শহরের ট্রাফিক মোড়ের এগারো হাত কালীবাড়ি, জংলা কালীবাড়ি, শীতলাবাড়ি, ট্যাক্সিস্ট্যান্ড, বাবুপাড়া মন্দির, মহাকালপাড়া, থানার পুজোর প্রতিমা চলে এসেছে বুধবারই। জংলা কালীবাড়ি মন্দির কমিটির সভাপতি অশোক সাহা বলেন, 'শতাব্দীপ্রাচীন আমাদের জংলা কালীবাড়ির দেবীকে দর্শন করতে প্রতি বছর হাজার হাজার পুণ্যার্থী ভিড় জমান। অনেকেই মানত করে নানা সামগ্রী উৎসর্গ করেন। বুধবার থেকেই পুণ্যার্থীদের মানত আমরা নিতে শুরু করেছি।'

দর্শনার্থী উপচে পড়ে ফালাকাটা মহাশ্মশান কালীবাড়ির পুজোতেও। সেই পুজো কমিটির অন্যতম কর্তা মিঠুন সরকার বললেন, 'এমনিতে শ্মশানে সাধারণ মানুষ আসেন না। তবে কালীপুজোর দিন পুণ্যার্থীদের ভিড়ে বেশ জমজমাট হয়ে উঠে শ্মশান চত্বর।'

ফালাকাটা শহরে বহু মন্দির, ছোটখাটো ক্লাব কালীপুজোর আয়োজন করেছে। বৃহস্পতিবার রাতে কোথাও দেবীর সামনে পাঁঠাবলি দেওয়া হয়েছে তো কোথাও নানা সামগ্রী উৎসর্গ করা হয়েছে। পুজোর জন্য মন্দিরগুলি সাজিয়ে তোলা হয়েছে। প্রায় সব মন্দিরেই পুজোর পর সাধারণ মানুষের জন্য প্রসাদের

উৎসবে চমক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

দিনহাটা, ৩১ অক্টোবর : কালীপুজো উপলক্ষ্যে আগামী তিন-চারদিন বেশ কয়েকটি জায়গায় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে দিনহাটাবাসী মেতে উঠবেন। দিনহাটার দুর্গাপুজো নিয়ে উন্মাদনার পাশাপাশি বেশ কয়েক বছর ধরে কালীপুজোতেও উৎসবের পরিধি বেড়েছে। বড় পুজোগুলি তো বটেই, দিনহাটার ছোট কালীপুজো কমিটিগুলিও এবার পুজোর কয়েকদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন রেখেছে।

পুজোমণ্ডপ খুব বড় না হলেও স্থানীয় বাসিন্দাদের একসঙ্গে আনন্দে মেতে ওঠাই এখানের মূল রসদ। কয়েকদিনের চেষ্টায় স্থানীয় শিল্পীরাই কম বাজেটে মণ্ডপগুলি তৈরি করেছেন। দিনহাটার কৃষি ফার্ম সংলগ্ন শক্তি সংঘ, আটিয়াবাড়ির শান্তি সংঘ, দিনহাটা বৌবাজার সংলগ্ন মহিলা পরিচালিত পুজো সৃজনী, দিনহাটা ৩ নম্বর ওয়ার্ডের উদয়ন সংঘের পুজোগুলিকে নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের উন্মাদনা চোখে পড়ার মতোই। শান্তি সংঘের পুজো কমিটির উদ্যোক্তা জয়ন্ত সাহা জানালেন, এলাকাবাসীকে বাড়তি কিছু আনন্দ দিতে পুজোর কয়েকদিন বিশেষ কয়েকটি অনুষ্ঠানের আয়োজন রাখা হয়েছে।

দিনহাটা রংপুর রোডের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে মহিলা পরিচালিত পুজো সৃজনীর মণ্ডপ। এবছর তাদের ১৪তম বর্ষ। পুজো উদ্যোক্তা নমিতা রায় বলেন, 'পুজোর পর দু'দিন স্থানীয় মহিলা ও খুদেদের নিয়ে ছোট অনুষ্ঠান রাখা হয়েছে। আমাদের পুজোর মূল অনুষ্ঠান হল দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ। পুজোর প্রথম বছর থেকেই এই সামাজিক কর্মসূচি নিয়ে আসছি।'

দিনহাটার মহামায়াপাট ব্যায়াম বিদ্যালয়ের প্রতিমা। - প্রসেনজিৎ সাহা

SBI Life

আপনারও চাই। আপনার প্রিয়জনেরও তাই।

বিজ্ঞপ্তি ঃ ঠিকানা পরিবর্তন

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে আগামী ০১/১/২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকর, আমাদের বর্তমানের কোচবিহার ব্রাঞ্চ অফিস (৪৪২) নিম্নলিখিত হিসাবে স্থানান্তরিত হবে ঃ

নতুন ঠিকানা ঃ

৩য় তল, মিত্র কমপ্লেক্স, ২৮৩৩, ২৫৪৫, এন.এন. রোড, ওয়ার্ড নং ৫, মিলিটারী ব্যারাক চৌপথি, থানা-কোতওয়ালী, পোঃ ও জেলাঃ- কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৬১০১

নিম্নবর্ণিত আমাদের বর্তমান এলাকা থেকে

পুরাতন ঠিকানা ঃ

২য় তল, এ্যাভিনিউ ভবন, আর.আর.এন. রোড, জেলা ও পোঃ- কোচবিহার, থানা - কোতওয়ালী, পিন-৭৩৬১০১

উপরে প্রদর্শিত ট্রেড লোগো ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অধিকারভুক্ত এবং লাইসেন্সাধীনে এসবিআই লাইফ দ্বারা ব্যবহৃত হয়। রেজিস্টার্ড ও কর্পোরেট অফিস ঃ নটরাজ, এমভি রোড এ্যান্ড ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ে জংশন, আন্ধেরি (পূর্ব) মুম্বাই - ৪০০০৬৯ IRDAI রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ 111 CIN: L99999MH2000PLC129113, ওয়েবসাইট: www.sbilife.co.in, ইমেল: info@sbilife.co.in, টোল ফ্রি নম্বর - ১৮০০২৬৭৯০৯০ (২৪x৭ উপলব্ধ)

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা মধুমিতা বড়ুয়া - কে

16.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 84H 30212 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার খবর আমার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হয়েছিল, তাই আমি নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করেছিলাম। এই মুহূর্তটি আমার আনন্দকে পাহাড়ের শিখরে উন্নীত করেছে এবং আমার মনে হয়েছিল আমি যেন বাতাসে ভাসমান। এই বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ আমার আর্থিক স্থিতি উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

টুনি বালব লাগাতে গিয়ে দুর্ঘটনা

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ৩১ অক্টোবর : আলোর উৎসবে অন্ধকারের ছায়া। বৃহস্পতিবার ছেলের আবদারে বাড়ির গেটে টুনি বালব লাগাতে গিয়ে দুলাল বর্মন (৩৫) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হল। দীপাবলি উপলক্ষ্যে চারদিকে যখন আলোর রোশনাই, বাজি পোড়ানোর ধুম, তখন নয়ারহাট বাজার সংলগ্ন দেবোত্তর পানিগ্রামের কারিভিটা এলাকাজুড়ে শুধু শোকের ছায়া। এলাকায় দুটি কালীপুজোর যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হলেও শেষ মুহূর্তে বদলে গেল ছবিটা। ঝলমলে আলোর ব্যবস্থা ও বাজি পোড়ানো দূরের কথা, শোকস্তব্ধ পাড়ায় এবারের মতো আয়োজকরা কালীপুজোও বন্ধ করে দিলেন।

ছেলের মৃত্যুতে কাঁদছেন মা। নয়ারহাটের কারিভিটায়। বৃহস্পতিবার।

কারিভিটায় বেশ কয়েক বছর ধরে যুব-মহিলা সমিতির সদস্যরা কালীপুজোর আয়োজন করে আসছেন। স্থায়ী মন্দিরে সীমিত বাজেটের মধ্যে ধুমধাম করে এবছরও পুজোর প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এদিন পাড়ার ওই তরুণের মৃত্যুতে সমিতির সদস্যরা পুজো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন। পুজো কমিটির তরফে মমতা বর্মনের প্রতিক্রিয়া, 'দুলালের অকালমৃত্যুতে পুজো উদ্যোক্তারা মুষড়ে পড়েছেন। শোকের আবহে তাই মায়ের পুজো করার ইচ্ছেটা বিসর্জন দিতে হল।' শুধু মহিলা সমিতির পুজো নয়, তরুণের মৃত্যুতে এলাকায় আরও একটি কালীপুজো বন্ধ রাখা হয়েছে। মৃতের প্রতিবেশী বিশ্বজিৎ বর্মন বলেন, 'আকস্মিক এই ঘটনায় এদিন দুপুরে পাড়ার কারও বাড়িতে উনুনে হাঁড়ি চড়েনি। শোকস্তব্ধ পাড়ায় কার্যত অরন্ধন পালিত হয়েছে। আলোর উৎসবের মুহূর্তে এরকম মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হতে হবে ভাবতে পারিনি।'

এদিন মৃতের বাড়ির সামনে প্রচুর মানুষের জটলা দেখা যায়। অনেকের চোখের কোণে জল চিকচিক করছিল। কারও মুখে কথা নেই। মৃতদেহ তখনও মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের মর্গে। ছেলের মৃত্যুর খবরে বাড়ির গেটের সামনে মাটিতে কেঁদে গড়াগড়ি খাচ্ছিলেন মৃতের মা ষাটোর্ধ্ব লক্ষ্মীবালা বর্মন। প্রতিবেশী মহিলারা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রতিবেশী মহিলাদের ভিড়ের মধ্য থেকে একজনের খেদোক্তি, 'এক বছরের মধ্যে পরপর স্বামী ও দুই ছেলেকে হারালেন লক্ষ্মী। স্বজন হারানোর আর কত ব্যথা তিনি সহ্য করবেন। ভগবান যেন তাঁকে সহ্যশক্তি দেন।'

> দুলালের অকালমৃত্যুতে পুজো উদ্যোক্তারা মুষড়ে পড়েছেন। শোকের আবহে তাই মায়ের পুজো করার ইচ্ছেটা বিসর্জন দিতে হল।
>
> **-মমতা বর্মন**
> *সদস্য, পুজো কমিটি*

দীপাবলি উপলক্ষ্যে ছেলের আবদারে এদিন বাড়ির গেটে টুনি বালব লাগাতে গিয়ে দুলাল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুলালের মা, স্ত্রী ও ছোট ছোট দুই সন্তান রয়েছে। মৃতের কাকা প্রফুল্ল বর্মনের কথায়, 'মায়ের পুজোর দিন ভাইপোর জীবনদীপ নিভে যাবে, এ বেদনা কোনওদিন ভোলা যাবে না।' ময়নাতদন্তের পর এদিন সন্ধ্যায় দেহ বাড়িতে আনা হয়। মৃতের স্ত্রী কবিতা বর্মন শোকে পাথর হয়েছেন। সবমিলিয়ে, তরতাজা তরুণের মৃত্যুর ঘটনায় এদিন আলোর উৎসব থেকে নয়ারহাটের কারিভিটা দূরেই রইল।

দীপ জ্বেলে যাই...

আলিপুরদুয়ার মাড়োয়ারিপট্টিতে দীপাবলি উপলক্ষ্যে প্রদীপ জ্বালাচ্ছেন তরুণীরা। বৃহস্পতিবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

নিজের বাড়িতে ধর্ষিতা নাবালিকা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৩১ অক্টোবর : বাড়িতে নিকটাত্মীয়ের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হল এক নাবালিকা। গত ২৩ অক্টোবর দুপুর ২টো নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের ডাওয়াগুড়ি এলাকায়। বিষয়টি নিয়ে ২৫ অক্টোবর কোচবিহার কোতোয়ালির মহিলা থানায় নাবালিকার পরিবারের তরফে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যদিও ৩১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে।

অষ্টম শ্রেণির ওই নাবালিকা নিজের বাড়িতেই প্রতিবেশী আত্মীয়ের দ্বারা ধর্ষিতা হওয়ায় সাধারণ মানুষ থেকে প্রশাসনের কর্তারা সকলেই বিস্মিত। আরজি কর কাণ্ডের পর মহিলারা হাসপাতালে সুরক্ষিত নন, কর্মস্থলে সুরক্ষিত নন, বাইরে সুরক্ষিত নন বলে আওয়াজ উঠেছিল। কোচবিহারে দেখা গেল সবচেয়ে সুরক্ষার জায়গা যে নিজের বাড়ি বা পরিবার, সেখানেও মেয়েরা সুরক্ষিত নয়। অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কৃষ্ণগোপাল মিনা বলেন, বিষয়টি তিনি খোঁজ নিয়ে দেখছেন।

আরজি কর কাণ্ড নিয়ে কোচবিহারে লাগাতার আন্দোলন করে যাওয়া রাত দখলের মেয়েদের অন্যতম নেত্রী চন্দ্রাণী ঘোষাল বলেন, 'এগুলো বন্ধ হবে কীভাবে? আরজি কর ঘটনা নিয়ে এত আন্দোলনের পরেও এখনও দোষীদের শাস্তি হয়নি। তাদের তদন্তই ঠিকমতো হচ্ছে না। আমরা দোষীদের শাস্তির দাবিতে হাজার চিৎকার করে যাঁদের কাছে বিচার চাইছি তাঁরা কান বন্ধ করে বসে আছেন। ফলে এরা আশকারা পেয়ে যাচ্ছে। তারা মনে করছে, যে এ ধরনের ঘটনা ঘটালে তো কোনও শাস্তি হয় না। তাই এ ধরনের ঘটনা বেড়ে চলেছে।'

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ডাওয়াগুড়ি এলাকায় ওই নাবালিকারা দুই বোন। বাবা একটি কোম্পানিতে ও মা একটি বেসরকারি হাসপাতালে কাজ করেন। বাড়ির পাশে নাবালিকার কাকা-জেঠুদের বাড়ি। থানায় নাবালিকার মায়ের করা অভিযোগ, গত ২৩ অক্টোবর তাঁরা স্বামী-স্ত্রী কাজে বাড়ির বাইরে ছিলেন। বাড়িতে দুই মেয়ে থাকলেও ঠাকুমা ছোট বোনকে নিয়ে পাশের বাড়িতে গিয়েছিলেন। দুপুর ২টা নাগাদ বড় মেয়ে ঘরে একা ছিল। এই সময় প্রতিবেশী এক নিকটাত্মীয় তথা বিবাহিত তরুণ ঘরে ঢুকে গলা টিপে ধরে তাকে ধর্ষণ করে। নাবালিকা চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করলে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে আসার আগেই অভিযুক্ত তরুণ পালিয়ে যায়।

ঘটনার কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন নাবালিকার বাবা। তিনি বলেন, মেয়ে যদি নিজের পরিবারের কাছে সুরক্ষিত না হয়, তাহলে কোথায় হবে? আমরা এখন কী করব। নাবালিকার মা বলেন, 'আমার নাবালিকা মেয়ের এতবড় সর্বনাশ যে করেছে, তার ফাঁসি চাই।'

রাজ্যে একের পর এক এমন ঘটনা ঘটে চলেছে কেন? কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ চিরঞ্জীব রায় বলেন, 'আন্দোলন করে, ভয় দেখিয়ে, সিসিটিভি বসিয়ে এসব ঘটনা দমানো সম্ভব নয়। এর জন্য মানসিকতা পরিবর্তনের প্রয়োজন। আর সেটা গড়ে ওঠে পরিবার থেকে। একটি শিশু যদি দেখে পরিবারে নারীদের সম্মান দেওয়া হচ্ছে তাহলে তার মধ্যে মহিলাদের প্রতি সেই সম্মানবোধ জেগে উঠবে।'

বড়বাজারে ক্রেতাদের ভিড়। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারে। - সংবাদচিত্র

বাজারে ভিড়

আলিপুরদুয়ার, ৩১ অক্টোবর : কালীপুজোতে অনেকেরই পছন্দ আমিষ। বৃহস্পতিবার তারই প্রভাব দেখা গেল শহরের বাজারগুলিতে। সকাল থেকেই শহর ও শহরতলির বাসিন্দাদের একটি বড় অংশ ভিড় করেন মাছ-মাংসের দোকানগুলিতে। কালীপুজোর জন্য মাংসের দাম সেভাবে না বাড়লেও কাতল মাছের দাম কিছুটা বেড়েছে।

এদিন সকালে শহরের বড়বাজার, নিউটাউন বাজার, নিউ আলিপুরদুয়ার মোড়ের বাজারগুলিতে মুরগি ও খাসির মাংসের দোকানের সামনে লম্বা লাইন চোখে পড়েছে। তবে বাজারগুলিতে পাঁঠার মাংসের দোকানে বেশি ভিড় ছিল। বড়বাজারের মাংস বিক্রেতা প্রবীর দাস বলেন, এবছর কালীপুজোয় পাঁঠার মাংসের দাম তেমন না বাড়ায় ক্রেতাদের ভিড় হচ্ছে। পাঁঠার মাংস এখন ৯০০ টাকা কিলোয় বিক্রি হচ্ছে। মুরগির মাংসের দোকানে মানুষের ভিড় করেছেন। তেমনই এক ক্রেতা মল্লিকা রায় বলেন, এদিন কালীপুজো। ফলে, ভোজনরসিক বাঙালির একটু ভালোমন্দ খাওয়াদাওয়া না হলে কি চলে? মুরগির মাংস বিক্রেতা বীথিকা কর্মকার বলেন, এবার ব্রয়লার মুরগি ১৮০ থেকে ২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। দেশি মুরগি বিক্রি হচ্ছে ৫০০ টাকা কেজিতে।

এদিন শহরের অধিকাংশ বাজারে মাছের দোকানেও ভিড় ছিল। শহরের বাসিন্দা সোমরাজ দত্তর কথায়, কালীপুজোয় মাংস নয়, বাড়িতে মাছ খাওয়াই রীতি। তিনি কাতল মাছ কিনেছেন। মাছ বিক্রেতা মদন বর্মন বলেন, ইলিশ ১২০০ টাকা কেজি, ফোলি ২৮০ টাকা, কাতল ৬০০ টাকা, রুই ২০০ টাকা কেজি। তিনি জানান, সপ্তাহখানেক আগেও যেখানে কাতল মাছের দাম ছিল ৪৫০ টাকা কেজি এখন সেটা কেজিতে দেড়শো টাকা বেড়েছে।

নিউটাউন বাজারের ব্যবসায়ী সাধন সাহা জানান, আপেল ৮০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১২০ টাকা কেজি, মুসম্বি ৮০ টাকা কেজি, নাসপাতি ১৫০ টাকা কেজি, শসা ৪০ টাকা কেজি, এক পিস আখ ৪০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। বাজারে আসা দীপালি দেবনাথ বলেন, কালীপুজোর জন্য ফলের দাম কিছুটা বেশি।

মেখলিগঞ্জ লেয়ার ফার্মে কর্মবিরতি

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ৩১ অক্টোবর : বুধবার মেখলিগঞ্জ লেয়ার ফার্ম থেকে ১৩৫ কার্টন ডিম বিভিন্ন ডিলারের কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু খাতায়-কলমে সেই ডিমের কার্টন সংখ্যা ১২৫ দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ। ওই ১০ কার্টন ডিম পাচার করার অভিযোগ উঠেছে ফার্মের অ্যাকাউন্ট্যান্টের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার ফার্মের ভিতরে বিক্ষোভ দেখিয়ে সাময়িক কর্মবিরতি পালন করলেন ফার্মের কর্মীরা। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে অ্যাকাউন্ট্যান্ট উজ্জ্বল গোস্বামী। তিনি বলেন, 'চুরির অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যে। সিকিউরিটি পদের দুজন কর্মী কাজ হারিয়ে এদিন স্থানীয় অন্য কর্মীদের উসকে দিয়ে বিক্ষোভ দেখান।'

এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন নিগমের ডিরেক্টর অনন্তদেব অধিকারীকে ফোন করা হলে তিনি ধরেননি।

ডিম চুরির অভিযোগ

মেখলিগঞ্জ লেয়ার ফার্মে বিক্ষোভ।

প্রায় পাঁচ মাস আগের কথা। মেখলিগঞ্জের লেয়ার ফার্মে একদিনে একসঙ্গে ৭০ থেকে ৮০ হাজার মুরগি মারা যায়। তদন্তে সেদিনের কর্মরত দুজন কর্মীর গাফিলতি দেখতে পাওয়ায় কাজ থেকে তাঁদের কিছুদিন আগে বরখাস্ত করা হয়। তবে, এদিন ডিম চুরির ঘটনার পর ফার্মের বরখাস্ত কর্মীরা সরব হয়েছে। বরখাস্ত কর্মী সুজয় সিংহের কথায়, 'দশ কার্টন ডিমের বাজারমূল্য আনুমানিক ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা। প্রতিদিন যদি এত টাকার ডিম চুরি হয়, মাস শেষে সংখ্যাটা অনেক। আমরা দুজন সিকিউরিটি স্টাফ সমস্ত বিষয় জানায় আমাদের চুপ করিয়ে রাখতে কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়।'

বরখাস্ত আরেক কর্মী বিপ্লব মজুমদার বলেন, 'অ্যাকাউন্ট্যান্ট দীর্ঘদিন ধরে ডিম চুরি করে আসছেন। তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হোক।'

মৃতদেহ উদ্ধার

মেখলিগঞ্জ, ৩১ অক্টোবর : মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়িতে একটি জলাশয় থেকে উদ্ধার করা হল দেড় বছরের এক শিশুর মৃতদেহ। বুধবার থেকে নিখোঁজ ছিল এই কন্যাশিশু। খেলতে খেলতে সীমা ওরাওঁ নামে ওই শিশুটি জলাশয়ে পড়ে গিয়েছিল বলেই অনুমান পুলিশের।

অন্যদিকে, উছলপুকুরির চরচরাবাড়িতে এক বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। মৃতার নাম অনীতা রায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে বাড়িতে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় তাঁকে দেখা যায়।

বার্ষিক সম্মেলন

চ্যাংরাবান্ধা, ৩১ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার চ্যাংরাবান্ধা বাইপাস এলাকায় নর্থবেঙ্গল মোটর কর্মী সংঘের চ্যাংরাবান্ধা শাখার ১৩তম বার্ষিক সম্মেলন হয়। সম্মেলনে নতুন কমিটি গঠন করা হয় এবং সভাপতির দায়িত্ব পান কবিরুল ইসলাম। সম্পাদক হন তমির হোসেন।

গোরু চুরি

শীতলকুচি, ৩১ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার রাতে শীতলকুচি ব্লকের বামনপাড়া গ্রামে একটি বাড়ি থেকে দুটি গোরু চুরি যায়। শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো জানান, অভিযোগ পেলে ঘটনার তদন্ত করা হবে।

আবির্ভাব দিবস

কোচবিহার ব্যুরো

৩১ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার কোচবিহার জেলাজুড়ে সন্তানদলের তরফে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের ১০৫তম আবির্ভাব দিবস পালিত হয়।

শব্দবাজি উদ্ধার

ঘোকসাডাঙ্গা ও পারডুবি, ৩১ অক্টোবর : লতাপাতার হরি মন্দির ও পারডুবি বাজার থেকে উদ্ধার হয়েছে দাবিদারহীন প্রায় শতাধিক প্যাকেট বিভিন্ন ধরনের নিষিদ্ধ শব্দবাজি ও আতশবাজি।

ধৃত চার

দিনহাটা, ৩১ অক্টোবর : বুড়িরহাট বাজার সংলগ্ন এলাকায় জুয়ার ঠেকে হানা দিয়ে চার জুয়াড়িকে আটক করল সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ।

জেলার খেলা

দীপের ৩ উইকেট

আলিপুরদুয়ার, ৩১ অক্টোবর : ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্যোগে ও টাউন ক্লাবের সহযোগিতায় আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেট ডুয়ার্স কাপে বিবেকানন্দ সমীর চক্রবর্তী ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৭ উইকেটে হারিয়েছে মিলন সংঘ ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। প্রথমে মিলন ১৭ ওভারে ৫১ রানে গুটিয়ে যায়। তাদের সর্বাধিক রান শুভঙ্কর ঘোষের। দীপ ডাকুয়া ২১ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। জবাবে সমীর ১৭ ওভারে ৩ উইকেটে ৫৫ রান তুলে নেয়। রূপম সরকার ২৫ রানে অপরাজিত থাকে। প্রগময় চক্রবর্তীর শিকার ১১ রানে ৩ উইকেট।

টুকরো খবর

সচেতনতার লক্ষ্যে

দিনহাটা, ৩১ অক্টোবর : বাংলার শস্যবিমা যোজনা সম্পর্কে কৃষকদের সচেতনতা বাড়াতে ও তাঁদের বেশি করে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে দিনহাটা-২ ব্লকজুড়ে ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছে কৃষি দপ্তর। গত কয়েকদিন ধরেই এই সংক্রান্ত ছোট সভা এবং লিফলেট বিতরণের কর্মসূচি চলছে। সহ কৃষি অধিকর্তা শুভাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'বাংলা শস্যবিমা যোজনায় নাম নথিভুক্ত করার সময়সীমা ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। সীমান্ত ঘেঁষা কৃষকদের এই বিষয়ে সচেতন করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরগুলিকেও এই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।'

প্রয়াণ দিবস

কোচবিহার ব্যুরো

৩১ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার জেলা কংগ্রেসের তরফে কোচবিহারের বিভিন্ন এলাকায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়। কোচবিহার শহরে দলের জেলা কার্যালয়ে কংগ্রেসের সেবাদল ইন্দিরা গান্ধির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে। পুলিশলাইন সংলগ্ন এলাকায় তাঁর মূর্তিতেও মাল্যদান করা হয়। মাথাভাঙ্গায় কংগ্রেস কার্যালয়ে একই কর্মসূচি হয়। নেতারা ইন্দিরার জীবনী নিয়ে বক্তব্য রাখেন। হলদিবাড়ি ব্লক কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে দলীয় পতাকা উত্তোলন ও প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। গোধূলিবাজারের কংগ্রেস কার্যালয় এবং চ্যাংরাবান্ধা আইএনটিইউসি কার্যালয়েও এই কর্মসূচি হয়।

খেলা

কোচবিহার, ৩১ অক্টোবর : নভেম্বর মাসের ২৪ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগের ক্রিকেট। কোচবিহার শহরের ঐতিহ্যবাহী জেনকিন্স স্কুলের প্রাক্তনীরা এই খেলার আয়োজন করছেন। বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী কমিটির আনন্দজ্যোতি মজুমদার জানান, কিছুদিন আগেই সুডেন্টস হেলথ হোমে জেপিএল নিয়ে একটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯২ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত স্কুলের প্রাক্তনীরা এই খেলায় অংশগ্রহণ করবেন।

উপনির্বাচনের জেরে জৌলুসহীন কালীপুজোর মেলা

হ্যামিল্টনগঞ্জ কালীপুজোর মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

সমীর দাস

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ৩১ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী মেলাগুলির অন্যতম হ্যামিল্টনগঞ্জের কালীপুজোর মেলা। তুলনায় অনেকটাই অনাড়ম্বরভাবে বৃহস্পতিবার ৯০তম বর্ষের মেলার উদ্বোধন করা হল। ফি বছরের মতো এবছর বড় কোনও নেতা-মন্ত্রী বা প্রশাসনিক কর্তাদের উদ্বোধন মঞ্চে দেখা যায়নি। দর্শকাসনে দেখা গিয়েছে মেলার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শিশু ও কিশোরী শিল্পী এবং তাদের অভিভাবকদের। দর্শক উপস্থিতিও ছিল হাতেগোনা। এবছর মেলার উদ্বোধনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল 'পদ্মশ্রী' টোটো জনজাতির ধনীরাম টোটোকে। স্থানীয় প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদেরও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বেলা তিনটায় শুরুর এক ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে যায়।

মেলার আয়োজক কমিটির যুগ্ম সম্পাদক পরিমল সরকার জানিয়েছেন, সামনেই মাদারিহাট বিধানসভার উপনির্বাচন। তাই, আলিপুরদুয়ার জেলাজুড়ে আদর্শ নির্বাচনি আচরণবিধি জারি রয়েছে। সেজন্য এবছর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেউ আসতে পারেননি। এছাড়াও মেলার আয়োজক কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যাতে রাজনৈতিক রং না লাগে সেই চেষ্টাও করেছে আয়োজক কমিটি। রাতে কালীপুজো নিয়ে ব্যস্ত থাকায় দর্শক উপস্থিতি কম বলে তাদের দাবি।

এদিন পায়রা উড়িয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মেলা কমিটির সভাপতি সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় কমিটির পতাকা তোলেন। ধনীরাম টোটো ফিতে কেটে মেলার সূচনা করেন। স্থানীয় একটি নাচের স্কুলের শিশু-কিশোরীরা নাচ পরিবেশন করে। ধনীরাম বলেন, হ্যামিল্টনগঞ্জের কালীপুজোর মেলা বহু পুরোনো ঐতিহ্যবাহী মেলা। এর উদ্বোধনে এসে আমি ধন্য। কালচিনি থানার ওসি গৌরব হাঁসদা বলেন, মেলা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেজন্য জোরদার পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে। প্রবীণ নাগরিক প্রাক্তন শিক্ষক আকাশচন্দ্র বসু বলেন, 'কালচিনির বক্সা ডুয়ার্স টি কোম্পানির ব্রিটিশরা ও হ্যামিল্টনগঞ্জের কিছু বাঙালি ব্যবসায়ী এই পুজো ও মেলা শুরু করেছিলেন। সেই মেলা এখন মহীরুহে পরিণত হয়েছে। আগে কোচবিহারের রাসমেলা ও হ্যামিল্টনগঞ্জের কালীপুজোর মেলা ছাড়া এমন মেলার আয়োজন খুব একটা হত না। তবে এখন সর্বত্র প্রচুর মেলা হচ্ছে। সেজন্য মেলার আকর্ষণ কিছুটা হলেও কমেছে।' মেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সুকমল ঘোষ জানিয়েছেন, অন্য বছর উদ্বোধনের পরদিন থেকে মেলা শুরু হয়। ১২ দিনের মেলা হত। এবছর একদিন কমানো হয়েছে। পাশের বিধানসভা ভোটের জন্য এবছর অনেক রীতির বদল হয়েছে। রীতি ভেঙে উদ্বোধনের দিনই মেলা শুরু হয়েছে। ১০ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে। পাঁচশোর বেশি দোকান বসছে। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মৌসুমি দাস, মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান চন্দ্রা নার্জিনারি প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কুমারদীপ চৌধুরী।

উপনির্বাচনের প্রভাব

- সামনেই মাদারিহাট বিধানসভার উপনির্বাচন
- আলিপুরদুয়ার জেলাজুড়ে আদর্শ নির্বাচনি আচরণবিধি জারি রয়েছে। সেজন্য এবছর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেউ আসতে পারেননি
- উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যাতে রাজনৈতিক রং না লাগে সেই চেষ্টাও করেছেন আয়োজকরা

দোকান ভাঙচুর, অভিযুক্ত তৃণমূল

কোচবিহার, ৩১ অক্টোবর : সিপিএম করার অভিযোগে জয়নাল মিয়াঁ নামের এক ব্যক্তি ও তাঁর ভাইয়ের দোকানে ভাঙচুর ও লুঠপাট করার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বুধবার সকালে কোচবিহার-১ ব্লকের কোতোয়ালি থানার হাঁড়িভাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভবেরহাট এলাকার ঘটনা। অশান্তির কথা চাউড় হতে নিমেষেই এলাকাজুড়ে শোরগোল পড়ে যায়। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে ঘাসফুল শিবির।

ঘটনা সম্পর্কে জয়নালের বক্তব্য, 'আমি সিপিএম করি। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে শতরূপ ঘোষও এসেছিলেন আমার বাড়িতে। একজনকে পঞ্চায়েতে দাঁড় করিয়েছিলাম। নির্বাচনে আমি বামফ্রন্টের হয়ে প্রচার করেছি। তখন থেকেই তৃণমূলের নেতাদের আমার প্রতি ক্ষোভ। তাই এদিন সকালে তারা এসে আমাদের দোকান ভাঙচুর করে লুঠপাট চালিয়েছে।'

২ কিশোর ধৃত

তুফানগঞ্জ, ৩১ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার অসম সীমানা ঘেঁষা চর গোপালেরকুঠি এলাকায় অভিযান চালিয়ে চুরি যাওয়া একটি মোটরবাইক উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। এই ঘটনায় যুক্ত অভিযোগে দুই কিশোরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গত সোমবার তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের কালজানি নদীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা। ওই প্রতিযোগিতা দেখতে আসা বহু মানুষের ভিড়ে হাজির ছিলেন মধ্য বালাভূতের বাসিন্দা হাফিজুল হক। প্রতিযোগিতা দেখার ফাঁকে চুরি যায় তাঁর মোটর সাইকেলটি। ঘটনার পর পুলিশে অভিযোগ জানান হাফিজুল। তারপর গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে এদিন মোটরবাইকটির সন্ধান পায় পুলিশ।

চোলাই নষ্ট

বক্সিরহাট, ৩১ অক্টোবর : চোলাইয়ের ঠেকে হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণে চোলাই নষ্ট করেছে বক্সিরহাট থানার পুলিশ। বুধবার সন্ধ্যায় তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বারকোদালি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাভাপাড়া এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। অবৈধভাবে চোলাইয়ের ঠেক গজিয়ে ওঠায় এলাকার তরুণরা নেশায় আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। এলাকাবাসীদের অভিযোগে বৃহস্পতিবার রাভাপাড়া এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। তবে পুলিশ পৌঁছানোর আগেই পালিয়ে যায় চোলাই কারবারিরা। জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানান, অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪০০ লিটার চোলাই এবং চোলাই তৈরির সরঞ্জাম নষ্ট করা হয়েছে।

'গছা' দিতে কলা গাছ জোগাড়ে হিমসিম

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ৩১ অক্টোবর : ফালাকাটার কালীপুরের বাসিন্দা কালীপদ বর্মন বৃহস্পতিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে কলা গাছের খোঁজে বের হন। কিন্তু বাড়ির আশপাশে ছোট কলা গাছ পাননি। বাধ্য হয়ে তাই টোটোভাড়া করে বংশীধরপুর গ্রামে চলে যান। সেখানকার বুড়িতোর্ষা নদীর ধারে কোনওভাবে একটি চারা কলা গাছ পেয়ে কালীপদ যেন স্বস্তি পেলেন। ৫০ টাকা টোটোভাড়া দিয়ে সেই কলা গাছ তিনি বাড়িতে নিয়ে আসেন। আবার শিশাগোড়ের দীনেশ বর্মন ভোর চারটায় ঘুম থেকে উঠে টর্চ জ্বালিয়ে কলা গাছ জোগাড় করেন। অনেক কষ্টে কলা গাছ জোগাড় করে কালীপদ বর্মন বলেন, '১০ বছর আগেও যেখানে-সেখানে কলা গাছ পাওয়া যেত। এখন পাওয়া যায় না। তাই বাধ্য হয়ে নদীর ধার থেকে টোটোভাড়া করে এদিন একটি কলা গাছ নিয়ে আসি।' ফালাকাটার গ্রামীণ এলাকায় কলা গাছ জোগাড় করতে এদিন অনেকের হিমসিম অবস্থা হয়।

টোটোতে আনা হচ্ছে কলা গাছ। বৃহস্পতিবার ফালাকাটার বংশীধরপুরে।

মূলত রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষেরা কিছুটা অন্যভাবে দীপাবলি পালন করেন। যদিও পুরোনো নিয়ম এখন অনেক বদলেছে। তা সত্ত্বেও এদিন সন্ধ্যা থেকে রাজবংশীদের বাড়ি বাড়ি আলোর উৎসব হয়। প্রবীণরা জানান, রাজবংশী সম্প্রদায়ের কাছে মা কালী বিশেষ শক্তিসম্পন্না দেবী। বাৎসরিক ছাড়াও বছরের যে কোনও সময় রাজবংশীদের দ্বারা দেবী পূজিত হন। তবে রাজবংশীদের নিজস্ব ভাষায় এই দীপাবলির নাম 'গছা দেওয়া' বা বাতি দেওয়া। প্রাচীন নিয়ম অনুযায়ী, পুজোর দিন বাস্তুঠাকুরের থানের সামনে চারটি, প্রতিটি ঘরের দরজার সামনে দুটি করে কলা গাছ পুঁতে দিতে হয়। পূজক সম্প্রদায় 'অধিকারী' এসে বাড়িতে পুজো দেন। তারপর প্রতিটি কলা গাছে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। রাজবংশীদের বিশ্বাস, স্বর্গীয় পূর্বপুরুষরা এই আলো দেখেন এবং স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ করেন।

তবে এখন সেই পুরোনো রীতির অনেক বদল ঘটেছে। গ্রামেও নিজস্ব পুরোহিত অধিকারীদের সংখ্যা কমেছে। এজন্য অনেক বাড়িতে অধিকারী ছাড়া গছা দেওয়ার পুজো হয়। আগের মতো কলা গাছ এখন পাওয়া যায় না। কারণ এখন গ্রামীণ এলাকাতেও কলা গাছের অভাব। বংশীধরপুরের ৮০ বছর বয়স্ক সুখেন বর্মনের কথায়, 'গছা দেওয়ার অনুষ্ঠানে কলা গাছ লাগবেই। এদিকে আগের মতো কলা গাছ এখন পাওয়া যায় না। তাই এখন একটি কলা গাছে গছা দেওয়ার অনুষ্ঠান করতে হয়।'

আলোর উৎসবে ঝলমলে দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর মন্দির। *ছবি- আবির চৌধুরী*

মোদির নিশানায় ‘বিকৃত শক্তি’

দীপাবলিতে জওয়ানদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী

কেভাড়িয়া, ৩১ অক্টোবর : দীপাবলিতেও রাজনৈতিক আক্রমণের রাস্তা থেকে সরলেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার দীপাবলির পাশাপাশি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিনও ছিল। জাতীয় একতা দিবস উপলক্ষ্যে গুজরাটের কেভাড়িয়ায় স্ট্যাচু অফ ইউনিটির কাছে একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন মোদি।

কংগ্রেস, নেহরু-গান্ধি পরিবার এবং ইন্ডিয়া জোটের নাম না করে নমো বলেন, ‘কিছু বিকৃত শক্তি ভারতের উত্থানে চিন্তিত। ভারতের ভিতরে এবং বাইরে এই সমস্ত লোকজন দেশে অস্থিরতা এবং নৈরাজ্য তৈরির চেষ্টা করছেন। তাঁরা আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের ভুল বার্তা দিতে চান। তাঁরা দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে নিশানা করেন। ভুল তথ্য দিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন।’

এদিন কেভাড়িয়ায় স্ট্যাচু অফ ইউনিটির অনুষ্ঠানের পর কচ্ছের ভারত-পাক সীমান্তের কাছে স্যর ক্রিকের লাক্কি নালায় বিএসএফ, সেনা, নৌসেনা এবং বায়ুসেনার আধিকারিকদের সঙ্গে দীপাবলি পালন করেন প্রধানমন্ত্রী। জওয়ানদের মিষ্টিমুখ করান তিনি। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে গত ১০ বছর ধরে সেনা জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলি পালন করেন মোদি। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটল না।

সংবিধান রক্ষা, জাতভিত্তিক সংরক্ষণ নিয়ে কংগ্রেসের যাবতীয় প্রচারের বিরোধিতা করতে নমো বলেন, ‘জাতের নামে ওঁরা মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরির চেষ্টা করছেন। ওঁরা ভারতকে উন্নত হতে দিতে চান না। কারণ, ওঁদের কাছে গরিব এবং দুর্বল ভারতের রাজনীতি জরুরি। তাই ওঁরা সংবিধানের নামে দেশকে ভাঙতে চাইছেন। এই শহুরে নকশালদের জোটকে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে।’

মোদির কথায় এদিন উঠে এসেছে এক দেশ, এক ভোট

> কিছু বিকৃত শক্তি ভারতের উত্থানে চিন্তিত। ভারতের ভিতরে এবং বাইরে এই সমস্ত লোকজন দেশে অস্থিরতা এবং নৈরাজ্য তৈরির চেষ্টা করছেন।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধির মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গও। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আধারের মাধ্যমে এক দেশ, এক পরিচয় গড়ে উঠেছে। এটা নিয়ে এখন সারাবিশ্বে আলোচনা চলছে। আমরা জিএসটির মাধ্যমে এক দেশ, এক কর চালু করেছি। আমরা আয়ুষ্মান ভারতের মাধ্যমে এক দেশ, এক স্বাস্থ্যবিমা এনেছি। এবার আমরা এক দেশ, এক ভোট চালু করতে চলেছি। যা গণতন্ত্রকে মজবুত করবে এবং সম্পদের সদ্ব্যবহার হবে। ভারত এক দেশ, এক দেওয়ানি বিধির রাস্তাতেও এগোচ্ছে।’ ‘সর্দার প্যাটেলের প্রশংসা করতে গিয়ে মোদি বলেন, ‘স্বাধীনতার ৭০ বছর পর আমরা এক দেশ, এক সংবিধানের অঙ্গীকার পূরণ করেছি। সর্দার সাহেবকে এটাই আমার সবথেকে বড় শ্রদ্ধার্ঘ্য।’

মোদির বক্তব্যের সমালোচনা করে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যা বলেন, তা তিনি করেন না। কারণ, একসঙ্গে ভোট করানোর বিষয়টি যখন সংসদে আসবে তখন ওঁকে সবাইকে সঙ্গে নিতে হবে। কিন্তু এটা সম্ভব নয়। এক দেশ, এক ভোট অসম্ভব ব্যাপার।’

স্যর ক্রিক সীমান্তে জওয়ানদের মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন মোদি। বৃহস্পতিবার কচ্ছে।

আবাস যোজনার টাকা আগামী বছরের গোড়ায়?

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর : আবাস যোজনার তালিকা তৈরির চলতি সমীক্ষা নিয়ে জেলায় জেলায় শাসকদল তৃণমূলের লোকেরা অভিযোগে জড়িয়ে পড়ছেন। এই নিয়ে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে নির্দিষ্ট সময় মতো চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা নিয়ে রীতিমতো সংশয় তৈরি হয়েছে নবান্ন প্রশাসনের অন্দরে। এখনই সরকারিভাবে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা না হলে ডিসেম্বরে প্রথম কিস্তির টাকা উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্নও উঠে গিয়েছে।

বৃহস্পতিবার নবান্ন প্রশাসন সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনওরকম টালবাহানা বা অস্থিরতা বরদাস্ত করতে চান না। আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র না দিলেও রাজ্য সরকারই দেবে বলে অনেক আগেই থেকেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন তিনি। এখন কোনওভাবে কথার খেলাপ চান না মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই রাজ্যে এই আবাস তৈরির সমীক্ষা নিয়ে দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা সহ কয়েকটি জেলায় শাসকদলের লোকেরা জড়িয়ে পড়ায় চরম ক্ষুব্ধ তিনি। বিশেষ করে দলের সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রী, নেতা ও পদাধিকারীরা জড়িয়ে পড়ার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূলের শীর্ষ নেতাদের কাছেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

দলের লোকেদের বিরুদ্ধে আবাস দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। জেলায় জেলায় সমীক্ষার কাজে নিযুক্ত সরকারি আধিকারিকরাও বাধা পাচ্ছেন বলে অভিযোগ। দু-একটি জেলায় আইনশৃঙ্খলার অবনতির ঘটনাও ঘটেছে। ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে ডেকে পাঠিয়ে খোঁজখবরও নিয়েছেন। জেলা প্রশাসনের কর্তা-ব্যক্তিদের মুখ্যসচিবের কড়া নির্দেশ, আবাস যোজনার তালিকা থেকে কেউ যেন বঞ্চিত না হন।

পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, সাড়ে ১১ লক্ষ উপভোক্তার তালিকা তৈরি হচ্ছে। স্বচ্ছতা রাখতে বারবার সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। আশা করা যায়, সময় মতোই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব হবে। মন্ত্রী জানান, মুখ্যমন্ত্রী চান সময়েই মানুষের হাতে টাকা তুলে দিতে। আশা করা যায়, খুব বেশি হলে আগামী বছরের গোড়ায় টাকা দেওয়া যাবে।

মহিলাদের যোগদানে স্বস্তিতে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর : পুজোর পর জেলায় জেলায় দলের বিজয়া সম্মিলনিতে মহিলাদের জমায়েত দেখে স্বস্তিতে শাসকদল তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব। তৃণমূলের ভোটভাণ্ডারে লক্ষ্মীদের সংখ্যা যে অটুট রয়েছে, এতেই আপাতত নিশ্চিন্তে তাঁরা। আরজি করের নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতা সহ জেলা, মফসসলে যেভাবে মহিলারা রাস্তায় নেমেছিলেন, তাতে তৃণমূলের অন্দরে একটা উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। সম্প্রতি রাজ্যের তৃণমূল নেতারা বিভিন্ন জেলায় গিয়ে বিজয়া সম্মিলনিতে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী সর্বত্র বিজয়া সম্মিলনিতে পুরুষদের চেয়ে মহিলাদেরই যোগদান ছিল চোখে পড়ার মতো। এই ব্যাপারে রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের দাবি, ‘বিজয়া সম্মিলনিগুলিতে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল দুই-তৃতীয়াংশ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি বাংলার মহিলাদের সমর্থন ও আস্থা যে অটুট রয়েছে, এটা তারই প্রতিফলন।’ যদিও বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পলের দাবি, তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনিতে যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁরা ওই দলেরই ক্যাডার।

মূক ও বধির মহিলাকে ধর্ষণ

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর : ফের মূক ও বধির মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলিতে। এই ঘটনায় তাঁর প্রতিবেশীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। অভিযোগ উঠেছে, ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিলেন স্থানীয় ওই পঞ্চায়েত সদস্য। যদিও এই অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার ওই মহিলা বাড়ির বাইরে বেরিয়েছিলেন। সন্ধ্যায় তাঁকে কিছুটা দূরে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে উদ্ধার করেন স্থানীয় লোকজন। তারপরই থানায় খবর দেওয়া হয়। রাতেই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। যদিও ওই মহিলার পরিবারের লোকজনের অভিযোগ, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ২ লক্ষ টাকায় বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে। গত ৪ অক্টোবর ৯ বছরের এক বালিকার ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়েছিল জয়নগর। ফের ধর্ষণের ঘটনায় ওই এলাকায় মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ধর্নায় বসলেন সাব-ইনস্পেকটর

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর : কলকাতা পুলিশের বন্দর এলাকার নাদিয়াল থানার ওসির বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে বৃহস্পতিবার সকালে ধর্নায় বসলেন ওই থানারই কর্তব্যরত এক মহিলা সাব - ইনস্পেকটর। পুলিশ ব্যারাকে ঘর বণ্টনকে কেন্দ্র করে ওসির সঙ্গে তাঁর বিরোধ তৈরি হয় বলে অভিযোগ। সোমা তরফদার নামে ওই সাব-ইনস্পেকটরের দাবি, তিনি ছুটিতে থাকাকালীন তাঁর ঘর ‘দখল’ হয়ে যায়। ওই ঘরে অন্য কয়েকজনকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। বুধবারই তা নিয়ে তাঁর সঙ্গে ওসির বাকবিতণ্ডা হয়। এরপর তাঁকে ক্লোজ করা হয়। যদিও ওসির দাবি, তিনি আগে ওই ঘরে একা থাকলেও ওই থানায় আরও কয়েকজন নতুন মহিলা পুলিশকর্মী এসেছেন। তাঁদের থাকার জন্যই এই ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তবে এই ঘটনায় বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই ওই মহিলা সাব--ইনস্পেকটর মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর, কলকাতার পুলিশ কমিশনার, ডিসি (বন্দর) ও ডিসি (মহিলা)র কাছে ই- মেল পাঠিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন।

আলোর উৎসবেও প্রতিবাদের সুর

প্রস্তাব ফেরালেন অভয়ার বাবা-মা

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর : দিল্লি গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’র সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব ফেরালেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা। বুধবার গভীর রাতে সোদপুরে নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে দিল্লি যাওয়ার বিষয়ে তাঁদের মনোভাব জানতে চান বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল ও কৌস্তভ বাগচী। কিন্তু সেই প্রস্তাবে সাড়া দেননি তাঁরা।

সম্প্রতি সরকারি ও দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে ২ দিনের জন্য রাজ্যে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সফরের মুখে, তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করতে চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা। কিন্তু শেষপর্যন্ত অমিত শা দেখা করেননি। রাজ্যে এসে আরজি কর নিয়েও কোনও বার্তা দেননি তিনি। অমিত শা’ দেখা না করায় তৃণমূলের কটাক্ষের মুখে পড়তে হয় বিজেপিকে। দলের অভ্যন্তরেও অস্বস্তিতে পড়ে বিজেপি। তবে হতাশ হন নির্যাতিতার বাবা-মা।

বিচারের দাবিতে আন্দোলন যে আগের চেয়ে অনেকটাই স্তিমিত তা স্বীকার করে নির্যাতিতার মা জোরের সঙ্গে বলেন, ‘আন্দোলন থামবে না। এবার আমরাই আন্দোলনে নামব। বিচার আমাদের পেতেই হবে।’ তিনি বলেন, ‘সবাই বলল বিচার চাই। কিন্তু সেই বিচার কীভাবে আসবে, তা কেউ বলল না।’ নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগ, প্রিন্সিপাল ব্যবস্থা নেওয়ার পরেও থ্রেট কালচারে যুক্ত জুনিয়ার ডাক্তাররা পার পেয়ে গেল। জুনিয়ার ডাক্তারদের নতুন সংগঠন নিয়েও ক্ষোভপ্রকাশ করেন তিনি।

দুর্গাপুজোর পর দীপাবলিতেও উৎসবে না ফেরার পথে হাঁটলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। এই আলোর উৎসবে তাঁরা দেশজুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি জারি রাখলেন। রঙ্গোলি এঁকে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদ জানালেন তাঁরা। ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট-এর আহ্বানে বৃহস্পতিবার রাত ৯টা থেকে ৯.১৫ মিনিট পর্যন্ত ঘরের আলো নিভিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। প্রতিবাদে শামিল হন সাধারণ মানুষও। চলমান আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে ফানুস ওড়ানো হয়। এদিনই জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনকে নকশাল ও সিপিএমের আন্দোলন বলে কটাক্ষ করেন কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘ডাক্তারদের যে আন্দোলন হল তাতে বিজেপি বিশেষ জায়গা পায়নি। আন্দোলন দখল করে নেয় নকশাল ও সিপিএম। রাজ্য সরকারকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে ডাক্তার তৈরি করতে হয়। আজকে তাঁরা সরকারি কাজ না করে আন্দোলন করছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬ দিন অনশন করেছিলেন। এখানে দামি দামি খাবার চলে আসছে। কত কোটি টাকা তুলেছে খাবারের জন্য। ১১টা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়েছে খাবারের জন্য। বলছে আন্দোলন হচ্ছে, আসলে আন্দোলনের নামে কী হচ্ছে? কীসের আন্দোলন? হাসপাতালে গেলে চারদিকে দালাল ঘুরে বেড়াচ্ছে। বড় বড় ডাক্তারের দালাল। আসলে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে।’

অভয়ার বিচার চেয়ে ফানুস উড়ল কলকাতায়।

‘গারবেজ’ ট্রাকে ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৩১ অক্টোবর : দরজায় কড়া নাড়ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভোট। শেষবেলায় পাল্লা দিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস এবং তাঁর রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর সেই প্রচারের সূত্রেই আমেরিকার রাজনীতিতে ঝড় তুলেছে গারবেজ (আবর্জনা) বিতর্ক। যে বিতর্ক উসকে দিয়ে বুধবার উইসকনসিনে একটি আবর্জনা বোঝাই ট্রাক চালিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর পরনে ছিল সাফাইকর্মীর পোশাক। ট্রাকে বসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন তিনি। কমলা হ্যারিসের পাশাপাশি কটাক্ষ করেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে।

ঘটনার সূত্রপাত দিনকয়েক আগে ট্রাম্পের সহযোগী টনি হিঞ্চক্লিফের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে। আমেরিকার অংশ পুয়ের্তো রিকোকে আবর্জনার স্তূপ বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। হিঞ্চক্লিফের মন্তবের জবাব দিতে গিয়ে বাইডেন বলেন, ‘আমার তো মনে হয় ওঁর সমর্থকরাই আবর্জনা।’ ট্রাম্পের অনুগামীরা দাবি করেন, সব রিপাবলিকান সমর্থককে আবর্জনা বলেছেন বাইডেন। শোরগোল শুরু হওয়ায় মন্তব্যের ব্যাখ্যা দেন প্রেসিডেন্ট। হোয়াইট হাউস থেকে জারি করা বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, রিপাবলিকান সমর্থক নয়, হিঞ্চক্লিফের সমর্থকদের আবর্জনা বলেছেন বাইডেন।

এদিকে বিতর্ক থেকে দূরে থাকার কৌশল নিয়েছেন কমলা হ্যারিস। তবে ট্রাম্প যে বাইডেনের মন্তব্যকে সামনে রেখে রিপাবলিকান ভোট একজোট করার চেষ্টা করছেন, গারবেজ ট্রাকে সওয়ার হওয়ার ঘটনায় সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

মার্কিন নিষেধাজ্ঞা

ওয়াশিংটন, ৩১ অক্টোবর : রাশিয়াকে সহায়তার অভিযোগে ৩৯৮টি সংস্থার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল আমেরিকা। এর মধ্যে ৪টি ভারতীয় সংস্থা রয়েছে। এগুলি হল- অ্যাসেন্ড অ্যাভিয়েশন ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, ফুটরেভো, সাহরিয়া লাইফ সাইন্সেস প্রাইভেট লিমিটেড এবং মাস্ক ট্রান্স।

মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, ইউক্রেনে অভিযানরত রুশ সেনাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করার কারণে বিদেশি সংস্থাগুলিকে নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনা হয়েছে। ভারত ছাড়াও রাশিয়া, চিন, তুরস্ক, সুইৎজারল্যান্ডের মতো মোট ১২টি দেশের সংস্থা আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা-তালিকায় রয়েছে।

উড়ান বাতিল

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর : রক্ষণাবেক্ষণের কারণে বিমান ঘাটতির জন্য এয়ার ইন্ডিয়া নভেম্বর ও ডিসেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রগামী ৬০টি উড়ান বাতিল করল।

কানাডার অভিযোগে উদ্বিগ্ন আমেরিকা

ওয়াশিংটন ও অটোয়া, ৩১ অক্টোবর : খালিস্তানপন্থী জঙ্গি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরকে খুনের ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’র হাত রয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ আনেন ট্রুডোর উপবিদেশমন্ত্রী ডেভিড মরিসন। মরিসনের দাবি, নিজ্জর সহ কানাডার খালিস্তানপন্থীদের খুনের জন্য ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন খোদ শা। এই ব্যাপারে ভারতের তরফে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কোনও বিবৃতি জারি করা না হলেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আমেরিকা।

মার্কিন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বলেন, ‘এই ধরনের অভিযোগ উদ্বেগজনক। আমরা কানাডার সঙ্গে এব্যাপারে আলোচনা করব।’ ঘটনাচক্রে এদিনই আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভানের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। সেখানে কানাডা প্রসঙ্গ ওঠেনি। আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ নিয়ে দুই কর্তার কথা হয় বলে কূটনৈতিক সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

নোটিশ পাঠাবে সেনাবাহিনী

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর : দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, সেনাবাহিনী সম্পর্কে কোনও ভুয়ো অথবা আপত্তিকর পোস্ট করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সরাসরি নোটিশ পাঠাতে পারবে ভারতীয় সেনা। এতদিন এই পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় বৈদ্যুতিন এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের মাধ্যমে করতে হত সেনাকে। সূত্রের খবর, তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৭৯ (৩) ধারার আওতায় নোটিশ পাঠানোর অধিকার দেওয়া হয়েছে

সামাজিক মাধ্যমে আপত্তিকর পোস্ট

সেনাবাহিনীকে। এজন্য সেনার স্ট্র্যাটেজিক কমিশনের এডিজি পদমর্যাদার এক আধিকারিককে নোডাল অফিসার হিসাবে চিহ্নিত করেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। এখন থেকে সামাজিক মাধ্যমে আপত্তিকর পোস্ট নজরে এলে বাহিনী নোটিশ পাঠাতে পারে। পোস্টকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। এমনকি পোস্টটি মুছে ফেলার নির্দেশও দিতে পারে। পোস্টকর্তা যদি সেই নির্দেশ মানতে রাজি না হন, সেক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা যেতে পারে তা নিয়ে অবশ্য ধোঁয়াশা রয়েছে।

লাদাখ সীমান্তে ফের সেনা টহল

লে ও তেজপুর, ৩১ অক্টোবর : লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন ডেপসাং, ডেমচকে ভারত ও চিনা সেনা টহল ৪ বছর পর ফের শুরু হল। টহলদারি চলছে দিনের বেলায়। দীপাবলি উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সীমান্তের একাধিক পয়েন্টে ভারতীয় ও চিনা সেনা পরস্পরকে মিষ্টি দিয়েছেন।

সেনাটহল দুই পড়শি দেশের মধ্যে চাপানউতোর কমার ইতিবাচক বার্তা বটে, কিন্তু প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং দিল্লি, বেজিং সম্পর্কে মসৃণতা আনতে আরও কিছু চান। তিনি ডেপসাং ও ডেমচকের পশুপালকদের মেষচারণ শুরু করানোর মতো পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ওপরেও জোর দিয়েছেন। তেজপুরে এক অনুষ্ঠানে তিনি অবশ্য এও বলেছেন, এজন্য আরও কিছুটা সময় দরকার।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং আলোর উৎসব দীপাবলি বুধবার অসমের তেজপুরে সেনাসদরে উদযাপন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী সহ একাধিক সেনা আধিকারিক।

ভারত ও চিনের মধ্যে সামরিক সমঝোতা অনুযায়ী, দু’দিন আগে ডেপসাং ও ডেমচক থেকে সম্পূর্ণ সেনা সরিয়েছে দিল্লি ও বেজিং। গত চার বছর ধরে ভারত ও চিনের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে যে চাপানউতোর চলছিল, তা কমানোর ব্যাপারে এটি এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

ভারতীয় ও চিনা সেনারা দীপাবলিতে ঐতিহ্যগতভাবে পরস্পরকে মিষ্টি বিতরণ করে থাকেন। বিগত বছরগুলির মতো এবার কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়নি। মিষ্টি দেওয়ার মধ্যে দিয়ে সেনাদের পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছা, সহযোগিতা ও শ্রদ্ধার বার্তাটি উঠে এসেছে।

শত্রুতা ভুলে চিনা ফৌজকে দীপাবলির উপহার ভারতীয় সেনার। লাদাখে।

সাংবাদিককে কুপিয়ে খুন

ফতেপুর, ৩১ অক্টোবর : যোগীরাজ্যে ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে খুন হতে হল এক সাংবাদিককে। তাঁর নাম দিলীপ সাইনি (৩৮)। ওই সাংবাদিককে বাঁচাতে গিয়ে জখম হয়েছেন তাঁর বন্ধু শাহিদ খানও। তিনি বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের নেতা। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের ফতেপুর জেলায়। বুধবার রাতে দিলীপ ও শাহিদ খাওয়ার সময় তাদের ওপর চড়াও হয় আততায়ীরা। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে দিলীপকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। পুলিশ জানিয়েছে, যারা হামলা চালিয়েছে তারা সকলেই দিলীপের পূর্বপরিচিত। শাহিদ খান বলেন, ‘আমরা ঘরে একসঙ্গে খাচ্ছিলাম। হঠাৎ দিলীপের কাছে একটি ফোন আসে। তারপর আক্রমণকারীরা ভিতরে ঢুকে দিলীপকে ছুরি দিয়ে কোপাতে শুরু করে। আমি তাদের বাধা দিলে আমাকেও ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়। গুলিও চালানো হয়।’ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

১ কোটির ঘড়ি উপহার

চণ্ডীগড়, ৩১ অক্টোবর : কাজ নির্দিষ্ট সময়ের আগে শেষ হওয়ায় এক কোটি টাকার রোলেক্স ঘড়ি উপহার পেলেন ঠিকাদার রাজেন্দ্র সিংহ রূপরা। ঘড়িটি ১৮ ক্যারেট সোনার। ব্যবসায়ী গুরদীপ দেব বাথ ঠিকাদারকে উপহারটি দিয়েছেন। পঞ্জাবের জিকারপুরে ৯ একর জমির ওপর অত্যাধুনিক দুর্গের মতো সুদৃশ্য ভবন নির্মাণের দায়িত্ব পেয়ে ঠিকাদার রাজেন্দ্র ২০০ শ্রমিক কাজে লাগান। বিস্মিত ব্যবসায়ী বলেছেন, এর জন্য ঠিকাদারের পুরস্কার পাওয়া উচিত। তারপরই পুরস্কার দেওয়া হয়।

জেলে বসে বিচারাধীন বন্দির বিয়ে ২

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর : জেলে বসে গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের কাজকর্ম নিয়ে আগেই প্রশ্ন উঠেছিল। একজন বিচারাধীন বন্দি কীভাবে নজরদারিতে থাকার পরও এতটা প্রভাবশালী হতে পারে, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে হাইকোর্টও। সম্প্রতি রাজ্যের কারাগারগুলিতে মহিলা বন্দিদের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ার ঘটনাও সামনে আসায় কারাগারের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও প্রশ্নের মুখে। এবার জেলে বন্দি থাকাকালীন বিয়ের নামে প্রতারণার ফাঁদ পাতার অভিযোগ উঠেছে। মামলা গড়িয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। ঘটনাটিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায় জানতে চেয়েছেন একজন বিচারাধীন বন্দি জেলে বসে কীভাবে সমাজমাধ্যম ব্যবহার করে এই কাজ করছে।

অভিযুক্তের নাম রাকেশ রায় চৌধুরী। তিনি ২০২১ সাল থেকে জেলবন্দি। কিন্তু জেলে বসে প্রতারণার ফাঁদ পেতে বিয়ে সেরে ফেলেছেন অভিযুক্ত। এই ঘটনাতেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন অভিযোগকারিণী। তাঁর আইনজীবী অর্কপ্রতিম চৌধুরী

নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন বিচারপতির

আদালতে জানান, সমাজমাধ্যমে ওই মহিলার সঙ্গে আলাপ হয় রাকেশের। নিজেকে জমিদার পরিবারের ও অভিজাত ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচয় দিয়ে ঘনিষ্ঠতা তৈরি করেন। তাঁকে ব্যারাকপুর আদালতে হাজির করানোর সময় আগে থেকেই ওই মহিলাকে আদালত চত্বরে থাকতে বলেছিলেন অভিযুক্ত। ওইসময় আদালতের কাছে একটি মন্দিরে মহিলাকে বিয়ে করেন রাকেশ। তিনি অভিযুক্ত মহিলাকে জানিয়েছিলেন, বন্দুকের নল পরিষ্কার করতে গিয়ে ভুলবশত গুলি চালানোর ঘটনায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শীঘ্রই জামিন পেয়ে যাবেন। পরে প্রতারিত মহিলা জানতে পারেন, রাকেশের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও ধর্ষণ সহ ৮৬টি মামলা রয়েছে। মূলত বিবাহবিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে টাকা হাতাতেন তিনি। এমনকি নিজেকে সিআইডি ও রাজ্যের উচ্চপদস্থ আধিকারিক হিসেবে পরিচয় দিয়ে লালবাতির গাড়ি করে ঘোরার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, ‘উত্তর ২৪ পরগনার এই ঘটনা অনেক পুরোনো। আমরা কয়েকদিন আগেই প্রতিটি জেল সুপারকে নিরাপত্তা আরও বাড়ানোর নির্দেশিকা পাঠিয়েছি। আমাদের দপ্তরও এই নিয়ে নজরদারি চালাচ্ছে।’ অভিযুক্ত প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে বন্দি। এখনও পর্যন্ত কোনও মামলায় তাঁর জামিন হয়নি। তখনই বিচারপতি বিস্ময় প্রকাশ করে মন্তব্য করেন, কীভাবে জেলে থেকে সমাজমাধ্যম ও ফোন ব্যবহার করেন অভিযুক্ত? জেল কর্তৃপক্ষের থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেন বিচারপতি।

শুক্রবার, ১৫ কার্তিক ১৪৩১, ১ নভেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৬২ সংখ্যা

আবাসে ভোটের অঙ্ক

মাথা গোঁজার ঠাঁই মিলবে। অতঃপর হইচই পড়ে গিয়েছে। বাড়ি নির্মাণের টাকা দেবে সরকার। এ টাকা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় নয়। অর্থ জোগাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। কেন্দ্রীয় প্রকল্পটিতে হাজার হাজার অনিয়মের অভিযোগ ছিল বাংলায়। কেন্দ্র তাই বরাদ্দ বন্ধ করে রেখেছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবাদে আন্দোলনকে কেন্দ্র বিরোধিতার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। দিল্লি না দিক, রাজ্য সরকার বরাদ্দ দেবে বলে আগ বাড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন।

অভিষেকের সেই ইচ্ছায় সায় দিয়েছেন মমতা। কোষাগারে এই অর্থের সংস্থান কোথা থেকে হবে জানা নেই। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পর দান খয়রাতির আরেকটি মেগা প্রোজেক্ট। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবাদে ইভিএমে উপচে পড়ে গৃহলক্ষ্মীদের আশীর্বাদ। অন্তত তৃণমূলের ধারণা সেরকমই। বিরোধী দলগুলিও সেই ধারণাকে অস্বীকার করতে পারে না। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ইভিএমে ঘাসফুলের সুরক্ষা আরও নিশ্চিত করতে ঢেলে আবাস নির্মাণ একেবারে পাকা মাথার সুচিন্তিত পরিকল্পনা।

কলকাতা বাদ দিলে বাংলার শহরাঞ্চলে তৃণমূলের ওপর আস্থা টাল খেয়েছে অনেকদিন। আগের ভোটগুলিতে সেই প্রবণতা স্পষ্ট। আরজি কর মেডিকেল কলেজে তরুণী চিকিৎসকের খুন পরবর্তী পরিস্থিতি কলকাতাতেও জোড়াফুলের ভোট ব্যাংকে বড় ধাক্কা দিয়েছে। সেই ফাটল সহজে মেরামত হওয়ার নয়। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাওয়ের সেই পুরোনো চিনা কৌশলে গ্রামাঞ্চলে সমর্থনের ভিত আরও পোক্ত করতে তাই মরিয়া তিনি।

বাড়ি বানিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্য কোষাগারের দ্বার খুলে দেওয়া সেই মরিয়া প্রয়াসের অঙ্গ। এজন্য তৃণমূল সরকার বিধানসভার অনুমতি পর্যন্ত নেয়নি। যথেচ্ছ খয়রাতি দিয়ে ভোট কিনতে তিনি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের পালটা ঝাঁপি খুলে বসলেন। শুধু তাই নয়, আবাস বরাদ্দে কেন্দ্রীয় শর্তের আর বালাই থাকল না। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তিনি ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবার জন্য খুলে দিয়েছেন।

আবাসে ততটা না হলেও আর হতদরিদ্রের সীমারেখা থাকল না। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায়, মানবিক দৃষ্টিতে মাথা গোঁজার ঠাঁই নির্মাণ। আরজি করে চিকিৎসক হত্যার ন্যায়বিচারের হইচই ছাপিয়ে এখন বাংলাজুড়ে আবাস পাওয়ার তাগিদে শোরগোল বেশি। তালিকা তৈরিতে দুর্নীতি, পক্ষপাতের অভিযোগ উঠতে তড়িঘড়ি 'রি-চেকে'র (পুনঃসমীক্ষা) ঘোষণা করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরোনো তালিকায় উপভোক্তাদের ২১.৪৩ শতাংশের নাম বাদ যাওয়ায় রাজ্যজুড়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ায় উদ্দেশ্য মাঠে মারা যাওয়া ঠেকাতে এই সিদ্ধান্ত।

তাতেও পরিস্থিতি সামলানো যাবে কি না, সন্দেহ আছে। মমতা নির্দেশ দিয়েছেন বটে, এই সমীক্ষায় তাঁর দলের লোকেরা নাক গলাতে পারবে না। বাস্তবে নীচুতলায় তৃণমূল নেতাদের চাপ উপেক্ষা করা প্রশাসনের পক্ষে কার্যত অসম্ভব। ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে আবাস বরাদ্দ করে দেওয়ার নাম করে তোলাবাজির অভিযোগ আসছে চারদিক থেকে। বিরোধীরা মমতার এই আবাস কৌশলের সামনে কিছুটা ব্যাকফুটে যাওয়ার পর ওই অভিযোগকে অস্ত্র করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সরকারি সমীক্ষক দলকে ঘেরাও করে রাখার পরামর্শ সেই মরিয়া প্রয়াসের অঙ্গ। আবাসে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বন্ধ করাতে তৎপর ছিল রাজ্য বিজেপির নেতৃত্ব। এখন আবাসে বরাদ্দ করে মমতার পালটা চাল তাদের কাছে কিছুটা বুমেরাং তো হয়েছেই। সমীক্ষক দলকে ঘেরাও করে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে তাই শুভেন্দুরা ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করছেন।

অন্যদিকে, প্রয়োজনে ভুল তথ্য দিয়ে আবাস হাতিয়ে নিতে সাধারণ মানুষের একাংশের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে। সেই হুড়োহুড়ির সামনে সমীক্ষক দলকে আটকে মমতার কৌশল ব্যর্থ করা আদৌ সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থাকছে।

অমৃতধারা

যতক্ষণ বাসনা, ততক্ষণই ভাবনা। এই ভাবনাই হল তোমার দুঃখের কারণ। আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এ মত ভালো না বাবা। সবাই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে তো একজনের কাছেই যাবেন। তাই যে নামেই তাকে ডাকো না কেন মনপ্রাণ দিয়ে ডাকো। শান্তি পেতে মনের ময়লা ধুয়ে ফেলতে হবে। মনে যতক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাশ। মনের যেমন বন্ধন আছে তেমন মনের মুক্তিও আছে। সংসারে হয় তুমি ঈশ্বর প্রেমে নিজের চেতনাকে মুক্ত করবে, নয় বন্ধনে বন্দি হবে। তোমার মনকে ভেদাভেদ শূন্য করতে শেখ, তবেই তুমিও যে কোনও কাজের মধ্যেই ভক্তিরস খুঁজে পাবে।

– শ্রীরামকৃষ্ণ

সিপিএমে নয়া সংকটের নাম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

একেই বিধানসভায় কোনও আসন নেই। তারপর তন্ময় ভট্টাচার্যকে নিয়ে নতুন কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে সমস্যায় সিপিএম।

দেবদূত ঘোষঠাকুর

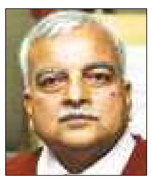

আরজি কর-কাণ্ড নিয়ে সবে সিপিএম সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করতে শুরু করেছিল। প্রতিবাদীদের এককাট্টা করে নিজেদের সংঘবদ্ধ দেখানোর চেষ্টা করছিল। এমন সময় একটা 'বোমা' ফাটিয়ে এক মহিলা সাংবাদিক সেই লড়াইয়ে সিপিএমকে অনেকটাই পিছিয়ে দিলেন।

সিপিএমের এই 'দুঃসময়ে' যে ক'জন বলিয়ে কইয়ে নেতাকে টিভি চ্যানেলগুলি তাদের অনুষ্ঠানে চাইত, তাঁদের সর্বাগ্রে থাকা উত্তর ২৪ পরগনার জেলা নেতা তন্ময় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনে শুধু ফেসবুকে সরব হওয়াই নয়, পুলিশের কাছে গিয়ে অভিযোগও করেছেন ওই মহিলা সাংবাদিক। পুলিশের তলব পেয়ে বরানগর থানায় গিয়ে একাধিকবার জবাবদিহি করতে হয়েছে তন্ময়কে।

আরজি কর আন্দোলনে প্রথম থেকেই সিপিএমের যে দুই নেতা সবথেকে সরব ছিলেন তাঁরা হলেন, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় এবং তন্ময় ভট্টাচার্য। সেই তন্ময়ের বিরুদ্ধে চটজলদি দল সাসপেনশনের শাস্তি ঘোষণা করায় দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের অনেকেই কিন্তু হতবাক। এক জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যের মন্তব্য, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটি কিংবা 'প্রভাবশালী' কলকাতা জেলা কমিটিতে কোনও আলোচনা হল না, অভিযুক্তের বক্তব্য শোনা হল না, অভিযোগ ওঠার পরদিনই খোদ রাজ্য সম্পাদক শাস্তি ঘোষণা করে দিলেন- এটাতে বেশ অবাক হয়েছি।

রাজ্য সম্পাদক একতরফা এমন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারেন কি না উঠেছে সেই প্রশ্ন। একসঙ্গে প্যান্ডোরা বাক্স খুলেছে। উঠে আসছে আরও কিছু নেতার নাম। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছিল। কিন্তু সিপিএম ব্যবস্থা নেয়নি।

সাধারণত কোনও নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে কোনও গুরুতর অভিযোগ উঠলেও, চটজলদি কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার প্রবণতা সিপিএমের কখনও ছিল না। পার্টি কমিশনে তদন্তের পরে সাসপেন্ড কিংবা বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার এমন কিছু নেতা রয়েছেন যাঁদের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি সহ নানা অভিযোগ দলের কাছে বহুদিন ধরে পড়ে থেকে থেকে তামাদি হয়ে গিয়েছে। তন্ময়ের বিরুদ্ধে মহম্মদ সেলিম শাস্তি ঘোষণা করার পরে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করা দলের মহিলা সদস্যদের কেউ কেউ বিচার না পাওয়ার অভিযোগ তুলেছেন। এখন দল ওইসব অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অতি সত্বর কোনও ব্যবস্থা নেয় কি না সেটা দেখতে চান অনেকেই।

মোদ্দা কথা হল, তন্ময়ের ব্যাপারে দলের রাজ্য সম্পাদকের 'অতি সক্রিয়তা' নিয়ে দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এমনকি দলের রাজ্য সম্পাদক দলের গঠনতন্ত্রেরও উপরে কি না সেই প্রশ্ন তোলাও ঠেকানো যাচ্ছে না। তবে, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই সিদ্ধান্ত রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম সম্পাদকমণ্ডলীর অন্য সব সদস্যের সঙ্গে কথা বলেই ঘোষণা করেছেন। দলের গঠনতন্ত্রের সঙ্গে এই প্রক্রিয়ার কোনও বিরোধ নেই।

তবে তাতেও বিতর্ক কিন্তু থামছে না। বর্তমানে রাজ্য সিপিএমের সংগঠনে উপরতলার ও মাঝারি তলার অস্তিত্ব থাকলেও, নীচুতলা বলে কিছু নেই। তা বিলীন হয়ে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসে। তাই নির্বাচনে শূন্য আসন নিয়ে ফিরতে হচ্ছে তাদের। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মূলত তৈরি হয় উপরতলা আর মাঝারি তলায়। দল বড় থাকার সময়ে নীচুতলার চাপে অনেক সময়েই উঁচুতলা ও মাঝারি তলাকে দ্বন্দ্ব মিটিয়ে নিতে হয়। এখন সেই বালাই আর নেই। মতানৈক্য ভুলে তন্ময় ইস্যুতে দলের মাঝারি তলার বিবদমান দুই পক্ষের অনেকেই প্রশ্ন করছেন, 'রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হওয়া দূরে থাক, দল তৃণমূল জমানায় বিধায়ক হওয়া তন্ময়কে জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যই করেনি। এহেন এক 'সামান্য' নেতার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের জন্য রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীকে এইভাবে সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত নিতে হল কেন'- অনেকেরই বিষয়টি 'অস্বাভাবিক' ঠেকেছে। মনে হয়েছে কোনও 'চাপ'-এর মুখে তড়িঘড়ি এমন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

আর ঠিক এখানেই তন্ময়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কিংবা অন্তর্ঘাত নিয়ে প্রশ্ন উঠছে দলে। দলে ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ার পরিস্থিতিতেও দলের অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন কিন্তু এতটুকুও কমেনি। সেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ছিদ্র ধরেই তন্ময়ের বিরুদ্ধে কেউ সুপরিকল্পিত চক্রান্ত করেছেন কি না তা দলে তাঁর কট্টর বিরোধীদেরই ভাবাচ্ছে।

আলিমুদ্দিনের অভ্যন্তরে লালিত বর্তমানে শাসকদলের এক নেতার সঙ্গে দলেরই একাংশের জড়িত থাকার কথাও বলছেন অনেকে। তৃণমূল জমানায় প্রথম থেকেই সিপিএমের ওই অংশটি শাসকদলের ওই নেতার সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে আসছেন বলে সিপিএমের অন্দরে ফিশফাশ শোনা যাচ্ছে।

উত্তর ২৪ পরগনায় তন্ময়ের এক কট্টর বিরোধী নেতার মন্তব্য, 'দলীয় রাজনীতিতে আমি আর উনি সমসাময়িক। বিভিন্ন বিষয়ে ওঁর সঙ্গে নানা মতবিরোধ থাকলেও মহিলাঘটিত ব্যাপারে তন্ময় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে কখনও কোনওরকম অভিযোগ কেউ করেনি।' তাই এমন বিষয়ে তিনি অভিযুক্ত হওয়ায় সন্দেহের অবকাশ থেকে যাচ্ছে। ভাবমূর্তি বাড়াতে চটজলদি তন্ময়ের বিরুদ্ধে শাস্তি ঘোষণা করলেও, দল কিন্তু স্বস্তিতে নেই।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার এমন কিছু নেতা রয়েছেন যাঁদের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি সহ নানা অভিযোগ দলের কাছে বহুদিন ধরে পড়ে থেকে থেকে তামাদি হয়ে গিয়েছে। তন্ময়ের বিরুদ্ধে মহম্মদ সেলিম শাস্তি ঘোষণা করার পরে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করা দলের মহিলা সদস্যদের কেউ কেউ বিচার না পাওয়ার অভিযোগ তুলেছেন।

সিপিএমের যেসব তাত্ত্বিক নেতাকে ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি, তাঁরা সাধারণ মানুষের থেকে নিজেদের কিছুটা দূরে সরিয়ে রাখতেন। নীচুতলার, এমনকি মাঝারি তলার নেতা-কর্মীরাও খুব সহজে তাত্ত্বিক নেতাদের ধারেকাছে পৌঁছোতে পারতেন না, দূরে দূরে থাকতেন। কিন্তু এই জমানার তথাকথিত তাত্ত্বিক নেতা তন্ময় কিন্তু সাধারণ কর্মীদেরও কাছের মানুষ। তিনি দলীয় পর্যায়ে যেমন সাবলীলভাবে দলীয় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতেন, তেমনই দলীয় বুদ্ধিজীবীদের কাছেও ছিল তাঁর সমান গ্রহণযোগ্যতা। গত এক বছরের মধ্যে যাদবপুর বিধানসভা এলাকায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিপিএমের মঞ্চে প্রধান বক্তা হিসেবে তন্ময় ভট্টাচার্যকে বলতে শুনেছি রাস্তা দিয়ে যাওয়া-আসার সময়ে। রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে চরম অনাগ্রহী এই প্রতিবেদককেও একবার দশ মিনিট দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শুনতে বাধ্য করেছিলেন তন্ময়। সম্ভবত আন্তর্জাতিক কোনও বিষয় ছিল।

সাধারণ পার্টিপ্রেমীদের মধ্যে জনপ্রিয় হলেও, রাজ্য নেতৃত্বের কাছে তা লোকসভা নির্বাচনে টিকিট পাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাই গত লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নেতা সুজন চক্রবর্তী দমদম লোকসভা নির্বাচনের টিকিট পেলেও তন্ময় পাননি। সুজন কিন্তু সেভাবে বহিরাগত নন। কারণ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর তরফে তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মেদিনীপুরের সঙ্গে উত্তর ২৪ পরগনারও দেখভাল করেন। তন্ময়ের ভাগ্যে জোটে বরানগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের টিকিট। সেখানে অবশ্য তিনি জিততে পারেননি।

আরজি কর কাণ্ড আরও একবার তন্ময়কে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসেছিল। সাংবাদিকদের কাছে সহজলভ্য তন্ময়ের 'বাইট' পাওয়া ছিল অতি সহজ। সহজভাবে মিশতে মিশতে তিনি সম্ভবত গণ্ডি ছাড়িয়ে ছিলেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি নাকি ইয়ার্কি, রঙ্গতামাশাও করতেন। বাঘের পিঠে সওয়ার হওয়ার মতো সাংবাদিকের পিঠে সওয়ার হওয়াও যে কতটা 'বিপজ্জনক' তা বোধহয় এবার বুঝে গিয়েছেন 'পোড়' খাওয়া সিপিএম নেতা। তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে তার সত্যাসত্য আদালতই বিচার করবে।

তবে তন্ময়কে এই মুহূর্তে পুলিশ যেভাবে টানাহ্যাঁচড়া করছে, তার থেকেও যেভাবে তাঁকে দল রাতারাতি বর্জন করল তা বেশি দৃষ্টিকটু লাগছে। আরজি কর কাণ্ডে সাতসকালে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে 'বিচার চাই' স্লোগান তুলেছিলেন, এখন সেই স্লোগান উঠেছে তন্ময়ের বিরুদ্ধেই। দলের বাইরে তো বটেই, এমনকি দলের মধ্যেও। 'অভিমন্যু' তন্ময়কে রাতারাতি সাসপেন্ড করে তাঁদের ডুবতে থাকা তরীকে বাঁচাতে পারবেন কি মহম্মদ সেলিম অ্যান্ড কোম্পানি?

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৫০

আজকের দিনে প্রয়াত হন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৭৩

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

আলোচিত

ডাক্তারদের আন্দোলন আসলে চালিয়েছে সিপিএম ও নকশালরা। বলছে, আন্দোলন হচ্ছে। কীসের আন্দোলন? আসলে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। হাসপাতালে চারদিকে দালাল ঘুরে বেড়াচ্ছে। বড় বড় ডাক্তারদের দালাল।

-শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

হোয়াইট হাউসে দীপাবলি পালন করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ভারত ও আমেরিকার বহু ব্যক্তিত্ব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ফুলে সাজানো ঘরটিতে শিল্পীরা পিয়ানো, সেতার, ভায়োলিন এবং ড্রাম নিয়ে 'ওম জয় জগদীশ হরে'র সুর বাজান। মুগ্ধ অর্থনীতিবিদ গীতা গোপীনাথ।

ভাইরাল/২

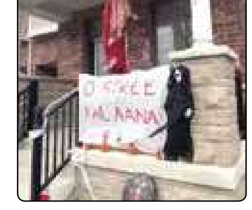

৩১ অক্টোবর হ্যালোউইন ডে চলে গেল। অনেকের বিশ্বাস, আত্মারা ওই দিন বাড়ি ফেরে। কানাডার ব্রাম্পটনের এক বাড়ির বাইরে লাল শাড়িতে একটি পুতুল ঝোলানো। নীচে লেখা স্ত্রী সিনেমার সেই বিখ্যাত ডায়ালগ 'ও স্ত্রী কাল আনা'।

জনমন

জনমত

ইতিহাসের রাধিকা লাইব্রেরি যেন এখন পাবলিক টয়লেট

১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত ময়নাগুড়ি রাধিকা লাইব্রেরির বর্তমান বয়স ১১৪ বছর। সরকারি এই গ্রন্থাগারে বহু দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সম্ভার ছিল। জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্ররাও একসময় এই গ্রন্থাগার থেকে পাঠ্যবই সংগ্রহ করে পড়াশোনা করত। আমাদের স্কুলবেলায়ও দেখেছি, এই লাইব্রেরির রমরমা অবস্থা। পাঠকদের ভিড়ে লাইব্রেরি গমগম করত।

বাম জমানার শেষ পাঁচ বছর থেকে, ধীরে ধীরে এই প্রাচীন গ্রন্থাগার তার গরিমা হারাতে শুরু করে। লাইব্রেরির ভবনটা সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও তলে তলে বেদখল হতে থাকে লাইব্রেরির স্বত্বে থাকা জমি। সরকার পালটালেও পালটায়নি ঐতিহ্যবাহী শতাব্দীপ্রাচীন এই লাইব্রেরির কপাল।

লাইব্রেরি লাগোয়া পার্শ্ববর্তী জমিতে বর্তমানে গড়ে উঠেছে পুরো একটা মার্কেট কমপ্লেক্স। যার অনেকটা অংশ লাইব্রেরির দেওয়ালকে গ্রাস করে নেওয়ায় জলে ভিজে নষ্ট হয়ে গিয়েছে হাজারের উপরে দুষ্প্রাপ্য বই।

মজার ব্যাপার, গ্রন্থাগারটি সরকারি। লাইব্রেরির মোট জমির পরিমাণ ১৬ ডেসিমাল। অসাধু ব্যবসায়ীদের দ্বারা ৪ ডেসিমাল জমি খোয়া যাওয়ার পরেও সরকার ১৬ ডেসিমাল জমির ট্যাক্স দিয়ে যাচ্ছে।

এরই মধ্যে গ্রন্থাগারের লাগোয়া ফাঁকা জায়গায় সরকারি পয়সায় একটা নতুন ঘর তৈরি হয়েছে, যাতে বেশ কিছু বই আছে, থাকেন একজন গ্রন্থাগারিক মহাশয়ও। কিন্তু ওই পর্যন্তই। ছ'মাস আগে ঠিকাদার বিল্ডিং তৈরি করে দিলেও আজ পর্যন্ত জলের ব্যবস্থা হয়নি। বিল্ডিং তৈরিই মূল বিষয়, তাই আজও লাগানো হয়নি তার গেট। ফলস্বরূপ শতাব্দীপ্রাচীন রাধিকা লাইব্রেরি আজ পাবলিক টয়লেটে পরিণত।

স্নেহাশিস চক্রবর্তী, ময়নাগুড়ি।

পারিবারিক মেলবন্ধনই শান্তির ঠিকানা

শান্তি তো বাড়ির কাছে নদীর চরে বা রাস্তার ধারের মোমোর দোকানেও মেলে, যদি পরিবারের সবাই একসঙ্গে থাকে।

চিরদীপা বিশ্বাস

'এই ভাই, চুপচাপ বোস না'- মহানগরের জমকালো ভিড়ের মধ্যেও তীক্ষ্ণ স্বরের চিৎকারটা স্পষ্ট কানে এসে ঠেকল। তাড়াহুড়োয় যদ্দূর বুঝলাম পুঁচকে দুই ভাইবোন মিলে ভাইফোঁটা ভাইফোঁটা খেলছে। উপকরণ বলতে, খেলনাবাটির ছোট্ট একটা প্লেটে ইটের গুঁড়োর 'চন্দন গোলা' আর কিছু পাতাটাতা। সাজসরঞ্জামের বালাই নেই, তিথিনক্ষত্রের ধারও তারা ধারে না। আছে শুধু অকৃত্রিম আনন্দ। ইচ্ছে করছিল কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখি ওদের কাণ্ডকারখানা। কিন্তু ওই যে, 'সময় কোথা সময় নষ্ট করার?'। অগত্যা ভাবের জগতে তালা ঝুলিয়ে ছুটলাম গন্তব্যের উদ্দেশে।

মাথার ওপর ছাদ নেই, পেট ভরানোর কোনও নিশ্চয়তা নেই, ঝড়-জলের রাতে আশ্রয়েরও কোন বালাই নেই- তবুও মানুষগুলো হাসে। ঝগড়া-ঝামেলা একেবারেই যে হয় না তা নয়, দুঃখ বিষাদের ফর্দটাও লম্বা- তবুও তারা একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে বেঁধে বেঁধে থাকে। অন্যদিকে, আমরা যারা দিবারাত্রি সুখশান্তির পেছনে ছুটে চলেছি দিনশেষে সেটাকেই হারিয়ে ফেলি। তাই, পুজোর সময় পাড়ার প্যান্ডেলে বসে ছোটবেলার নস্টালজিয়া ঝালিয়ে তৃপ্তি মেলে না বরং বড্ড ক্লিশে মনে হয় এই প্রজন্মের। অতিকায় সাফল্যের ভিড়ে ছোট ছোট খুশিরা এভাবেই নিশ্চুপে পাড়ি দেয় নিরুদ্দেশে।

দু-দণ্ড কারও সঙ্গে বসে কথা বলতে গিয়ে ক্রমাগত পরমুহূর্তের চিন্তারা হানা দেয়। এই কারণেই হয়তো সারা জীবন ধরে ভবিষ্যতের শান্তি সঞ্চয় করতে মরিয়া লোকটি দিনে বারো ঘণ্টা বা তারও বেশি সময় অফিসে কাটিয়ে রাতে শান্তির ঘুম ঘুমোতে পারেন না। এভাবেই বছরের পর বছর কেটে যায় কিন্তু পরিবারের সঙ্গে সকল উৎসবে শামিল হওয়া হয় না। সন্তান বাবা-মায়ের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে বেড়ে ওঠে। বিগড়েও যায় অতি অল্প বয়সেই। নিজেদের মতো করে তারাও হয়ে ওঠে সুখসন্ধানী। তবে ভাগ্যের ফেরে মরীচিকা হয়ে শান্তি বা সুখ অধরাই থেকে যায়।

দিনশেষে বারংবার তাই মনে হয় সাফল্যের পারদ ঠিক ততটাই চড়তে দেওয়া উচিত, যতটাতে সুখশান্তির ব্যাঘাত না ঘটে। বছরে দু'বার ফরেন ট্রিপ, মাসে চারবার ফাইভ স্টারে যাওয়ার সামর্থ্য, আমাদের সফলতার নির্ণায়ক। শান্তি তো বাড়ির কাছে নদীর চরে বা রাস্তার ধারের মোমোর দোকানেও মেলে, যদি পরিবারের সবাই একসঙ্গে থাকে। নিন্দুকেরা একে রোমান্টিসিজম বলে দাগালেও বাস্তব এটাই যে টেমস নদীর বুকে বা আইফেল টাওয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে 'একাকী' সাফল্যের উদযাপন করার বুকের পাটা খুব কম লোকই দেখাতে পারবে। আর যারা পারবে, তারা যে রাতে 'ভালো আছি, তবে সব্বাই একসাথে থাকলে বড় ভালো হত' মনে করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়বে না, তা কে বলতে পারে?

হাজার লোকের ভিড়ে নিজেকে একলা খুঁজে পাওয়ার আক্ষেপটা কোনও সাফল্যই ঢেকে রাখতে পারে না। এর চেয়ে গঙ্গাবক্ষে সপরিবার, সবান্ধব হইচই করাটা অধিক আনন্দদায়ক নয় কি! কারণ বিরিয়ানি আর ডাল-ভাতের রূপক টেনে কেউ একজন বলেছেন লাক্সারি আর নেসেসিটির তফাতটা আমাদের বোঝা দরকার, নইলে জীবন বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাইয়ের মতো ষোলোআনাই মিছে।

(লেখক প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, কোচবিহারের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৭৬

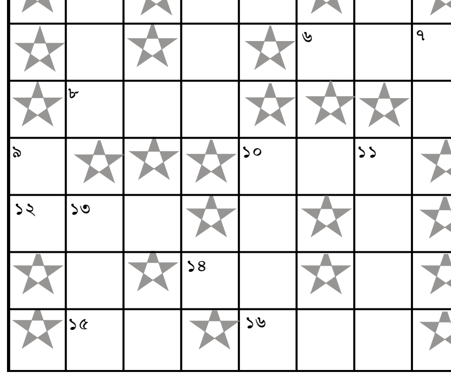

পাশাপাশি : ১। জাদু, ইন্দ্রজাল, মায়া, ছল ৩। বন্যা, জলপ্লাবন ৫। গলার হারের এক একটি পংক্তি বা সারি ৬। যাচাই ও পরীক্ষা, দোষগুণ বিচার ৮। আইন, বিধি ১০। চালানো, নড়ানো, সঞ্চালন, পরিচালনা ১২। প্রভু, কর্তা ১৪। প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি ১৫। ছোট ঘণ্টা, আলজিভ ১৬। আরবি শব্দ যার অর্থ করুণা, কৃপা, দয়া।

উপর-নীচ : ১। হিন্দু বিয়ে শেষ হওয়ার পর যে যজ্ঞ করা হয় ২। প্রচণ্ড শীত ও প্রচণ্ড ব্যথার অনুভব ৪। ভৃত্য, পরিচারক ৭। অনাবৃষ্টি, শুখা ৯। ঈষৎ তাপ, উষ্ণতা ১০। মিথ্যা প্রিয়বাক্য বলে যে, তোষামুদে, বিদূষক ১১। নাম ও ঠিকানা ১৩। গ্রীষ্মকাল।

সমাধান ■ ৩৯৭৫

পাশাপাশি : ১। আচার ৩। আহাম্মক ৪। জমাট ৫। ঘানিগাছ ৭। নখ ১০। দম ১২। বরবাদ ১৪। দেদার ১৫। প্রাতরাশ ১৬। খপ্পর।

উপর-নীচ : ১। আয়তন ২। রজনী ৩। আটঘাট ৬। গারদ ৮। খবর ৯। পাদদেশ ১১। মন্বন্তর ১৩। পরখ।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মায়ের পায়ের জবা হয়ে

কোচবিহারের দ্বীপনারায়ণ ক্লাবের প্রতিমা।

মায়ের সাজে খুদে। চ্যাংরাবান্ধা।

ফালাকাটা ট্রাফিক মোড় কালীবাড়ির প্রতিমা।

সবুজ সংঘের মহাকালী। আলিপুরদুয়ার জংশনে।

মণ্ডপের পথে। কোচবিহারে।

আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন বীরপাড়া দিশারি ক্লাবের মণ্ডপ।

ইস্টার্ন ইয়ং অ্যাসোসিয়েশনের মণ্ডপ। ময়নাগুড়িতে।

বিধান স্পোর্টিং ক্লাবের মণ্ডপ। শিলিগুড়িতে।

বোল্লাকালীর আদলে প্রতিমা। শিলিগুড়ির ফুলেশ্বরীতে।

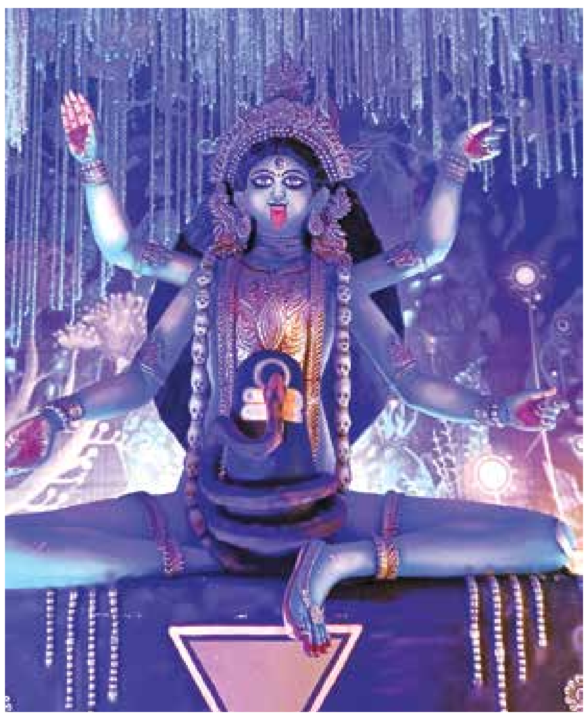
যোগাসনে দেবী। ময়নাগুড়িতে শিবাজি সংঘের প্রতিমা।

উদয়ন ক্লাবের প্রতিমা। জলপাইগুড়ি।

আলোর উৎসবে সেজে উঠেছে শিলিগুড়ির রাস্তা।

ছবিগুলি তুলেছে : জয়দেব দাস, শতাব্দী সাহা, অপর্ণা গুহ রায়, আয়ুষ্মান চক্রবর্তী, ভাস্কর শর্মা, অভিরূপ দে, শুভঙ্কর চক্রবর্তী, সানি সরকার ও তপন দাস।

তারাদের কথা

সারার নতুন প্রেমিক

সম্প্রতি কেদারনাথ ভ্রমণে গিয়েছিলেন সারা আলি খান এবং তারপরই তাঁর প্রেম-জীবন নিয়ে চর্চা শুরু। কেদারনাথ ভ্রমণের সময় তাঁকে সুপারমডেল এবং রাজনীতিবিদ অর্জুন প্রতাপ বাজওয়ার সঙ্গে দেখা গিয়েছে। তিনি পাঞ্জাবের প্রবীণ ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা ফতেহ জয় সিং বাজওয়ার ছেলে। জয় সিং রাজ্যের পার্টির সহ সভাপতি। স্বাভাবিকভাবেই মনে করা হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে প্রেম শুরু হয়েছে। দুজনে বেশ কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পুজো দিচ্ছেন— এই ছবি নেটে ছড়িয়েছে। প্রসঙ্গত, সারাকে তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলো করেন অর্জুন, সারা অবশ্য তাঁকে ফলো করেন না এখনও পর্যন্ত। তবে তাঁদের ফ্রেম নিয়ে ফিসফিস শুরু হলেও নেটমহলে অর্জুনের পরিচিতরা বলছেন, অর্জুনকে চিনি অনেকদিন ধরে, সারার সঙ্গে ওর কোনও প্রেম নেই। অর্জুন মডেল তো বটেই অভিনেতাও। অস্কার বিজয়ী গিরিশ মালিকের ছবি ব্যান্ড অফ মহারাজা-তে অভিনয় করেছেন। প্রভুদেবার ছবি স্লিং-এ সহকারী পরিচালকের ভূমিকা নিয়েছিলেন। এখন পাঞ্জাবে কংগ্রেসের সবথেকে কনিষ্ঠতম সদস্য হিসেবে আছেন পাঞ্জাব ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলে, ২০২২ থেকে। তিনি জিমনাস্ট এবং এমএমএ ফাইটারও বটে।

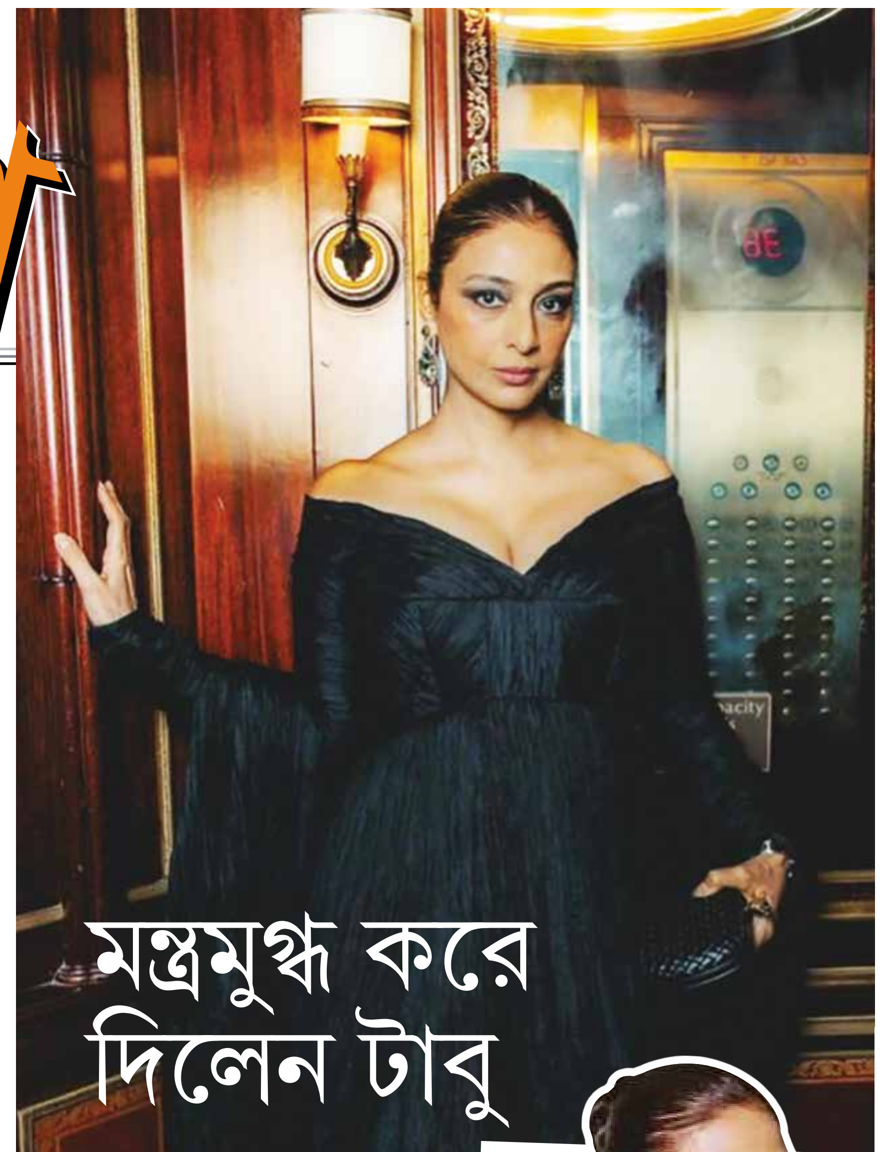

মন্ত্রমুগ্ধ করে দিলেন টাবু

অভিনয়ে বারবারই করেছেন, এবার তাঁর বিশেষ পোশাক এবং সাজ মন্ত্রমুগ্ধ করেছে নেট মহলকে। তিনি সম্প্রতি নিউ ইয়র্কে তাঁর আগামী সিরিজ ডুন: প্রফেসি-র প্রিমিয়ারে যোগ দিয়েছিলেন। এই সিরিজ পরিচালক ডেনিস ভিলেনিউবসের ডুন ছবির প্রিক্যুয়েল। টাবু পরেছিলেন আপাদমস্তক কালো গাউন। এটি চিরকালীন ভারতীয় অঙ্গরাখা-র বিদেশি সংস্করণ। ডিজাইনার ছিলেন আবু জানি সন্দীপ খোসলা। পোশাকটির উপাদান ক্রাশড সিল্ক, যা এসেছে চিরাচরিত খাদি সিল্ক থেকে। এটি বানাতে সময় লেগেছে এক মাস। এই পোশাকে টাবুকে রেড কার্পেটে দেখে মন্ত্রমুগ্ধ তাঁর অনুরাগীরা।

টাবুর সঙ্গে হেঁটেছেন সহ অভিনেতা এমিলি ওয়াটসন, অলিভিয়া উইলিয়ামস, ট্রাভিস ফিম্মেল। সিরিজে এমিলি বাল্যা হরকোনেন ও অলিভিয়া তুলা হরকোনেন হয়েছেন। সিস্টার ফ্রান্সেসকা হয়েছেন টাবু। আমেরিকায় মুক্তি ১৭ নভেম্বর। জিও সিনেমা ভারতে এই সিরিজের স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম, এখানে সিরিজের প্রিমিয়ার ১৮ নভেম্বর।

সলমনকে খুনের হুমকি দিয়ে গ্রেপ্তার

আবার হুমকি পেলেন সলমন খান। হুমকি মেইল, চিঠি... কিছু পেতে বাকি নেই। তবে তাঁকে হুমকি দেওয়ার অপরাধে ঝাড়খণ্ডের এক সবজিওয়ালাকে আগেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এবার সলমনকে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে মুম্বই পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এক ট্যাটুশিল্পী। বুধবারই গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁকে।

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তের নাম গুফরান খান। কুড়ি বছর বয়সি ওই তরুণ নয়ডার বাসিন্দা। তবে শুধু সলমন একাই নন, অভিযুক্ত তরুণ বাবা সিদ্দিকীর ছেলে জিশান সিদ্দিকী যিনি পূর্ব বান্দ্রার বিধায়ক তাঁকেও হুমকি দিয়েছিল।

বস্তুত, সম্প্রতি মুম্বই ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমে একটি উড়ো মেসেজ আসে। যেখানে বলা হয়, সলমন ও জ়িশানের মাথায় ঝুলছে মৃত্যুর খাঁড়া। একই সঙ্গে বলা হয়, ২ কোটি টাকা না দিলে খুন করা হবে সলমনকে। হুমকির এই মেসেজ আসতেই ফোন নম্বর ট্র্যাক করা শুরু করে মুম্বই পুলিশ। আর তারপরই খোঁজ মেলে গুরফানের। নয়ডা থেকে গ্রেপ্তার হয় অভিযুক্ত।

ট্রোলড শুভশ্রী

কালীপুজোয় টলিউড তারকারা উদ্বোধনে মেতে। বাদ গেলেন না শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ও। তিনি এদিন মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের একটি পুজোয় গিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁকে গান গাইতে দেখা যায়। আর সেই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই চরম কটাক্ষের মুখে পড়েন অভিনেত্রী।

অরিজিৎ সিংয়ের বাড়ির কাছে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের একটি কালীপুজোর উদ্বোধনে গিয়েছিলেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। পরনে ছিল হলুদ চুড়িদার। ভিডিয়োতে দেখা গেছে, মণ্ডপের সামনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে গান গাইছেন তিনি। তাঁর এবং দেবের জনপ্রিয় ছবি পরাণ যায় জ্বলিয়া থেকে ঢাকের তালে গানটি গেয়েছিলেন শুভশ্রী। সঙ্গে দর্শকদের ইশারায় অনুরোধ করতে থাকেন তাঁর সঙ্গে তাল দেওয়ার জন্য। এই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই নেট পাড়ায় বইছে কটাক্ষের বন্যা। এক ব্যক্তি লেখেন, 'গানটার পুরো বারোটা বাজিয়ে দিল একেবারে।' অন্যজন লেখেন, 'মা এখনও এলোই না, তার আগেই বিদায় জানাচ্ছে। কী অবস্থা!' অন্য নেটিজেনের মন্তব্য, 'ভালো হয়েছে, আরও ভালো হতে পারত।'

দিয়া 'জ্বলতে হ্যায়'

'দীপালিকায় জ্বালাও আলো।' ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ুক আনন্দ-সুখ, দীপান্বিতার আরাধনার দিনে অভিনেত্রী দিয়া মির্জা।

দেওয়ালি ও জন্মদিনে ঝলমলে শাহরুখের মন্নত

প্রত্যেক বছরই শাহরুখ খানের বাংলো মন্নত দেওয়ালির পার্টিতে সেজে ওঠে। খান দম্পতি বাংলোর দরজা খুলে রাখেন উৎসবের জন্য। উদযাপন করেন পরিবারের কাছের মানুষদের নিয়ে। এবার এই পার্টি আরও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ চলতি সপ্তাহেই ৫৯ বছরে পা দিচ্ছেন শাহরুখ খান। আলোকিত মন্নত-এর ছবি নেটে ঘুরছে। বান্দ্রার সমুদ্র তীরের এই বাংলোয় ফ্যানেরা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন, যদি শাহরুখকে এক ঝলক দেখা যায়! শাহরুখের দেওয়ালি পার্টি বলিউডের বিখ্যাত পার্টিগুলোর মধ্যে অন্যতম। করণ জোহার, আমির খান, দীপিকা পাড়ুকোনদের মতো নক্ষত্ররা এখানে প্রতি বছর দেখা দেন।

একনজরে সেরা ৫

দেবী চৌধুরানি

ছবির শুটিং চলছে তারকেশ্বরের চকদিঘির বাগানবাড়িতে। নাম ভূমিকায় শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। ভবানী পাঠক প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। হরবল্লভ বা সব্যসাচী চক্রবর্তী এবং ব্রজেশ্বর বা কিঞ্জল নন্দকে নিয়ে শুটিং হল। পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্র বললেন, 'গত বছর প্রস্তুতি শুরু করি, এবার শেষ করছি।' আগামী বছর ছবি মুক্তি পাবে।

লারা

নামটাই রেখেছেন বরুণ ও নাতাশা ধাওয়ান তাঁদের মেয়ের জন্য। এতদিন বলেননি, সিটাডেল-এর প্রচারে কৌন বনেগা করোড়পতি-তে এসে সে নাম প্রকাশ করেছেন। নামের অর্থ বিভিন্ন—লাবণ্য, সুরক্ষা, জয়। গ্রিক অর্থে দেবদূত। রাশিয়ায় লারিসা-কে ছোট করে লারা বলে। বরুণ বলেছেন, আমি মেয়ের ভাষা বোঝার চেষ্টা করে চলেছি।

দেওয়ালি

উদযাপন হল পুষ্পা ২-এর নতুন পোস্টার প্রকাশ করে। এতে দেখা যাচ্ছে, নায়িকা রশ্মিকা বেশ রাগ করে তাকিয়ে আছেন নায়ক আল্লু অর্জুনের দিকে, অর্জুনের দৃষ্টি অবশ্য প্রেমেরই। অর্জুন পোস্টার শেয়ার করে লিখেছেন, 'হ্যাপি দিওয়ালি। পুষ্পা ২ দ্য রুল।' পুষ্পা ১-এর চরিত্রেই দেখা যাবে ওঁদের। পরিচালক সুকুমার।

অনুরাগী

সিদ্ধার্থ মালহোত্রার ছবি এঁকে, দেখাতে এসেছিলেন। সিদ্ধার্থ সেখানে এলে অনুরাগী সে কথা তাঁকে বলে বারাবর ছবির দিকে ইঙ্গিত করে, কিন্তু অভিনেতা তাঁকে গুরুত্ব না দিয়েই চলে যান। উপস্থিত লোকজন এই ঘটনার ভিডিও করে নেটে শেয়ার করে। তখন থেকেই অভিনেতাকে হেনস্থা করা শুরু হয়।

ফুলঝুরি

প্যাকেট সেজে উঠল সোভিতা ধুলিপালার ছবিতে। বৃহস্পতিবার তিনি এরকম একটি প্যাকেট হাতে ছবি শেয়ার করেছেন ইন্সটায়। একজন দেশি স্টার-এর পক্ষে এটি নিঃসন্দহে একটি বড় সাফল্য। প্রসঙ্গত, নাগা চৈতন্যের সঙ্গে তাঁর বিয়ের প্রাক বিয়ের উৎসব ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। ৪ ডিসেম্বর মূল অনুষ্ঠান।

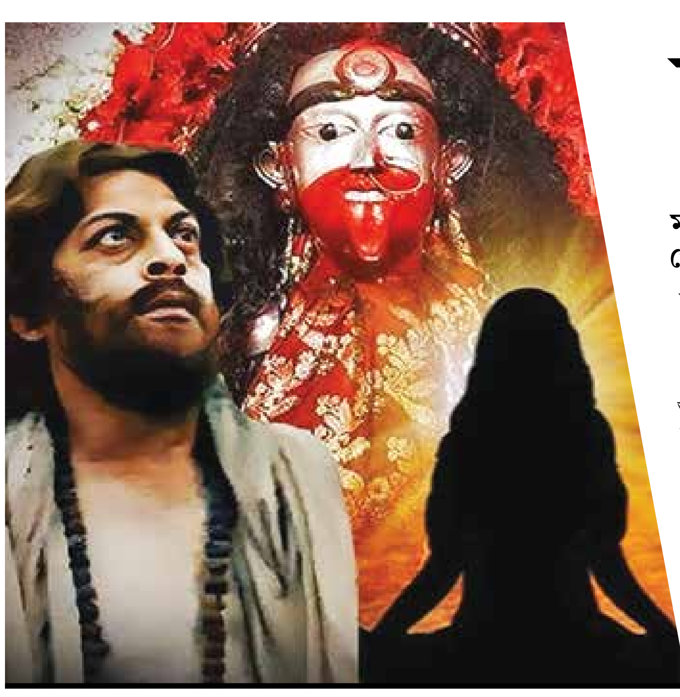

রুপোলি কালী

মা কালী, তাঁর ভক্তদের নিয়ে একসময় অজস্র বাংলা ছবি হয়েছে। তা দর্শক আনুকূল্যও পেয়েছে। মা দুর্গাকে নিয়েও এত ছবি হয়নি। লিখছেন শবরী চক্রবর্তী

বাঙালি দুর্গাপুজোর জন্য বছরভর যেভাবে অপেক্ষা করে, কালীপুজোর জন্য হয়তো ততটা করে না। কেউ বলবেন কেন বারাসত? হ্যাঁ, কোনও কোনও অঞ্চলের ছবিটা আলাদা হলেও সারা বাংলার দৃশ্যপট কিন্তু মা দুর্গাময়। আবার পুজোর জাঁকজমকের মতোই মা দুর্গাকে সিনেমার পর্দায় আনাটাও বোধহয় অর্থসাপেক্ষ, নাহলে তাঁকে নিয়ে বা তাঁকে কেন্দ্র করে সিনেমা বেশি হয় না কেন? এই বাবদে শ্যামা মা অনেক এগিয়ে। তাঁকে নিয়ে কিংবা তাঁর ভক্ত, তাঁর ঐতিহাসিক মন্দির, মানে তিনিই মধ্যমণি, এমন বহু বিষয় নিয়ে বারবার বাংলা ছবির পর্দা ভরে উঠেছে। সেসব ছবি বক্স অফিসে শোরগোলও ফেলেছে। সেসব ছবি যে বেছে বেছে কালীপুজোর দিন বা সময়ই মুক্তি পেয়েছে, তাও নয়, বছরের যেকোনও সময়েই এসেছে এবং দর্শক তা হলে গিয়ে দেখেছেন। আজকের মতো দিনক্ষণ দেখে, স্বদেশপ্রেমের ছবি ১৫ অগাস্ট, অন্য বড় বাজেটের ছবি দিওয়ালিতে, ইদে, খ্রিস্টমাসে... এমন পাঁজি-ক্যালেন্ডার না দেখে ছবি বাজারে আনলেও ছবি হিট হত। এখন তেমন ছবি দেখা যায় না। এইসব বিষয় এখন সিরিয়ালওয়ালাদের নিজস্ব। তেমনই কিছু ছবির দিকে ফিরে দেখা আজ।

সাধক রামপ্রসাদ

১৯৫৬ সালে মুক্তি পেয়েছিল এই ছবি। পরিচালনায় বংশী আশ। অভিনয়ে ছবি বিশ্বাস, তুলসী চক্রবর্তী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, জহর রায় প্রমুখ। সংগীত সন্তোষ মুখোপাধ্যায়। ছবিতে মোট চারটি গান ছিল, গেয়েছিলেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। হালিশহরের কবি রামপ্রসাদ সেনের জীবন, তাঁর গান, মা কালীর প্রতি তাঁর ভক্তি ও আত্মনিবেদনই ছবির বিষয়।

মহাতীর্থ কালীঘাট

১৯৬৪ সালে মুক্তি পেয়েছিল এই ছবি। পরিচালনায় ভূপেন রায়। অভিনয়ে অসিত বরণ, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, রবিন মজুমদার, শিপ্রা মিত্র প্রমুখ। সংগীত রথীন ঘোষ। আত্মারাম ও ব্রহ্মানন্দ নামে দুই কালীসাধকের কাহিনি আছে ছবিতে। সেইসঙ্গে কালীঘাট কীভাবে এক আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠল, তাও দেখা যায় এই ছবিতে।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

১৯৫৮ সালের ছবি। পরিচালনায় নারায়ণ ঘোষ। অভিনয়ে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, ছবি বিশ্বাস, কানু ভট্টাচার্য, পদ্মা দেবী প্রমুখ। সংগীত অনিল বাগচি। বামাখ্যাপা বা বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বীরভূমর আটলা গ্রামের মানুষ। তাঁর মা তারার প্রতি ভক্তি, তন্ত্রসাধনা, যোগসাধনা এবং তারাপীঠের প্রধান ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠার গল্প আছে এই ছবিতে।

জয় মা তারা

১৯৭৮ সালের ছবি। অভিনয়ে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এটিও সাধক বামাক্ষ্যাপার জীবনের ছবি।

মহাপীঠ তারাপীঠ

১৯৮৯ সালের ছবি। অভিনয়ে চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, শতাব্দী রায় প্রমুখ। পরিচালনায় গুরু বাগচি। সংগীত সুনীল মজুমদার। সামাজিক-পারিবারিক ঘরানার ছবি, কেন্দ্রে মা তারার প্রতি ভক্তি।

সপ্তাহে দু'দিন ইউএসজি, সমস্যায় রোগীরা

মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল

সজল দে

মেখলিগঞ্জ, ৩১ অক্টোবর : হলদিবাড়ির সঞ্জয় দাস কয়েকদিন আগে পেটের সমস্যা নিয়ে মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসেন। চিকিৎসক তাঁকে আল্ট্রাসনোগ্রাফি (ইউএসজি) পরীক্ষা করতে বলেন। কিন্তু, হাসপাতালের তরফে এক মাস পরে ওই পরীক্ষার দিন দেওয়া হয়। তবে কেবল সঞ্জয়ই নন, অধিকাংশ রোগীকেই হাসপাতালে ইউএসজি করাতে হলে এক থেকে দেড় মাস অপেক্ষা করতে হয়। দীপালি রায় নামে এক মহিলা বলেন, 'আমাকে এক মাস পরে ইউএসজি করানোর তারিখ দেওয়া হয়েছে। এতদিন অপেক্ষা করা তো সম্ভব নয়। রোগীদের সুবিধার্থে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই পরিষেবার উন্নতি করুক।'

রোগীদের অভিযোগ, এই হাসপাতালে প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার ও শুক্রবার ইউএসজি পরিষেবা দেওয়া হয়। এত দীর্ঘ সময় ইউএসজির জন্য অপেক্ষা করে চিকিৎসা করানো সম্ভব নয়। তাঁরা বাইরের ল্যাবরেটরি থেকে ১০০০ থেকে ১২০০ টাকা খরচে ইউএসজি পরীক্ষা করাচ্ছেন। ওই হাসপাতালের রোগী দীনেশ রায়ের এক আত্মীয় বলেন, 'হাসপাতালে অনেক রোগীই ইউএসজির পাশাপাশি অন্যান্য পরিষেবা পাচ্ছেন না। এই সুযোগে বেসরকারি ল্যাবরেটরিগুলোর রমরমা বাড়ছে।' যদিও হাসপাতাল সুপার তাপসকুমার দাস জানিয়েছেন, হাসপাতালে পরিষেবার মান বেড়েছে। আউটডোর ও ইন্ডোরে রোগীর সংখ্যা দিন-দিন বাড়ছে। পরিষেবা নিয়ে কোনও অভিযোগ পেলে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে।

১২০টি বেড বিশিষ্ট মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বাড়লেও একাধিক পরিষেবা নিয়ে রোগী ও তাঁদের পরিজনদের ক্ষোভ সামনে এসেছে। হাসপাতালে আইসিইউ ও ব্লাড ব্যাংক নেই। পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকও না থাকায় বেশ কয়েকটি বিভাগ চালু করা যায়নি। হাসপাতালে এক দশক আগে ইউএসজি মেশিন চলে এলেও রেডিওলজিস্টের অভাবে তা চালু করা যাচ্ছিল না। দীর্ঘ আন্দোলনের চাপে দেড় বছর আগে এই পরিষেবা চালু হয়। প্রতি মাসে গড়ে ৩০০টি প্রসব সহ পেটের সমস্যা সংক্রান্ত অনেক রোগী এখানে এলেও তাঁরা ঠিকমতো ইউএসজি পরিষেবা পান না বলে অভিযোগ রয়েছে। সপ্তাহে দু'দিন পরিষেবা দিয়ে ৫০ শতাংশ রোগীকেও ইউএসজি পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

এসইউসিআইয়ের যুব সংগঠনের কোচবিহার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রণজিৎ রায় বলেন, 'মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ইউএসজি পরিষেবার দিন বাড়ানোর পাশাপাশি, ব্লাড ব্যাংক ও আইসিইউ চালু, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগের দাবি নিয়ে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।'

হাসপাতালের জরুরি বিভাগ। - সংবাদচিত্র

দুই শহরে জমল বাজিমেলা • ফালাকাটায় শুধুই হতাশা

বাজি কেনার হিড়িক বিভিন্ন স্টলে। বৃহস্পতিবার ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

দাম আগুন, তবু বিক্রি ভালোই

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৩১ অক্টোবর : 'অনেক বাজি কিনে দেওয়া হয়েছে। আর বায়না করবি না। কী দাম দেখলি তো!' আলিপুরদুয়ার শহরের প্যারেড গ্রাউন্ডের বাজিমেলা থেকে বেরোতে বেরোতে বছর সাত-আটের ছেলেকে এমনটাই বলছিলেন মাঝবয়সি এক ব্যক্তি। কথাতেই স্পষ্ট, ছেলের আবদার মেটাতে ভালোই পকেট খসেছে ভদ্রলোকের। হবে নাই বা কেন? একেই বাজির চড়া দাম, তার ওপর জুড়েছে সবুজ বাজির ট্যাগ। তাতে দাম বেড়েছে আরও কয়েকগুণ।

মেলায় ঢোকার মুখে বাজির কথা তুলতেই রেলকর্মী রাহুল কুমারের গলায় ধরা পড়ল একই সুর। দুই মেয়েকে নিয়ে মেলায় এসে পকেটে টান পড়লেও মুখে হাসি নিয়ে তিন হাজার টাকার বাজি কিনেছেন তিনি। রাহুলের কথায়, 'বাচ্চাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে টুকটাক ছোটদের বাজিগুলোই কিনেছি। তাতেই এত টাকা খরচ। গত বছরের তুলনায় দাম প্রায় ২৫-৩০ শতাংশ বেড়েছে। তবে মেয়েদের খুশির জন্য নিতেই হল।' বাবা যখন পকেটে ছ্যাঁকা লাগার আক্ষেপ করছেন, মেয়েরা তখন রীতিমতো ঝোলা খুলে দেখাতে আরম্ভ করেছে কী কী বাজি কেনা হয়েছে। শিশুমন এত হিসাবনিকাশ কি বোঝে?

বৃহস্পতিবার কালীপুজোর দিন প্যারেড গ্রাউন্ডে বাজিমেলায় এমনই সব ছবি ধরা পড়ল। কিন্তু দামের চাপে ভ্যাবাচ্যাকা খেলেও বাচ্চাদের নিয়ে ভালোই ভিড় জমিয়েছিলেন

খুশি ব্যবসায়ীরা

- ২৫ অক্টোবর শুরু হলেও মেলায় সবচেয়ে ভিড় জমল পুজোর দিন
- দু'দিনের বৃষ্টিতে হওয়া ক্ষতি পুরো উশুল, জানালেন ব্যবসায়ীরা
- প্রায় ৮০ শতাংশ বাজিই বিক্রি হয়ে গিয়েছে বলে তাঁরা জানান

অভিভাবকরা। শুধু ভিড় না বলে রীতিমতো লাইন বলাও চলে। বাজি কিনে বিল মেটাতেও অপেক্ষা করতে হচ্ছে দোকানে। দুপুর নাগাদ মেলার প্রায় সব স্টলেই বেশ ভিড়। মেলা যে জমে উঠেছে, মানছেন খোদ ব্যবসায়ীরা।

ক্রেতাদের বিভিন্ন বাজির বিশেষত্ব বোঝাতে বোঝাতেই বাজি ব্যবসায়ী বাবন সাহা শোনালেন, 'আজকে ভালো বিক্রি হয়েছে। গতকাল সন্ধে থেকেই চাহিদা বাড়তে শুরু করেছিল। মাঝে বৃষ্টি হওয়ায় কিছুটা ক্ষতি হয়েছিল বটে। কিন্তু এদিন তা উশুল হয়ে গেল।'

গত ২৫ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে প্যারেড গ্রাউন্ডের এই বাজিমেলা। এনিয়ে দু'বছর বসছে এই মেলা। আগে শুরু হয়ে গেলেও সবচেয়ে রমরমা দেখা গেল কালীপুজোর দিন। এদিন সন্ধ্যায় সারা বাংলা আতশবাজি ব্যবসায়ী উন্নয়ন সমিতির আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি তরুণকুমার সাহা বলেন, 'ব্যবসায়ীরা যে বাজি তুলেছিলেন তার ৭০-৮০ শতাংশ বিক্রি হয়েছে। যদি দু'দিন বৃষ্টি না হত তাহলে প্রায় প্রত্যেকের বাজিই শেষ হয়ে যেত।'

এদিন মেলায় ছোটদের ফেভারিটের মধ্যে ছিল তুবড়ি, চরকি ও ফুলঝুরি। বাকি বাজিও বিক্রি হয়েছে ভালোই। শহরের বিভিন্ন এলাকার মানুষ বাজি কিনতে মেলায় ভিড় জমিয়েছিলেন। অনেকে তো স্টক শেষ হয়ে যাওয়ার ভয়ে সকাল সকাল পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাই ১১টায় মেলার গেট খোলার সময় থাকলেও চাহিদার কথা ভেবে এদিন সকাল ১০টাতেই গেট খুলে দেয় কর্তৃপক্ষ। ততক্ষণেই গ্রাউন্ডের বাইরে প্রায় ৫০ জন মানুষ জড়ো হয়েছেন। বিনোদ বিন নামের এক তরুণ তো আবার নিশ্চিন্ত হয়ে জানালেন, বাইরের বাজি ফাটবে কি না গ্যারান্টি নেই। কিন্তু এই মেলা থেকে কিনলে সেই ভয় থাকে না। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন অরবিন্দনগরের পিন্টু ভৌমিক, জংশনের সঞ্জয় ঘোষেরাও।

রাসমেলা মাঠে উপচে পড়ল ক্রেতাদের ভিড়

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৩১ অক্টোবর : কোচবিহারের রাসমেলা মাঠে বসেছে বাজিমেলা। বৃহস্পতিবার ভিড় উপচে পড়ল সেই মাঠে। গতবছর প্রথম মেলা হওয়ায় ব্যবসা আদৌ কেমন হবে তা নিয়ে ব্যবসায়ীরা যথেষ্ট সন্দীহান ছিলেন। তবে গতবার ব্যবসা ভালো হওয়ায় এবার নতুন উদ্যমে মেলায় দোকান দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। গতবারের থেকে মেলায় এবার গোটা পাঁচেক দোকানও বেশি বসেছে।

কোচবিহার বাজিমেলা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সুকুমার দে বলেন, 'মাঝে তিন-চারদিন বৃষ্টির জন্য ব্যবসা খারাপ হয়েছিল। তবে বৃষ্টি কমে যাওয়ার পর গত তিন-চারদিন থেকে মেলা প্রাঙ্গণে প্রচুর লোকজন আসছেন। এতে আমাদের বেচাকেনা ভালোই হচ্ছে। সবমিলিয়ে গতবারের থেকে এখন পর্যন্ত ব্যবসা ভালো হচ্ছে।'

কোচবিহার পুরসভায় মোট ২০টি ওয়ার্ড রয়েছে। লোকসংখ্যা রয়েছে লক্ষাধিক। এই অবস্থায় প্রতিবারই কালীপুজোর সময় শহরের ভবানীগঞ্জ তথা বড় বাজার, দেশবন্ধু মার্কেট, নতুন বাজার, জামাই বাজার, সুধাংশু মার্কেট, রাজাবাজার সহ বিভিন্ন ছোট-বড় রাস্তার পাশে কয়েকশো বাজির দোকান বসত। এছাড়াও মুদির দোকান সহ বিভিন্ন দোকানেও গোপনে বাজি বিক্রি করা হত। শহরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকায় পুলিশের পক্ষে পুরোটা নিয়ন্ত্রণ করা পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠত না। পাশাপাশি বাজার সহ শহরের বিভিন্ন ঘিঞ্জি অলিগলিতে এই দোকান থাকায় দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও সবসময় থাকত। এই অবস্থায় নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকার প্রতিটি মহকুমায় খোলামেলা যে কোনও এক জায়গায় বাজির দোকান খোলার নির্দেশ জারি করে। এরপরেই গতবার থেকে রাসমেলার মাঠে বাজিমেলা বসছে।

বাজি কেনার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ছোটাছুটি না করে এক জায়গায় সমস্ত বাজি পেয়ে যাওয়ায় ক্রেতাদেরও যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে। এতে মেলায় ভিড় জমাচ্ছেন ক্রেতারা।

মাধবী ভট্টাচার্য ছেলেকে নিয়ে বাজিমেলায় এসেছিলেন। তিনি বলেন, 'আগে প্রতিবারই তিন-চারশো টাকার বাজি কিনতাম। কিন্তু বাজিমেলায় এসে এবার প্রায় আড়াই হাজার টাকার বাজি কিনলাম।' রণদীপ বর্মনও এসেছিলেন মেলায়। বললেন, 'আগে শ-পাঁচেক টাকার বাজি কিনতেন। কিন্তু মেলায় ছেলেকে নিয়ে এসে এবার প্রায় দুই হাজার টাকার বাজি কিনলাম।'

> মাঝে তিন-চারদিন বৃষ্টির জন্য ব্যবসা খারাপ হয়েছিল। তবে বৃষ্টি কমে যাওয়ার পর গত তিন-চারদিন থেকে মেলা প্রাঙ্গণে প্রচুর লোকজন আসছেন। এতে আমাদের বেচাকেনা ভালোই হচ্ছে। সবমিলিয়ে গতবারের থেকে এখন পর্যন্ত ব্যবসা ভালো হচ্ছে।
>
> **সুকুমার দে,** *সভাপতি*
> *কোচবিহার বাজিমেলা ব্যবসায়ী সমিতি*

কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বক্তব্য, 'বাজিমেলায় ব্যবসায়ীদের এবার খুব ভালো ব্যবসা হচ্ছে। ভিড়ও ক্রমশ বাড়ছে মেলায়।'

ফালাকাটায় বসল না বাজি বাজার

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৩১ অক্টোবর : ফালাকাটা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছিল, সরকারি গাইডলাইন মেনে বাজি বাজার বসবে। এমনকি কতজন লাইসেন্স পেয়েছেন তাও জানানো হয়েছিল। প্রশাসন সূত্রে খবর, এর জন্য পুরসভা, পুলিশ, দমকল বাজি ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠকও করেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত ফালাকাটায় বসল না বাজি বাজার। বৃহস্পতিবারও পুরসভার নির্দিষ্ট করা জায়গায় কোনও বাজির দোকান বসেনি। অনেকেই বাজি কিনতে গিয়ে ঘুরে এসেছেন। কোর্ট এবং সরকারের গাইডলাইন থাকা সত্ত্বেও কী কারণে ফালাকাটায় বাজি বাজার বসল না, তা নিয়ে অবশ্য উত্তর পাওয়া যায়নি।

ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরির কথায়, 'বাজি বাজার নিয়ে বিডিও অফিসে বৈঠক করা হয়েছিল। আমরা জায়গাও চিহ্নিত করে দিই। দমকল বিভাগ লাইসেন্সও দিয়েছিল। কিন্তু তারপরও কেন বাজি বাজার বসল না, তা ব্লক প্রশাসন বলতে পারবে।' ফালাকাটা দমকল দপ্তরের ওসি মৃত্যুঞ্জয় রায়বীর অবশ্য স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাঁর কাছে এবিষয়ে কোনও আপডেট নেই। তিনি শুধু বললেন, 'বাজি বাজার বসার কথা ছিল ঠিকই, কিন্তু কেন বসল না তা আমার জানা নেই।'

গোটা বিষয়টি নিয়ে অবশ্য ফালাকাটার বিডিও অনীক রায় বলেন, 'বেশ কয়েকজন বাজি বাজারে দোকান দেবেন বলে লাইসেন্স নিয়েছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁরা বসেননি বলেই খবর পেয়েছি। ব্যবসায়ীরা কেন বসলেন না তা পুরসভাই ভালো বলতে পারবে।' বিডিওর সংযোজন, 'আমরা বিষয়টি জেলা প্রশাসনকে জানাচ্ছি। আগামী বছর যাতে এমনটা না হয় তা দেখা হবে।'

রাজ্য সরকারের নির্দেশমতো বাজি বাজারে শুধুমাত্র সবুজ বাজিই বিক্রি হবে। প্রশাসন জানিয়েছিল, এর জন্য হাটখোলার ছটপুজোর ঘাটে বাজি বাজার বসবে। বাজারে শুধুমাত্র সবুজ বাজি বিক্রির জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়। ছটপুজোর ঘাটে স্টল দেওয়ার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়। অন্যত্র কোথাও যাতে এই দোকান না বসে তার জন্য স্পষ্ট বলা হয়েছিল। কিন্তু শেষে কেউই বসেননি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শহরের এক বাজি বিক্রেতা বলেন, 'লাইসেন্স পেয়েছিলাম। কিন্তু বাজি বাজারের জায়গাটি ঠিক ছিল না। দু'দিন আগের বৃষ্টিতে প্রচুর জল জমেছিল। সেখানে কোনও ক্রেতা যাবে না ভেবেই আমরা পুরসভার নির্দিষ্ট করা জায়গায় বাজির দোকান দিইনি।'

শহরের এক ক্রেতা আনন্দ পালের কথায়, 'শুনেছিলাম পুরসভা বাজি বাজার বসাচ্ছে। এদিন তাই ছটপুজোর ঘাটে যাই। কিন্তু সেখানে কোনও দোকান ছিল না।' পরিবেশকর্মী শুভজিৎ সাহা বলেন, 'কোর্ট এবং প্রশাসনের নির্দেশের পরেও কিছু অসাধু ব্যবসায়ী শব্দবাজি বিক্রি করেছেন। আবার অনেকে দেদার শব্দবাজি ফাটিয়েছেন।' ফালাকাটার পশুপ্রেমী রোহন রায়ের গলায় একই সুর।

বন্ধুদের চারা উপহার

দিনহাটা, ৩১ অক্টোবর : শব্দ দূষণ রোধে যখন চারিদিকে নানা ধরনের সচেতনতা এবং পুলিশি ধরপাকড় চলে, তারই মাঝে পরিবেশ দূষণ নিয়ে আলোর উৎসবে অভিনব বার্তা দিল খুদে নীলাভ চন্দ। প্রতিবছর আলোর উৎসবে পরিবেশের তোয়াক্কা না করে দূষণ নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয় সকলে। বৃহস্পতিবার আলোর উৎসবে এই ভাবনার একেবারে বিপরীতে গিয়ে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ মোড়ের বাসিন্দা সুস্মিতা পাল চন্দ তাঁর ছেলে নীলাভর হাতে তুলে দিলেন ১০টি গাছের চারা। তবে এই প্রথমবার নয়, প্রতিবছরই নীলাভ চারাগাছগুলো তার বন্ধুদের হাতে তুলে দেয়, সঙ্গে থাকে চকোলেট। সুস্মিতার কথায়, 'বাচ্চারা বাজি ফাটাবেই এটা ঠিক। কিন্তু সেটা সমস্ত দিক বিবেচনা করে, যাতে শব্দ দূষণে কারও কোনও সমস্যা না হয়। আমি নীলাভকে চারাগাছ বিতরণের মাধ্যমে ঠিক এই বার্তাই দিতে চাইছি। পরিবেশকে দূষণমুক্ত করার দায়িত্ব শুধু প্রশাসন বা সরকারের নয়, তার দায়িত্ব আমাদেরও।'

টুকরো খবর

প্রদীপ বিলি

কামাখ্যাগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার কামাখ্যাগুড়ি ভলান্টারি অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে বিনামূল্যে প্রদীপ বিতরণ করা হয় সাধারণ মানুষের মধ্যে। এছাড়া তিনটি সোলার লাইট দেওয়া হয়। সংস্থার তরফে বাজারে চাইনিজ টুনিবালব বর্জন করে প্রদীপ ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অন্যতম সদস্য হরিশংকর দেবনাথ, প্রেসিডেন্ট শুভ্র চক্রবর্তী, সম্পাদক উদয়শংকর দেবনাথ ও কোষাধ্যক্ষ কমল ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। প্রদীপ পেয়ে খুশি সকলে।

আলোচনা সভা

দিনহাটা, ৩১ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গ নস্যশেখ শিক্ষক পরিষদের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার একটি বেসরকারি ভবনে আলোচনা সভা হয়। বিভিন্ন দাবি নিয়ে সংগঠন সামাজিক শিক্ষা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নস্যশেখ উন্নয়ন পর্ষদের বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ডঃ বজলে রহমান, কামতাপুরি ভাষার সাহিত্যিক নাসিরউদ্দিন আহমেদ, আবেদ আলি মিয়াঁ, মিজানুর রহমান সহ আরও অনেকে।

আত্মবলিদান দিবস

আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটা, ৩১ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে আত্মবলিদান দিবস পালিত হল। এই উপলক্ষ্যে আলিপুরদুয়ার জেলার আইএনটিইউসি ভবনে এবং শহরের কলেজ হল্ট এলাকায় ইন্দিরা গান্ধির আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদানের মাধ্যমে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা আইএনটিইউসি'র সভাপতি বিবেকানন্দ বসু, প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য অঞ্জন চিকবড়াইক, স্বপন আচার্য ভাদুড়ি প্রমুখ। অন্যদিকে, দিনটি পালন করল ফালাকাটা ব্লক কংগ্রেসও। এদিন ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ে ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ফালাকাটা ব্লক কংগ্রেসের সহ-সভাপতি আনোয়ার হোসেন, জওহরলাল আচার্য প্রমুখ

পথশিশুদের বাজি

আলিপুরদুয়ার, ৩১ অক্টোবর : পথশিশুদের আবদার ফেলতে না পেরে তাদের আতশবাজি কিনে দিলেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। বৃহস্পতিবার শহরের প্যারেড গ্রাউন্ড মাঠের সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ছয়জন পথশিশুর হাতে তিনি আতশবাজি তুলে দেন। বিধায়ক জানান, তিনি মেয়ের জন্য বাজিমেলাতে এসেছিলেন আতশবাজি কিনতে। সেই সময় সেখানে থাকা পথশিশুদের কয়েকজন তাঁকে বাজি কিনে দিতে আবদার জানায়। আবদার ফেলতে না পেরে তিনি তাদের হাতে তারাবাতি, চরকি ইত্যাদি তুলে দেন। তিনি আরও বলেন, 'সবাই যখন দীপাবলিতে মেতে উঠবে, তখন ওরাও যাতে দীপাবলির আনন্দ উপভোগ করতে পারে, সেজন্য এই ছোট্ট প্রয়াস।'

দিনহাটা চওড়াহাট বাজারে কলা গাছ নিয়ে এক বিক্রেতা।

জবা প্রিন্ট শাড়ির চাহিদা তুঙ্গে

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ৩১ অক্টোবর : জবা ফুল স্পেশাল ক্লে জুয়েলারি তো ছিলই, এবার বাজারে জবা ফুলের ডিজাইনেরই শাড়ি এসেছে কালীপুজো উপলক্ষ্যে। আলিপুরদুয়ার শহরে উৎসবের মরশুমে যেন এই জবা ফুল প্রিন্ট শাড়ি কেনার আগ্রহ আরও বেড়েছে। মারোয়াড়িপট্টির এক দোকানে বৃহস্পতিবার মহিলাদের ভিড় জমেছিল এই শাড়ি কিনতে। সাদা হ্যান্ডলুম শাড়ি, তার উপর বড় বড় লাল জবা ফুলের এমব্রয়ডারি। আবার হলুদ শাড়ির উপরেও জবা ফুলের কাজ করা রয়েছে।

কেন এই শাড়ির প্রতি এত ঝোঁক? দেখতে আকর্ষণীয় তো বটেই, শাড়িগুলি পরেও বড্ড আরামদায়ক, বলেন ক্রেতারা। যাঁদের বাড়িতে পুজো হয়, তাঁদের সারাদিন কাজ করতে করতেই কেটে যায়, তাই দরকার আরামদায়ক কিছু। তাঁরা এই শাড়ি সবচেয়ে বেশি কিনছেন। অনেকের বাড়িতে আবার পুজোর দিন নতুন শাড়ি পরার নিয়ম থাকে। কালীপুজো স্পেশাল এই শাড়িগুলিই তাই প্রথম পছন্দ সকলের।

আলিপুরদুয়ার মারোয়াড়িপট্টির এক দোকানদার বিনয় বনসালি বললেন, 'কালীপুজো ঘিরে গত কয়েকদিনে এই শাড়ির বিক্রি ব্যাপকভাবে বেড়েছে। লক্ষ্মীপুজোর পর থেকেই বিক্রি বাড়ছে, তবে গত চার-পাঁচদিন শাড়ি রেকর্ড বিক্রি হয়েছে। দামও বলা যেতে পারে সাধ্যের মধ্যেই। ৪০০ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে শাড়ির দাম থাকছে।'

আলিপুরদুয়ারের নিউটাউন এলাকার এক দোকানদার আশুতোষ সাহা বললেন, 'কালীপুজোর অঞ্জলির জন্য ক্রেতারা বিশেষত এই শাড়িগুলো চাইছেন।' শ্যামলী সরকারও এই শাড়ি কেনেন। তাঁর বক্তব্য, 'সারাদিন উপোস থেকে পুজোর কাজ করতে হয়, তাই আরামদায়ক হ্যান্ডলুম শাড়ি পরা অনেক সুবিধের। এই শাড়িগুলো দেখতেও বেশ সুন্দর এবং আমার বাজেটের মধ্যে ছিল তাই নিয়ে নিলাম।' আরেক ক্রেতা রিমি রায় জানালেন, পুজোর সময় নতুন শাড়ি পরার নিয়ম রয়েছে বাড়িতে, সেই কারণে শাড়িটা কিনছি। আর এই ডিজাইনের শাড়িগুলো কালীপুজোর সঙ্গে একেবারে মানানসই।

ব্যবসায়ীরা জানালেন, দুর্গাপুজোর সময় সাদা শাড়ির উপর দেবীর মুখের ডিজাইন আঁকা ছিল। তখন সেটা জনপ্রিয় ছিল। কালীপুজোকে কেন্দ্র করে এখন এই শাড়ির চাহিদা তুঙ্গে। দাম সাধ্যের মধ্যে থাকায় সকলে এই শাড়ির দিকে ঝুঁকছেন।

জবা ফুল প্রিন্ট শাড়ি দেখাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

কলা গাছে রমাদের লক্ষ্মীলাভ দীপাবলিতে

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৩১ অক্টোবর : আলোর উৎসবে আজও বাঙালি, মাড়োয়ারি সমাজে বাড়ির সামনে কলা গাছ পুঁতে তাতে লাগানো বাঁশের কাঠিতে প্রদীপ দেওয়া হয়। তবে নগরোন্নয়নের দাপটে শহরের বুকে এত কলা গাছ আর কোথায় এখন। অগত্যা কলা গাছের জন্য ভরসা গ্রামগ্রামান্তর থেকে কলা গাছ নিয়ে আসা বিক্রেতারা। দিনভর কেউ ভ্যানে, কেউ টোটোয়, কেউ সাইকেলে কলা গাছ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন দিনহাটা চওড়াহাট বাজারের মুখে। ক্রেতারা এগিয়ে আসতেই তাঁদের কাছে টানতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন রমা দাস, কনক বর্মনরা। দরাদরির পর ক্রেতাদের কেউ কেউ কলা গাছ নিয়ে বাড়ির পথে রওনা দেন। বৃহস্পতিবার আলোর উৎসবে এভাবেই লক্ষ্মীলাভ করলেন রমা, কনকরা।

ভোর থাকতেই উঠে গ্রামের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ঘুরে কলা গাছ সংগ্রহ করে অতঃপর সকাল সকাল বাজারে নিয়ে আসেন বিক্রির জন্য। চারটি কলা গাছ কেউ বিক্রি করলেন ১২০ টাকায়, আবার কেউ বিক্রি করলেন ১৫০ টাকায়। এদিন কোথাও বাড়ি বাড়ি কলা গাছ পৌঁছে দিলেন বিক্রেতারা। কোথাও আবার ক্রেতারা যাচাই করে নিলেন ছোট, বড়, মাঝারি মাপের কলা গাছ। হিন্দু ধর্মে কলা গাছ শুভ। দীপাবলিতে অনেকেই কলা গাছে বাঁশের বাতা বেঁধে প্রদীপ জ্বালান। আর সেই চাহিদার কথা মাথায় রেখে ঝোপ থেকে কলা গাছ সংগ্রহ করে তা বিক্রি করতে নিয়ে এসেছেন শ্যামল, রমেনরা।

কলা গাছ বিক্রেতা শ্যামল রায় বলেন, 'ছোট কলা গাছ চারটি ১০০-১২০ টাকা, বড় কলা গাছ ১২০-১৫০ টাকা করে বিক্রি করা হচ্ছে। সকাল থেকে ভালো চাহিদা রয়েছে কলা গাছের।'

কলা গাছ কিনতে এসেছিলেন ক্রেতা সঞ্জু সাহা। বলেন, 'প্রতিবছরই বাড়ির সামনে কলা গাছে প্রদীপ জ্বালাই। এবছরও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। তাই এদিন কলা গাছ নিতে বাজারে আসা।' অনেকের বাড়িতে আবার কলা গাছ পৌঁছে দিচ্ছিলেন বিক্রেতারা। একগাল হাসি নিয়েই এই কাজ করেন তাঁরা।

মালবাজারমুখী জাতীয় সড়কে আহত তিন

দুর্ঘটনায় অন্তঃসত্ত্বা সহ মৃত ৩

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ৩১ অক্টোবর : জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক অন্তঃসত্ত্বা সহ তিনজনের। আহত হয়েছেন তিনজন। বৃহস্পতিবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটে চালসা-মালবাজারমুখী জাতীয় সড়কের সাতখাইয়া মোড় এলাকায়। মৃতরা হলেন সরস্বতী ওরাওঁ (২৫), তিশা ওরাওঁ (১৯), আমন এক্কা (২৭)। মৃত দুই মহিলার বাড়ি বানারহাটের লক্ষ্মীপাড়া চা বাগান এলাকায়। মৃত আমন এক্কার বাড়ি গ্যান্দ্রাপাড়া চা বাগানে। আহত প্রেম ওরাওঁ ও সীতা ওরাওঁ মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অন্তঃসত্ত্বা মহিলার বাবা সুখরাম ওরাওঁকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বানারহাট থেকে ছোট গাড়িতে এদিন তাঁরা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যাচ্ছিলেন বলে জানা যায়।

এদিন একটি ছোট গাড়িতে অন্তঃসত্ত্বা মহিলা সহ পাঁচজন চালসার দিক থেকে মালবাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। উলটো দিক থেকে আসছিল সংবাদপত্র বহনকারী ছোট গাড়ি। সড়কের ওপর দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় দুটি গাড়ি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। যাত্রীবাহী ছোট গাড়ির চালক আমন এক্কা গাড়ির ভিতরেই আটকে পড়েন। বাকিরা গাড়ি থেকে ছিটকে সড়কের উপরে পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সরস্বতী ওরাওঁ নামে ওই অন্তঃসত্ত্বা মহিলা ও তিশা ওরাওঁয়েরও।

স্থানীয় জনগণই প্রথমে উদ্ধারকাজে এসে হাত লাগান। পরে খবর পেয়ে এলাকায় আসে মেটেলি থানার পুলিশ। স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় ছোট গাড়ির ভিতরে আটকে থাকা গাড়ির চালক আমন এক্কাকে উদ্ধার করে মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। দুই মহিলার দেহ মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসক তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহতদের মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি। বৃহস্পতিবার চালসার কাছে সাতখাইয়া মোড়ে। - সংবাদচিত্র

সংবাদপত্র পরিবহণের গাড়ির চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে জানা যায়। দুর্ঘটনায় পড়া গাড়ি দুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য এদিন জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দা অষ্টমী নাইক বলেন, 'এদিন ভোরে হঠাৎ একটি জোরে শব্দ শুনতে পাই। বাড়ি থেকে রাস্তায় বের হয়ে দেখি দুটি গাড়ির ধাক্কা লেগেছে। একটি গাড়ির চালক ভেতরেই আটকে রয়েছেন। বাকিরা রাস্তার মধ্যে পড়ে রয়েছেন। স্থানীয় জনগণ উদ্ধারে হাত লাগান। পরে পুলিশ এসে সকলকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।'

এদিন মৃতদের দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানোর জন্য মেটেলি থানায় নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে মৃতদের পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। আহত সুখরাম ওরাওঁ বলেন, 'এদিন ভোরে আমরা মেয়েকে নিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ উলটো দিক থেকে একটি ছোট গাড়ি এসে আমাদের গাড়িকে ধাক্কা মারে। মুহূর্তের মধ্যেই সবকিছু পালটে গেল।'

চালসা-মালবাজারমুখী জাতীয় সড়কের সাতখাইয়া মোড় এলাকাটি দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত। এর আগেও ওই এলাকায় বহু দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রাণহানির পাশাপাশি আহত হয়েছেন বহু মানুষ। দুর্ঘটনার পর ওই এলাকায় পুলিশের তরফে ট্রাফিক ব্যারিয়ার লাগানো হয়। দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় কোনও ট্রাফিক ব্যারিয়ার ছিল না। এদিনের দুর্ঘটনার পর ওই এলাকায় স্থায়ী ট্রাফিক ব্যারিয়ার লাগানোর পাশাপাশি পুলিশ ক্যাম্প বসানোর দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন বাসিন্দারা।

ব্রাজিলে ভারতের প্রতিনিধিত্ব সুকান্তর

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর : কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার, ব্রাজিলে আন্তর্জাতিক স্তরের শিক্ষা মন্ত্রীদের জি২০ বৈঠকে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। ৩০-৩১ অক্টোবর ব্রাজিলের ফোর্তালেজায় অনুষ্ঠিত হয় জি২০ শিক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠক। ফোর্তালেজার সিয়ারা ইভেন্টস সেন্টারের বৈঠকে অংশগ্রহণকারী দেশগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী উদ্যোগ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং গুণগত শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করে।

এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাথমিক শিক্ষামন্ত্রী সিভিয়ে গওয়ারুবের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনা করার সুযোগ পেয়ে আমি সম্মানিত। আমরা উভয়ে আমাদের শিক্ষাগত অংশীদারিত্ব শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং এটি আমাদের অভিন্ন মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।'

ব্রাজিলে জি২০ শিক্ষামন্ত্রীদের বৈঠকে সংবর্ধিত সুকান্ত মজুমদার।

তিনি জানিয়েছেন, 'আমাদের আলোচনায় স্বচ্ছ বিদ্যালয় অভিযানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যা শিশুদের জন্য পরিচ্ছন্ন এবং অনুকূল শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।' তিনি আরও জানান, আইটিইসি এবং আইসিসিআর বৃত্তিমূলক শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা আমাদের যুব সমাজকে তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে সক্ষম করবে। আমরা গান্ধী-ম্যান্ডেলা শিল্পকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও কথা বলেছি, যা সংস্কৃতি বিনিময় এবং সৃষ্টিশীলতাকে উৎসাহিত করবে।'

পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সভাপতি জানিয়েছেন, 'শিক্ষাক্ষেত্রের এই পরিবর্তনশীল পরিমণ্ডলে আমরা নতুন ইউজিসি নিয়মাবলীর অধীনে বিশ্ববিদ্যালয় অংশীদারিত্বের বিষয়েও আলোচনা করেছি এবং শিক্ষাগত সহযোগিতার জন্য একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছি।'

স্বপনকে আড়াল করতে আসরে অমিত

শিলিগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : শিলিগুড়িতে থাকা মাল পুরসভার অতিথিনিবাস কেলেঙ্কারিতে নাম জড়িয়েছে স্বপন সাহার। তারপরেই আগ বাড়িয়ে তাঁর হয়ে ব্যাট ধরে বিতর্ক বাড়ালেন তৃণমূলের মাল শহর ব্লক সভাপতি অমিত দে। বুধবার পুরসভার একটি প্রতিনিধিদল অতিথিনিবাস পরিদর্শন করে। অতিথিনিবাসের লিজ নিয়ে অনিয়মের কথা স্বীকার করে স্বপনের বিরুদ্ধে তদন্তের কথাও বলেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার হঠাৎ করেই সাংবাদিক বৈঠক ডেকে ওই ইস্যুতে স্বপনের হয়ে সাফাই দেন অমিত। তিনি দাবি করেন, বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা করে নিয়ম মেনেই অতিথিনিবাস লিজ দেওয়া হয়েছিল। বিজেপির কাছে ভালো সাজতে দলের কয়েকজন কাউন্সিলার তা নিয়ে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছেন। পা বাড়িয়ে অমিত কেন বহিষ্কৃত স্বপনের হয়ে ওকালতি করতে মাঠে নামলেন তা নিয়ে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

অমিতের বক্তব্য, 'অতিথিনিবাস সংক্রান্ত কোনও আর্থিক দুর্নীতির ব্যাপার নেই। তাই তদন্তের প্রশ্ন ওঠে না। পুরসভার আয় বাড়াতেই অতিথিনিবাস সংস্কার করে কীভাবে নতুন করে ব্যবহার করা যায় তা নিয়েই বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা হয়েছে।' সাংবাদিকদের সামনে স্বপনের গুণগানও করেন অমিত। বলেন, 'স্বপন সাহাই মালবাজারে তৃণমূলকে দাঁড় করিয়েছেন। আমরা সবাই তাঁর হাত ধরেই রাজনীতিতে এসেছি।'

অমিত পেশায় মাল পুরসভার টাইপিস্ট। পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ের আলোচ্য বিষয় বা কাউন্সিলারদের নিয়ে তাঁর কথা বলার এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন একাধিক তৃণমূল কাউন্সিলার। তবে বিতর্ক এড়াতে কেউই প্রকাশ্যে আসতে চাননি।

গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা টয়ট্রেনের

শিলিগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : দুর্ঘটনার কবলে পড়ল টয়ট্রেন। বৃহস্পতিবার কাকঝোরায় একটি চার চাকার গাড়ির সঙ্গে টয়ট্রেনের সংঘর্ষ হয়। তবে কোনও হতাহতের খবর নেই।

ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় দেশি-বিদেশি পর্যটকদের মধ্যে। এলাকায় ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। ঘটনায় চার চাকার গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গাড়িটি সরানোর পর টয়ট্রেন চলাচল শুরু হয়। জয়রাইডটি এদিন ঘুম থেকে দার্জিলিংয়ে যাচ্ছিল।

ভিলেন শব্দদানব

প্রথম পাতার পর

মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশের তরফে চ্যাংরাবান্ধায় ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

শব্দবাজি নিয়ে প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা থাকলেও কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেদার বাজি ফাটার ঘটনা ঘটেছে। গ্রামীণ এলাকা তো বটেই খোদ শহরগুলিতেও শব্দবাজির আওয়াজে কান পাতা দায় হয়ে দাঁড়ায়। যদিও পুলিশের এক আধিকারিকের কথায়, 'শব্দবাজির বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলছে।'

বিএসএফের দীপাবলি উৎসব পালন। তপনের আটিলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। বৃহস্পতিবার। - মাজিদুর সরদার

মহিলা স্পেশাল বাস চালু ১৪ নভেম্বর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩১ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর একমাস আগে ঘোষণা হয়েছিল। কিন্তু এখনও চালু হয়নি লেডিস স্পেশাল বাস। তবে পুজোর মরশুম শেষ হতেই পরিষেবা চালু করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেবে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)। আপাতত পরীক্ষামূলকভাবে আলিপুরদুয়ার থেকে কোচবিহার রুটে লেডিস স্পেশাল বাস চালানোর পরিকল্পনা নিগমের। তবে এই পরিকল্পনায় আপাতত শিলিগুড়ি নেই।

এনবিএসটিসি'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাইয়ের বক্তব্য, 'নভেম্বরের ১৪ তারিখ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে আলিপুরদুয়ার-কোচবিহার রুটে লেডিস স্পেশাল বাস চালু করার পরিকল্পনা হয়েছে। তবে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা গরে না ওঠায় এখনই শিলিগুড়ি থেকে পরিষেবা চালু করা যাচ্ছে না।' আরজি কর কাণ্ডের আবহে গত ১২ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ি স্টেট গেস্ট হাউসে নিগমের বোর্ড মিটিং হয়। সেই মিটিংয়ে একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় লেডিস স্পেশাল বাস চালু করার কথা বলার পর থেকে বাড়তি আকর্ষণ তৈরি হয় সাধারণ মানুষের মধ্যে। রুটের কথাও ঘোষণা করেছিলেন চেয়ারম্যান। পার্থপ্রতিম সেইসময় জানিয়েছিলেন, পুজোর আগে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার-কোচবিহার রুটে এই বাস পরিষেবা চালু হবে। তবে ঘোষণার পর থেকে নিগমের অন্দরে একাধিক প্রশ্ন ওঠে। লেডিস স্পেশাল বাসের বিশেষত্ব এখানে মহিলা কনডাক্টর থাকবেন। নিগমে মহিলা কর্মী থাকলেও দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ না হওয়ায় সেই সংখ্যাটা বর্তমানে কমে এসেছে। দীর্ঘদিন ধরে মহিলা কর্মীরা নিগমের অন্দরে কাজ করেছেন। বাইরে কাজ করার জন্য তাঁদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাতে যে সময় লাগবে, তা স্বীকার করেছেন নিগমের কর্তারা। অতএব পুজোর মরশুমে পরিষেবা যে চালু করা যাবে না, তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

এমতাবস্থায় নিগমকে নিয়ে যাত্রীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না কর্তাদের। আপাতত পুজোর মরশুম শেষ হলে আলিপুরদুয়ার-কোচবিহার রুটের ওপরে নজর দিতে চাইছে নিগম। এক কর্তা বলেছেন, 'কোচবিহারে হেড অফিস থাকায় পরিচালনার ক্ষেত্রে যদি কোনও সমস্যা হয়, তা সমাধান করা যাবে।'

কর্মীর অভাব

- ১২ সেপ্টেম্বর লেডিজ স্পেশাল বাস ঘোষণা হয়
- ১৪ নভেম্বর থেকে আলিপুরদুয়ার-কোচবিহার রুটে চলবে বাস
- এনবিএসটিসিতে প্রশিক্ষিত মহিলা কর্মীর অভাব
- তাই মহিলা কনডাক্টর নিযুক্ত করতে সময় লাগবে

সুর কাটল বৃষ্টিতে

প্রথম পাতার পর

বললেন, 'মন্দিরে পুজো দিতে যাব। তাই মিষ্টি নিতে এসেছি। সকাল থেকে উপোস করে আছি। বৃষ্টির জন্য বের হতে পারব কি না ভেবেছিলাম। বৃষ্টি কমায় বের হলাম।'

হাটখোলা দুর্গাবাড়ি, এগারো হাত কালীবাড়ি, নিউটাউন দুর্গাবাড়ি, ছিন্নমস্তা কালীবাড়ি সহ বিভিন্ন মন্দিরেও পুজোর আয়োজন দেখা যায়। টিকিট চেকিং স্টাফের পুজোর মতো কয়েকটি পুজোমণ্ডপের উদ্বোধন করা হয় এদিন। সেটি উদ্বোধন করেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম। অরবিন্দনগর জয় তারা শ্মশান কমিটির পক্ষ থেকে ১০ হাজার প্রদীপ জ্বালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বৃষ্টিতে তা সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়।

ফালাকাটায় বিগ বাজেটের পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম হাটখোলা স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো। এদিন সেই পুজোর উদ্বোধন করা হয়। ক্লাবের প্রবীণ সদস্যরাই উদ্বোধন করেন। হাটখোলা শ্যামাপুজো কমিটির সম্পাদক বাপন গোপ বলেন, 'এদিন আমাদের পুজোর উদ্বোধন হয়। তবে এখানে তো পুজোর দিন সকলে মন্দিরেই যান। শুক্রবার থেকে আমাদের মণ্ডপে ভিড় হবে বলে আশা করছি।'

এদিন থিম পুজোর থেকেও বেশি ভিড় দেখা গিয়েছে মন্দিরগুলিতে। শহরের প্রবীণ বাসিন্দারা জানালেন, কালীপুজোর দিন তাঁরা বরাবর মন্দিরেই যান, পুজো দেন, প্রদীপ জ্বালান। বাকি দিনগুলিতে অবশ্য থিম প্যান্ডেল দেখতেও ভিড় করেন। জংলা কালীবাড়ি মন্দির কমিটির সভাপতি অশোক সাহা বলেন, 'আমাদের মন্দিরে এদিন সন্ধ্যা থেকেই অসংখ্য ভক্ত আসতে থাকেন। গভীর রাত পর্যন্ত চলে পাঁঠাবলি। এদিন রাত যত হয়েছে, ভিড় তত বেড়েছে।'

ফালাকাটার প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ফালাকাটাতে বেশিরভাগ মন্দিরের পুজো। কয়েকটি থিম পুজো হয় ফালাকাটা শহরে। সেগুলির মধ্যে অন্যতম তরুণ দল, সুভাষপল্লি, ভেনাস ক্লাব, হাটখোলা, পাট-সুপারি-ভুসিমাল ব্যবসায়ী সমিতির মতো কয়েকটি পুজো। এবারও বুধবার থেকেই সেই মণ্ডপগুলিতে দর্শনার্থীরা ভিড় করতে শুরু করেছেন। এদিন সন্ধ্যায় বৃষ্টি হয়েছে এখানেও। তাতে সাময়িকভাবে ভিড় কমলেও বৃষ্টি থামতেই মন্দিরে গিয়েছেন ভক্তরা।

এদিন ট্রাফিক মোড়ের দশমাথা কালীবাড়ি, ট্যাক্সিস্ট্যান্ড, বাবুপাড়া, মহাকালপাড়া, থানার পুজোয় ভিড় দেখা গিয়েছে। কেউ মানত করেছেন, কেউ আবার মানত পূর্ণ হওয়ায় নানা জিনিসপত্র উৎসর্গ করেছেন।

পুজোর দিনেও চাঁদার জুলুম

প্রথম পাতার পর

নোনাই এলাকায় চাঁদার জুলুম ও মারধরের অভিযোগ তুলে পথ অবরোধ করলেন এক মালবাহী গাড়ির চালক। তাতে আলিপুরদুয়ার-কুমারগ্রাম রোডে যানজটের অভিযোগ পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। তবে স্থানীয় পুজো কমিটির তরফে চাঁদা নিয়ে জুলুমের অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

স্থানীয় পুজো কমিটির তরফে টুলু দত্ত বলেন, 'আমাদের এখানে তো মহিলারা পুজো করছেন। কোথাকার লোকজন কোন ক্লাবের হয়ে রাস্তায় গাড়ি আটকে চাঁদা কাটছে, জানা নেই।'

এদিকে ওই চালকের অভিযোগ, চাঁদা চেয়ে তাঁকে মারধর করা হয়েছে। জখম চালককে প্রাথমিক চিকিৎসার পর জেলা হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে তিনি থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ জমা করেননি। তাই পুলিশও এব্যাপারে মুখ খোলেনি।

অন্যদিকে, চাঁদার জুলুমের অন্যতম 'ঠেক' হয়ে উঠেছে এশিয়ান হাইওয়ে। বীরপাড়া থেকে বারবিশা পর্যন্ত রাস্তাজুড়ে জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন ক্লাব চাঁদা তোলার জন্য ব্যবহার করছে এসইউভি গাড়ি। পোলট্রির গাড়ি বা গোরুবোঝাই গাড়ি নজরে এলেই তারা এসইউভি গাড়ি নিয়ে ধাওয়া করছে।

মাঝরাস্তায় গাড়ি আটকে নেওয়া হচ্ছে মোটা অঙ্কের চাঁদা। সেটা ৩ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে। বিভিন্ন পণ্যবোঝাই গাড়িকে মাদারিহাট এলাকায় এইভাবে চাঁদার জুলুমের মুখে পড়তে হয়েছে।

চড়া দাম জবার, পকেটে টান পুজো উদ্যোক্তাদের

'ডানা'কে দায়ী করছেন ব্যবসায়ীরা

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৩১ অক্টোবর : কালীপুজো মানেই জবা ফুল। এই ফুল ছাড়া কালীপুজো অসম্পূর্ণ। আকাশছোঁয়া দাম সেই জবা ফুলের। তারমধ্যে উৎপাদনও তুলনামূলকভাবে কম। তাই হয়তো এমন দাম। এর ফলে চিন্তায় পড়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে পুজো উদ্যোক্তারা।

গতবছরের তুলনায় এবছর পুজোর জন্য প্রয়োজনীয় জবা ফুলের মালা ১৫০ থেকে ২০০ টাকা বেড়েছে। গাঁদা ফুলের মালার দাম অনেকটাই কম জবা ফুলের মালার তুলনায়। আলিপুরদুয়ার শহরের ভাঙাপুল এলাকায় ফুল কিনতে এসেছিলেন শর্বাণী সরকার। বললেন, 'বাড়িতে পুজো। মালা কিনতেই হবে, উপায় নেই।' ফুল বিক্রেতা দেবাশিস সরকার বলেন, 'জবা ফুলের মালার ভালো চাহিদা রয়েছে এবং ক্রেতাদের চাহিদা পূরণের জন্য ফুল যথেষ্ট পরিমাণে মজুত রয়েছে। জবা ফুলের মালার ক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধির পেছনে ঘূর্ণিঝড় ডানা অনেকাংশে দায়ী, কারণ ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ফুলের উৎপাদনে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। উৎপাদন কম থাকায় দামও বেড়েছে।'

জবা ফুল বা গাঁদা ফুলের মালা সবই আসছে নদিয়ার রানাঘাট, মুর্শিদাবাদ থেকে। শহরের বাসিন্দা বিনয় দাসের কথায়, 'ক্লাবের পুজোর জন্য জবা ফুলের মালা কিনলাম। খুব কম জায়গাতেই জবা! ফুল পাওয়া যায়। তাই দোকান থেকেই কিনতে হয়।'

ফুল কেনার ব্যস্ততা। কালীপুজোর দিন আলিপুরদুয়ারে।

আরেক ফুল ব্যবসায়ী রূপক ঘোষের কথায়, 'এবছর জবা ফুলের দাম বেশি থাকলেও গাঁদা ফুলের দাম তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম। জবা ফুলের দাম সাধারণত ২ থেকে আড়াই টাকা পিস থাকলেও পুজোর সময় বর্তমানে তার দাম পড়ছে ৪ থেকে সাড়ে চার টাকা পিস। অপরদিকে, আশ্চর্যজনকভাবে গাঁদা ফুলের মালার দাম বৃদ্ধি পায়নি সেভাবে, এবার গাঁদা ফুলের মালার দাম পড়ছে ৪০ টাকা করে।'

ভাঙাপুল এলাকার ব্যবসায়ী আশিস সাহার কথায়, 'রানাঘাট থেকে এবছর নেপালে গাঁদা ফুলের রপ্তানি কম হওয়ায় ও উৎপাদন বেশি হওয়ার কারণেও এবছর গাঁদা ফুলের দাম ধরাছোঁয়ার মধ্যে রয়েছে তবে জবা ফুলের দাম অনেকটাই বেশি। চাহিদাও বেশি, কারণ কালীপুজো তো জবা ফুল ছাড়া হবে না।'

শহরের বাসিন্দা প্রমীলা দেবনাথের কথায়, 'পুজোর সময় এমনিতেই দাম একটু বেশি থাকবে। তবে কালীপুজোর জন্য জবা ফুলটাই দরকারি। দাম বেশি থাকলেও নিতে হল।'

বহু 'সত্যি'ই যখন মিথ্যে

প্রথম পাতার পর

দুই, আরজি কর হাসপাতালে। সাম্প্রতিক বাংলার সবচেয়ে বড় ইস্যু অনেকটাই সুগভীর ধাঁধা হয়ে রইল। তার অধিকাংশ দায় নিতে হবে বিরোধীদেরই।

যেটা হতে পারত তাদের তরোয়াল, সেটা হয়ে দাঁড়াল কাঁটা। ডাক্তারদের আন্দোলনকে কটাক্ষ করে সুকান্ত মজুমদার উবাচ, এটা দক্ষিণ আফ্রিকা টিমের ব্যাটিংয়ের মতো। শুরুটা দারুণ করে শেষে অশ্বডিম্ব। সন্দেশখালি বা আরজি করে বিজেপির অবস্থাও কিন্তু একই রকম।

সন্দেশখালিতে প্রথমেই বোঝা গিয়েছিল, মহিলাদের নাড়ু বানাতে যাওয়ার গল্পে অনেকটা আরোপিত ব্যাপার লুকিয়ে। রাতে অতিথিদের জন্য নাড়ু বানাতে পাঠানোর ব্যাপারটা তৃণমূলের শাহজাহান-বাহিনীর ক্ষমার অযোগ্য দাদাগিরির ফল, সন্দেহ নেই। তবে গল্পটা তিল থেকে তাল করতে করতে যা দাঁড়াল, তা ভয়ংকর। বিজেপি নেতারা, জাতীয় মহিলা কমিশন এমন ব্যাপারটা বানালেন, যেন নিয়মিত গণধর্ষণ হত সন্দেশখালিতে।

দেশজুড়ে চর্চার পরে ফল কী দাঁড়াল? সুনির্দিষ্ট কিছু প্রমাণ করাই গেল না। উলটে ফাঁস হল বিজেপি নেতাদের ফোনালাপ, যেখানে সুস্পষ্ট, গল্প তৈরির অনেকটাই কাঁচা হাতের কাজ। এখন সন্দেশখালির সেই ক্ষিপ্ত মহিলার দলও উধাও। সিপিএমও। বিজেপিও। অধীর-শুভেন্দুরাও 'এবার নীরব করে দাও তোমার মুখর কবিরে' গাইতে ব্যস্ত।

আলোচনার আরজি করে শেষপর্যন্ত কী দাঁড়াল? তরুণদের বিদ্রোহ, অসাধারণ রাত দখলের প্রতিবাদের পরে নিভৃতে পড়ে রইল দুটো ধ্রুব সত্য। ডাক্তারদের সব পক্ষেরই রাজনীতি প্রবল। আন্দোলনকারীরা বাম, অতিবাম হলে তাদের পালটা গোষ্ঠী তৃণমূলের। কেউই ধোয়া তুলসীপাতা নয়। দু'পক্ষই অভিযোগ করছে, তারা থ্রেট কালচারের শিকার। দু'পক্ষেরই অনেকে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কলকাতার নাগরিক সমাজ যাঁদের মুখ চেয়ে আন্দোলনে নেমেছিল, তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যখন কয়েক কোটি টাকা মেলে, তখন ধিক্কার জন্মায়। এতদিন কাদের জন্য প্রতিবাদে নেমেছিলাম পথে?

আসল প্রশ্ন অন্য। সেটা কোনও ডাক্তারই তোলেননি। কেন ডাক্তারদের এভাবে মুক্তকচ্ছ হয়ে রাজনীতি করতে হবে? রাজনীতি করা অন্যায় নয়। যে কেউ করতেই পারেন। কিন্তু ডাক্তাররা রাজনীতিতে ব্যস্ত হয়ে গেলে রোগীরা যাবে কাদের কাছে? কেন ডাক্তারদের এত দল, উপদল? গ্রামীণ রাজনীতির সঙ্গে ফারাক তো এখানেও রইল না। সবার শির ফুলিয়ে দাবি, তারাই ঠিক। নিন, বুঝুন, কে ঠিক।

আসল ইস্যু থেকে সরে যাওয়া দিদির দলের অন্যতম রোগ। রাধাগোবিন্দ কর হাসপাতালের মর্মান্তিক ঘটনায় দেখলাম, বিরোধীরাও একই দোষে দুষ্ট। হায় রে, সবচেয়ে শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের অন্যতম প্রতিনিধি ডাক্তাররাও এই ভাবনার শরিক। তাঁরাও আসল ইস্যু থেকে সরে গিয়েছেন বারবার।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকেও 'কভি হাঁ কভি না', এক এক বার এক এক কথা চূড়ান্ত হাস্যকর ঠেকেছে। ডাক্তারবাবুরা ঘাটালে বন্যাত্রাণে যতটা গিয়েছেন, ততটা মালদার ভূতনিতে যাননি। আরও বিরক্তিকর, রোগীদের ফেলে আন্দোলনে নেমে পড়া। রোগীদের দেখতে দেখতে পালা করে 'দুর্নীতিগ্রস্ত' সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে কী সমস্যা হত? ডাক্তারি পেশা তো আর পাঁচটা পেশার মতো নয়। সবাই এক একটা পক্ষ নিলে মুশকিল। সব পক্ষেরই দোষ আছে, গুণও আছে- এই নিরপেক্ষতা ডাক্তাররা দেখাতে পারেন না?

বেশ কিছুদিন আন্দোলন চলার পর ছবির মতো স্পষ্ট, আন্দোলনকারীরা অধিকাংশই বাম ও অতিবাম সমর্থক। বিজেপি ওখান থেকে সরে গেল নিঃশব্দে। ততদিনে আওয়াজ উঠেছে মোদির তোতাপাখি সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে। এতক্ষণে শুভেন্দু ও সুকান্ত তীব্র ব্যঙ্গতে ভরালেন আন্দোলনকারীদের। প্রাক্তন বিচারপতি, বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যা বললেন, তা অনেকটাই সত্যি। রাজনৈতিক সংসর্গেই অন্ধ গলিতে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন।

সন্দেশখালি-আরজি কর অন্য এক সংস্কৃতি দেখিয়ে গেল বঙ্গরাজনীতিতে। ফেসবুক বিপ্লবী আর তাঁদের ভীতিজনক বিভ্রান্তি ছড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা। দুটো পর্বে তাঁরাই হয়ে উঠেছেন বিশেষজ্ঞ। এবং এই রোগের ফলে নানা বিভ্রান্তিকর ভুল খবর ছড়িয়ে গিয়েছেন প্রচুর লোক। যার শিকার বহুদিনের ঘোড়েল রাজনীতিক থেকে সমাজের সব শ্রেণির মানুষ। মিথ্যেকে সত্যি জেনে, সত্যিকে মিথ্যে জেনেও বহুদিন খবর ছড়িয়েছেন নিজের মনপসন্দ।

এই তো সদ্য হইচই শুনলাম- আরজি করে রক্তমাখা গ্লাভস মিলেছে, রক্তমাখা গ্লাভস মিলেছে। পরে পরীক্ষা বলল, ওটা রক্তই নয়। বলা যায় না, হয়তো কোনওদিন শোনা যাবে, দুর্নীতিগ্রস্ত 'প্রাক্তন ডাক্তার' সন্দীপ হয়তো ডাক্তারদের অভ্যন্তরীণ কুরাজনীতির শিকার।

দেশের প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেছেন, বিচারপতিদের ভগবান বানিয়ে ফেলার প্রবণতা ভয়ংকর বিপজ্জনক। বিপজ্জনক যে সেটা অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখেই আমবাঙালি বুঝেছে। অন্য পেশার লোকদেরও গণহারে ভগবান বানালেও যে প্রবল সমস্যা, সেটা গ্রামীণ সন্দেশখালি ও মহানগরের আরজি কর আমাদের বুঝিয়ে গেল আবার।

হোয়াইটওয়াশ এড়াতে ছন্দের খোঁজে রোহিতরা

মুম্বইয়ে হয়তো বিশ্রামে বুমরাহ

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুই টেস্টে বিরাট কোহলির ব্যাট থেকে এসেছে ৮৮ রান।

মুম্বই, ৩১ অক্টোবর : হওয়ার কথা ছিল ভারত ২। নিউজিল্যান্ড ০।

হয়েছে নিউজিল্যান্ড ২। ভারত ০।

স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে টিম ইন্ডিয়ার রওনা হওয়ার আগে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারের বেহাল দশা। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে ১২ বছরের শেষে সিরিজ হারের পর ২০ বছর বাদে হোয়াইটওয়াশের আশঙ্কার সামনে টিম ইন্ডিয়া। ঘরের মাঠে ভারত টেস্ট খেলতে নেমে সিরিজ হারের পাশে তিন টেস্টের সিরিজেই চূর্ণ হচ্ছে-এমনটা বলিউডের চিত্রনাট্যেও করার সাহস দেখাবেন না কোনও পরিচালক। অথচ আজ সেটাই বাস্তব।

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড

তৃতীয় টেস্ট

সময় : সকাল ৯.৩০ মিনিট
স্থান : ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম, মুম্বই
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

শুধু বাস্তব বললে একটু ভুল হবে। বলা যেতে পারে এখনও অবিশ্বাসের ঘোরে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ। সেই ঘোরের মধ্যেই আগামীকাল থেকে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে কিউয়িদের বিরুদ্ধে হোয়াইটওয়াশ এড়িয়ে নয়া ছন্দের খোঁজে টিম ইন্ডিয়া। সকালে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে রোহিত শর্মাদের অনুশীলনের একটা মরিয়া ভাব লক্ষ করা গিয়েছে। যার নির্যাস, দ্রুত ছন্দে ফিরতেই হবে। কিউয়িদের বিরুদ্ধে সিরিজের পরই বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতেও এমন দশা অব্যাহত থাকলে বিরাট কোহলি, রোহিতদের চিরকাল হা-হুতাশ করে যেতেই হবে।

এমন অবস্থায় আগামীকাল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের শেষ টেস্ট খেলতে নামার আগে জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। বুমরাহ আজ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে অনুশীলনের সময় হাজির ছিলেন। হালকা অনুশীলনই করেছেন তিনি। নেটে সেভাবে বল করতেও দেখা যায়নি তাঁকে। দুপুরের সাংবাদিক সম্মেলনে কোচ গৌতম গম্ভীর দলের প্রথম একাদশে পরিবর্তনের কোনও ইঙ্গিত দেননি ঠিকই। কিন্তু রাতের দিকে সামনে আসছে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কথা মাথায় রেখে বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়ার বিষয়টি। শেষপর্যন্ত রোহিত-গম্ভীররা হোয়াইটওয়াশের আতঙ্কের মাঝে বুমরাহকে বসিয়ে রাখার কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন কি না, প্রবল চর্চা চলছে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে।

ভারতের মাটিতে কেন উইলিয়ামসনকে ছাড়া টম ল্যাথামের নিউজিল্যান্ড টেস্ট জিততে পারে, এমন ধারণাই ছিল না কারোর। সেখানে এখন লাথামরা টেস্টে পাশে সিরিজও জিতে ফেলেছেন। কিউয়ি স্পিনার মিচেল স্যান্টনার টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটারদের সামনে ত্রাস হিসেবে উদয় হয়েছেন। শুধু তাই নয়, মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের লাল মাটির বাইশ গজে তিন বছর আগে নিউজিল্যান্ডের আর এক স্পিনার আজাজ প্যাটেল ইনিংসে দশ উইকেট নিয়ে চমকে দিয়েছিলেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত সেই আজাজ এবারও দলে রয়েছেন। তিনি নিশ্চিতভাবেই কোহলিদের রাতের ঘুম কেড়ে নিতে চাইবেন।

যদিও নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক ল্যাথাম সতর্কভাবে বলেছেন, 'অতীত নিয়ে না ভেবে আমরা সামনে তাকাতে চাইছি। এর বেশি এখনই ভাবার প্রয়োজন নেই।'

ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের লাল মাটির বাইশ গজ বেশ শুকনো। বাউন্সের পাশে ভালোরকম টার্ন থাকার সম্ভাবনা। এমন পিচে টিম ইন্ডিয়ার শক্তিশালী ব্যাটাররা কীভাবে নিজেদের প্রয়োগ করেন, সেদিকে নজর দুনিয়ার। কালীপুজো ও দীপাবলির আমেজে যখন গোটা দেশ মজে, তখন টিম ইন্ডিয়ার অন্দরমহলে টেনশনের চোরা স্রোত। কারণ, বর্তমান দলের কোনও ক্রিকেটারেরই ঘরের মাঠে এমন পরিস্থিতিতে পড়ার অভিজ্ঞতা নেই। হবেই বা কী করে? অতীতে ঘরের মাঠে স্পিনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটারদের এমন ব্যাটিং দুর্দশা কে আর দেখেছে বা ভেবেছে। সকালের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে রোহিত-বিরাটদের এতটা সিরিয়াস অনুশীলন নিশ্চিতভাবেই তাৎপর্যের। কারণ, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের মধ্যেই যে লুকিয়ে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির ভবিষ্যৎও।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে এমন অবস্থায় পড়তে হতে পারে, দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি রোহিতরা। তাই এখন ছন্দে ফেরার তাগিদ টিম ইন্ডিয়ার মধ্যে একটু বেশিই। হোয়াইটওয়াশ হলে কিন্তু বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের স্বপ্নভঙ্গও হতে পারে রোহিতদের।

বিরাটদের খেলায় ছাপ বয়সের, দাবি ইয়ানের

রান করতে হবে, মনে করালেন বাসিতও

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুই টেস্টে রোহিত শর্মার ব্যাট থেকে এসেছে ৬২ রান।

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর : বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের পারফরমেন্সে থাবা বসাচ্ছে বয়স।

ধারাবাহিকতার অভাব তারই ফল। সহজে সমস্যা মেটার নয়। ভারতীয় দলের দুই মহাতারকাকে নিয়ে এভাবেই সতর্ক করছেন ইয়ান চ্যাপেল। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক বলেছেন, 'ভারতীয় ব্যাটিংয়ে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাকে ধরুন, দুইজনের বয়স বাড়ছে। আর বয়সের কারণেই পারফরমেন্স গ্রাফ নিম্নমুখী। নিশ্চিতভাবে এই যুক্তি বিতর্ক তৈরি করবে।'

রোহিতের বয়স ৩৭ এবং বিরাটের ৩৬। কেরিয়ারের শেষপর্বে দুইজনেই। লাল বলের ফর্ম্যাটে গত কয়েকটা সিরিজে চেনা ছন্দে নেই রোহিত। টেস্টে বিরাটের ব্যর্থতা আরও লম্বা। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুই টেস্টেই রোহিত (৬২ রান), বিরাট (৮৮ রান) ব্যর্থ। প্রাক্তন অজির যুক্তি, অস্ট্রেলিয়ার পিচ তুলনায় ভালো। অতিরিক্ত বাউন্স রয়েছে। বাউন্স সামলাতে পারলে, ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব বিরাট-রোহিতের।

ইয়ান চ্যাপেলের সঙ্গে সহমত মার্ক টেলরও। প্রাক্তন অজি অধিনায়ক টেলর বলেছেন, 'নিঃসন্দেহে ওরা ভারতীয় দলের সেরা দুই তারকা। আর সেরাদের থেকে সেরা পারফরমেন্সের প্রত্যাশা থাকবে। ঋষভ পন্থ, রবীন্দ্র জাদেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বীনরা রান করতে পারে। কিন্তু দলের সেরা প্লেয়ারের থেকে বড় স্কোর প্রয়োজন। গত ১২-১৮ মাস তা হচ্ছে না।'

পছন্দের দুই ভারতীয় তারকাকে রান করার কথা মনে করিয়ে দিলেন বাসিত আলিও। পাকিস্তানের প্রাক্তন ব্যাটার নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, 'এবার তো রান করতে হবে, পিচ যে রকমই হোক না কেন। রান পেতে হবে যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিল, ঋষভ পন্থ, লোকেশ রাহুলদেরও। মুম্বইয়ে লাল মাটির পিচ। কিউয়িরা হোয়াইটওয়াশ করবে, এমন কথাও শোনা যাচ্ছে। তবে আমার ধারণা সেরকম কিছু হবে না। বরং নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে দীপাবলির উপহার সাজাবে ওরা। উলটোটা হলে, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের আশা ছাড়তে হবে।'

মুম্বই টেস্টের জন্য বাসিতের পরামর্শ, এক পেসার ও চার স্পিনার খেলাক ভারত। রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজা, ওয়াশিংটন সুন্দরের সঙ্গে কুলদীপ যাদব খেললে লাভবান হবে টিম ইন্ডিয়া। কুলদীপ খেললে স্পিন বৈচিত্র্য বাড়বে। পাশাপাশি কৃতিত্ব দিচ্ছেন নিউজিল্যান্ডকেও। বাসিতের কথায়, 'কিউয়িদের কৃতিত্ব দিতে হবে। সেরাটা দিয়েছে ওরা। বিশেষ করে, তিন বাঁহাতি টম ল্যাথাম, রাচিন রবীন্দ্র, ডেভন কনওয়ের কথা বলব। মুম্বই টেস্টে ভালোভাবে হোমওয়ার্ক করে নামতে হবে ভারতকে। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির আগে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে জয় দরকার।'

আজ অনুশীলন শুরু বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর : তিন ম্যাচে পয়েন্ট মাত্র পাঁচ। রনজি ট্রফির অভিযানের শুরুটা একেবারেই ভালো হয়নি বাংলার।

সামনে জোড়া অ্যাওয়ে ম্যাচের হাতছানি। ৬ নভেম্বর থেকে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে কর্ণাটকের বিরুদ্ধে ম্যাচ। সেই ম্যাচের লক্ষ্যে আগামীকাল থেকে অনুশীলন শুরু করছে টিম বাংলা। ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, কর্ণাটক ম্যাচেও মহম্মদ সামিকে পাচ্ছে না বাংলা। ফলে যারা রয়েছে, তাদের দিয়েই এগিয়ে চলার মন্ত্র বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার গলায়। কালীপুজোর সন্ধ্যায় বাংলার কোচ বলছিলেন, 'আমি বরাবরই পজিটিভ ভাবনায় বিশ্বাসী। আপাতত সামনে তাকানো ছাড়া আর কিছুই করার নেই। দেখা যাক বাকি ম্যাচগুলি কেমন যায় আমাদের।' বাংলার জন্য অঙ্কটা সহজ। রনজির এলিট পর্বের গ্রুপ 'সি'-তে বাকি থাকা চার ম্যাচের মধ্যে অন্তত দুটি জিততেই হবে। পাশাপাশি বাকি দুই ম্যাচে প্রথম ইনিংসের লিড সহ তিন পয়েন্ট পেতেই হবে। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'বরাবরই মাঠে নেমেছি ম্যাচ জয়ের লক্ষ্যে। সেই ভাবনা নিয়েই বাকি ম্যাচেও মাঠে নামব আমরা।'

সিরিজ জয় প্রোটিয়াদের

চট্টগ্রাম, ৩১ অক্টোবর : বাংলাদেশকে ইনিংস ও ২৭৩ রানে হারিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের টেস্ট ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জয় পেল। এশিয়াতে ২০০৮ সালের পর এটাই তাদের প্রথম টেস্ট সিরিজ জয়। চলতি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলার জন্য তাদের ঘরের মাঠে বাকি ৪ টেস্টের মধ্যে ৩টি জিতলেই হবে। দলগত পারফরমেন্স বাজিমাত করল প্রোটিয়ারা। প্রথম ইনিংসে তিন ব্যাটার প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইনিংসে আগুন ঝরালেন বোলাররা। পেসার কাগিসো রাবাদা দুই ইনিংস মিলিয়ে ৫ উইকেট তুললেন। স্পিনার কেশব মহারাজের শিকার ৭ উইকেট। ৫ উইকেট নিয়ে নজর কাড়লেন আফ্রিকার স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার সেনুরান মুথুস্বামী।

অন্যদিকে, ঘরের মাঠে ব্যাটিং বিপর্যয়ই বাংলাদেশের হোয়াইটওয়াশের কারণ। প্রথম ইনিংসে একসময় তারা ৪৮/৮ হয়ে যায়। তারপর মোমিনুল হক (৮২) ও তাইজুল ইসলাম (৩০) নবম উইকেটে ১০৩ রান যোগ করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে নাজমুল হোসেন শান্ত (৩৬), মাহমুদুল ইসলাম অঙ্কন (২৯) ও হাসান মাহমুদ (অপরাজিত ৩৮) ছাড়া কেউই ১৫ রানের গণ্ডি পার করতে পারেননি।

'ব্যর্থতার জন্য শুধু ব্যাটাররা দায়ী নয়'

ব্যাটিং স্কিলে থাবা বসাচ্ছে টি২০ : গম্ভীর

মুম্বই, ৩১ অক্টোবর : পেস সহায়ক পরিবেশে বেঙ্গালুরু টেস্টে ৪৬ রানের ক্ষত।

পুনের টার্নিং পিচেও থরহরিকম্প ভারতীয় ব্যাটিংয়ের। মিচেল স্যান্টনারের স্পিন সামলাতে হিমসিম হাল ব্যাটারদের। টেম্পারামেন্টের সঙ্গে টেকনিক-ব্যাটিংয়ে যার অভাব দৃষ্টিকটুভাবে প্রকট। ঘুরিয়ে যার জন্য টি২০ ক্রিকেটকে দুষলেন গৌতম গম্ভীর।

ভারতীয় দলের হেডকোচের যুক্তি, টি২০-সুলভ অভিনব, সাহসী শটের প্রবণতা থাবা বসাচ্ছে টেস্ট ব্যাটিং স্কিলে। মুম্বই টেস্টের আগের দিন ব্যাটিং-ব্যর্থতা নিয়ে এমনই যুক্তি গম্ভীরের। পাশাপাশি সিরিজ হারের জন্য শুধু ব্যাটারদের কাঠগড়ায় তুলতে নারাজ। দাবি, দলগত ব্যর্থতা। গোটা দলই দায়ী।

৪৬, ১৫৬, ২৪৫-- চলতি সিরিজে ভারতীয় ব্যাটিং সুপার ফ্লপ। যদিও গম্ভীরের দাবি, 'প্রত্যেকেই দায়ী। শুধু ব্যাটাররাই ডুবিয়েছে, বলব না।' হাল ফেরাতে আগামীকাল মুম্বই টেস্টে নতুন অক্সিজেন যুক্ত করার খবরকেও নস্যাৎ করলেন। হর্ষিত রানা প্রসঙ্গে পরিষ্কার বলেও দিলেন, 'এখন যে পরিস্থিতি, তাতে নতুন কাউকে খেলানো সম্ভব নয়। আর দলের অঙ্গ নয় হর্ষিত। অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে প্রস্তুতির জন্য দলের সঙ্গে রয়েছে। গতকাল অভিষেক (নায়ার) তা পরিষ্কারও করে দিয়েছে।'

সিরিজ হাতছাড়া হলেও মুম্বই টেস্টের গুরুত্ব কমছে না। হোয়াইটওয়াশের লজ্জা আটকানোর সঙ্গে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অঙ্ক। সেরা দল নামানোর পাশাপাশি জসপ্রীত বুমরাহকে বিশ্রামের ভাবনা। দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য জরুরি। প্রথম এগারো নিয়ে তাস লুকিয়েই রাখলেন। গম্ভীরের কথায়, সবার কথাই ভাবা হচ্ছে।

সিরিজ হার থেকে শিক্ষা নিতে চান। গম্ভীর বলেছেন, 'অজুহাতের রাস্তায় হাঁটতে চাই না। তবে এই ধাক্কা আমাদের আরও শক্তিশালী করবে। অভিজ্ঞতা তরুণ ক্রিকেটারদের পরিণত করবে। কানপুর টেস্টে (বাংলাদেশ সিরিজ) দুর্দান্ত খেলেছে দল। নিউজিল্যান্ড সিরিজে সেখানে ব্যর্থতা। সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে সামনের দিকে এগোতে হবে।'

ব্যাটিং মানসিকতায় পরিবর্তনের কথাও গম্ভীরের গলায়। বলেছেন, 'টেস্ট ক্রিকেট টেস্টের মতো করেই খেলতে হবে। একদিনে ৪০০ রান হলে অসুবিধা নেই। তবে ব্যাটিংয়ে সাড়ে চার সেশন খেলতে হবে। পারলে বড় স্কোর চলে আসবে। তাছাড়া একজন সম্পূর্ণ ক্রিকেটার যে কোনও পরিবেশে মানিয়ে নিতে সক্ষম। বোলারদের যেমন গ্যালারিতেও ফেলবে তেমনই স্ট্রাইকও রোটেট করবে।'

গম্ভীর মনে করেন, টেস্ট-সুলভ ব্যাটিংয়ের পথে টি২০ অন্তরায়। বলেছেন, 'গোটা বিশ্বে প্রচুর টি২০ ক্রিকেট হচ্ছে। যেখানে ব্যাটিং-আগ্রাসন অগ্রাধিকার পায়, রক্ষণাত্মক ব্যাটিং নয়। তবে ফর্ম্যাট যাই হোক না কেন, সফল ব্যাটাররা সবসময় রক্ষণকে গুরুত্ব দেয়। আমাদেরও রক্ষণে জোর দিতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে। তারপর ফলাফলের অপেক্ষা।'

ওয়াংখেড়ের পিচ নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হলেও এখনই ভবিষ্যদ্বাণীর পথে হাঁটছেন না। সাবধানি গম্ভীরের বক্তব্য, 'ভালো উইকেট। তবে দুই দল যতক্ষণ না খেলতে নামছে, ততক্ষণ পিচ নিয়ে বিচার করা মুশকিল।' সবে শুরু কোচিং কেরিয়ার নিয়েও আশাবাদী। বাস্তববাদী গম্ভীরের কথায়, 'কখনোই আশা করি না সবকিছু সহজ হবে। শ্রীলঙ্কার পর নিউজিল্যান্ডের কাছে হার। ভালো পরিস্থিতি নয়। তবে আমরা শুধু পরিশ্রম করতে পারি মাত্র। দেশের প্রতিনিধিত্ব করার সময় প্রত্যেকের মধ্যে সেই চেষ্টা থাকে।'

হোয়াইটওয়াশ বাঁচানোর ম্যাচে পরীক্ষা ঋষভ পন্থেরও।

নেজমের বিরুদ্ধে চিন্তা আজ রক্ষণই

সরাসরি জিতে পরবর্তী রাউন্ডে যেতে চান অস্কার

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর : দীর্ঘ ৮২ দিন পরে একটি জয়, ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়দের হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছে। গত ম্যাচে বসুন্ধরা কিংসের বিরুদ্ধে ৪-০ গোলে জয়ের পাশাপাশি ক্লিনশিট রেখেছিলেন হিজাজি মাহের, আনোয়ার আলিরা। তবে শুক্রবার এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপের গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচে নেজমে এসসি-র বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে ফের রক্ষণ নিয়ে চিন্তায় লাল-হলুদ। এমনিতেই মরশুমের শুরু থেকে সাইডব্যাক সমস্যায় জর্জরিত ইস্টবেঙ্গল। ফলে এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপে দুই বিদেশি হেক্টর ইউস্তে ও হিজাজিকে সেন্ট্রাল ডিফেন্সে রেখে আনোয়ার ও লালচুংনুঙ্গাকে সাইডব্যাকে খেলান ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। ফলে শেষ দুটি ম্যাচে লাল-হলুদ রক্ষণকে যথেষ্ট আঁটোসাঁটো লেগেছিল। এই ম্যাচে রক্ষণভাগে তাল কাটতে পারে।

গত ম্যাচে পেশিতে চোট পাওয়া স্প্যানিশ ডিফেন্ডার ইউস্তে অনিশ্চিত। কোচ বলেছেন, 'হেক্টরের খেলার সম্ভাবনা ৫০ শতাংশ। ম্যাচের দিন সকালে ওর মেডিকেল রিপোর্ট পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেব, হেক্টর খেলবে কি না। তবে ও খেলতে না পারলে তাঁর বিকল্প আমাদের হাতে রয়েছে।' এদিন অবশ্য মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি এই স্প্যানিশ ডিফেন্ডার। তিনি যদি একান্তই খেলতে না পারেন সেক্ষেত্রে রাকিপ কিংবা নীশু কুমারকে দলে এনে হয়তো হিজাজির পাশে আনোয়ারকে খেলাতে পারেন অস্কার।

এদিকে, প্রতিপক্ষ গ্রুপের শীর্ষে থাকা লেবাননের দল নেজমে কিন্তু গ্রুপের প্রথম দুটি ম্যাচে জয় পেয়েছে। ফলে টানা ৯ ম্যাচ পরে জয়ে ফেরা ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে ম্যাচটা যে কঠিন হতে চলেছে, তা মেনে নিয়েছেন কোচ অস্কার। তিনি বলেছেন, 'এই ম্যাচটা অত্যন্ত কঠিন হতে চলেছে। দুই দলকে ম্যাচ জিততে হবে। এই ম্যাচ জিতে সরাসরি পরের রাউন্ডে যেতে হবে। এটাই সহজ হিসেব।'

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে

নেজমে এসসি বনাম ইস্টবেঙ্গল

সময় : বিকেল ৩.৩০ মিনিট
স্থান : চাংলিমিথাং
সম্প্রচার : পারো এফসি-র ইউটিউব চ্যানেল

অঙ্ক বলছে, ম্যাচ জিতলে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সরাসরি নকআউটে যাবে ইস্টবেঙ্গল। আর ম্যাচ ড্র হলে কিংবা হেরে গেলে অন্য দলগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। কারণ প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী, পশ্চিমাঞ্চল জোন থেকে তিনটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল পরের পর্বে উঠবে। পাশাপাশি গ্রুপ রানার্স হওয়া তিনটি দলের মধ্যে সেরা দলটি পরের পর্বে যাবে। গত ম্যাচের মতো নেজমার বিরুদ্ধেও আগ্রাসী ফুটবল খেলার পরিকল্পনা রয়েছে অস্কারের। প্রতিপক্ষ কঠিন হলেও শুরুতে গোল তুলে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখতে চাইছেন তিনি। বৃহস্পতিবার অনুশীলনে ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ের দিকে জোর দিয়েছিলেন অস্কার। পাশাপাশি গোলের জন্য সেট-পিস অস্ত্রেও শান দিতে ভোলেননি তিনি। 'গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ'-এর আগে দলকে চাপমুক্ত রাখাই প্রধান লক্ষ্য ছিল অস্কারের।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বরাবরই ইস্টবেঙ্গল ভালো পারফরমেন্স করে এসেছে। শুক্রবার সেই ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে পরের পর্বে উঠতে চান নন্দকুমার শেখররা।

নেজমে এসসি ম্যাচের প্রস্তুতিতে মহেশ সিং, দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসরা।

দক্ষিণ আফ্রিকা দলে দুই নতুন অলরাউন্ডার

ডারবান, ৩১ অক্টোবর : টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতের বিরুদ্ধে হারের পর প্রথমবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন ডেভিড মিলার। ৮ নভেম্বর থেকে শুরু ভারতের বিরুদ্ধে চার ম্যাচের টি২০ সিরিজে তিনি দলে ফিরছেন। ১৬ সদস্যের দক্ষিণ আফ্রিকা দলে নাম রয়েছে হেনরিচ ক্লাসেনের। দলে দুই নতুন অলরাউন্ডার আন্দিলে সিমেলেন ও মিহলালি পংওয়ানা। সিরিজ থেকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে কাগিসো রাবাদা ও লুঙ্গিসানে এনগিডিকে। **পুরো দল- আইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), রেজা হেনড্রিক্স, রিয়ান রিকেলটন, ট্রিস্টান স্টাবস, হেনরিখ ক্লাসেন, প্যাট্রিক ক্রুগার, ডেভিড মিলার, ডোনোভান ফেরেইরা, আন্দিলে সিমেলেন, মিহলালি পংওয়ানা, কাবায়োমজি পিটার, জেরাল্ড কোয়েৎজে, মার্কো জানসেন, ওট্টনিয়েল বার্টম্যান, লুথো সিপামলা ও কেশব মহারাজ।**

জিতে উচ্ছ্বাস ব্রুনো ফার্নান্ডেজদের।

বড় জয় লাল ম্যাঞ্চেস্টারের, বিদায় সিটির

লন্ডন, ৩১ অক্টোবর : এরিক টেন হ্যাগ বিদায় নেওয়ার পর স্বমহিমায় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে লিগ কাপের শেষ ষোলোর ম্যাচে ৫-২ গোলে তারা হারিয়েছে লেস্টার সিটিকে। রেড ডেভিলসের হয়ে জোড়া গোল করেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজ ও ক্যাসেমিরো। অপর গোলটি আলেহান্দ্রো গারনাচোর। লেস্টারের হয়ে গোল করেন বিলাল খান্নোউস ও কনর কোয়েডি।

এদিন ছিল অন্তর্বর্তীকালীন কোচ রুড ভ্যান নিস্তেলরুইয়ের কোচ হিসেবে প্রথম ম্যাচ। অভিষেক ম্যাচে বড় ব্যবধানে জিতে খুশি এই ডাচ তারকা। তিনি বলেছেন, 'আমি এখানে সহকারী কোচ হিসেবে ক্লাবকে সাহায্য করতে এসেছিলাম। ভবিষ্যতে যখন দরকার পড়বে, দলকে সাহায্য করব।'

এদিকে, লাল ম্যাঞ্চেস্টার জিতলেও প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। তারা ২-১ গোলে হেরে গেল টটেনহাম হটস্পারের কাছে। ম্যাচের ২৫ মিনিটের মধ্যে টিমো ওয়েনার্র ও পেপে মাতের সারের গোলে এগিয়ে যায় টটেনহাম। প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে সিটির হয়ে একমাত্র গোলটি করেন ম্যাথিয়াস নুনেস। এদিনের ম্যাচে চোট পেয়েছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা স্যাভিনহো। এমনিতেই রড্রি, জ্যাক গ্রিয়েলিশ, কেভিন ডি ব্রুয়েনের মতো তারকারা চোটের জন্য মাঠের বাইরে। সেই তালিকায় স্যাভিনহোর নাম যোগ হওয়ায় চিন্তিত গুয়ার্দিওলা। আপাতত তাঁর হাতে ১৩ জন ফিট ফুটবলার রয়েছে।

অন্যদিকে, লিগ কাপের অপর ম্যাচে চেলসি ০-২ গোলে নিউক্যাসেল ইউনাইটেডের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছে। তবে লিভারপুল ৩-২ গোলে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভকে হারিয়েছে। আর্সেনালও ৩-০ গোলে জয় পেয়েছে প্রেস্টন নর্থ এন্ডের বিপক্ষে।

শ্রেয়সকে ছেড়ে নয়া নেতার খোঁজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর : প্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই চমকে ভরা!

খেতাব জয়ের পরের মরশুমেই দলের অধিনায়ককে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে বিরল। অথচ, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের দুনিয়াকে স্তম্ভিত করে আজ সেই পথেই হাঁটার সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা নাইট রাইডার্স।

শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বে শেষে আইপিএল খেতাব জিতেছিল কেকেআর। দলের সাফল্যে বড় ভূমিকাও ছিল তাঁর। সেই শ্রেয়সকে ছেড়ে দিয়ে রিঙ্কু সিং, আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারায়ণ, বরুণ চক্রবর্তী, হর্ষিত রানা ও রামনদীপ সিংকে রিটেইন করার সিদ্ধান্ত আজ বিকেলে জানিয়ে দিল তিনবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন দল। নাইটদের রিটেনশন তালিকা সামনে আসার পর ক্রিকেটমহলে প্রথম প্রশ্ন হল, শেষবারের চ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়ক কে? কেকেআর মোট ছয়জন ক্রিকেটারকে ধরে রাখায় রাইট টু ম্যাচ কার্ড ব্যবহারের সুযোগও থাকছে না। ফলে নাইটদের নয়া অধিনায়ক নিয়ে প্রবল কৌতুহল তৈরি হয়েছে। রাতের দিকে কেকেআরের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর এই ব্যাপারে বলেছেন, ‘নতুনভাবে দল গড়ার জন্য অল আউট ঝাঁপাব আমরা। নিলামের আসরের পরই দলের অধিনায়ক নিয়ে তথ্য দিতে পারব আমরা।’

> নতুনভাবে দল গড়ার জন্য অল আউট ঝাঁপাব আমরা। নিলামের আসরের পরই দলের অধিনায়ক নিয়ে তথ্য দিতে পারব আমরা।
>
> **ভেঙ্কি মাইসোর** *সিইও কলকাতা নাইট রাইডার্স*

তিন বছর আগে ২০২১ সালে নাইট অধিনায়ক হিসেবে দীনেশ কার্তিক, ইয়োন মরগ্যানরা ব্যর্থ হওয়ার পর শ্রেয়সকে দায়িত্ব দিয়েছিল কেকেআর। তিন বছর পরই শ্রেয়সে মোহভঙ্গ হল নাইটদের। কেন শ্রেয়সকে রাখা হল না, কেন রাসেল-নারায়ণদের দিকে ঝুঁকল কেকেআর, দলের সিইও ভেঙ্কি তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। নাইটদের সিইওর কথায়, ‘একটা সফল দলের অন্তত ১০-১১ জনকে রিটেইন করতে পারলে ভালো হত। কিন্তু সংখ্যাটা মাত্র ছয়। সেই তালিকা চূড়ান্ত করা সহজ নয়। তাছাড়া রাসেল-নারায়ণ আমাদের স্কোয়াডে দীর্ঘসময় ধরে রয়েছে। রিঙ্কু-রামনদীপ-হর্ষিতরাও তাই। ফলে কঠিন কিছু সিদ্ধান্ত নিতেই হল আমাদের।’

চ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়ককে ছেড়ে দিয়ে নাইটরা ঠিক সিদ্ধান্ত নিল, নাকি ভুল-সময় তার জবাব দেবে। তার আগে নাইটদের নয়া অধিনায়কের জল্পনা ২৪-২৫ নভেম্বর সৌদি আরবে নিলামের আসর শেষ হতে চলেছে। ততদিন পর্যন্ত জল্পনা আরও বাড়বে নিশ্চিতভাবেই।

২০২৫ আইপিএলের জন্য রিটেনশন তালিকা ঘোষণা করে সামাজিক মাধ্যমে কলকাতা নাইট রাইডার্সের তরফে এই ছবি পোস্ট করা হল।

দল	রিটেইন প্লেয়ার	খরচ	টাকা বাকি	রাইট টু ম্যাচ কার্ড (সর্বাধিক)	নিলামে যাঁরা যাচ্ছেন (উল্লেখযোগ্য)
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	জসপ্রীত বুমরাহ (১৮ কোটি), সূর্যকুমার যাদব (১৬.৩৫ কোটি), হার্দিক পান্ডিয়া (১৬.৩৫ কোটি), রোহিত শর্মা (১৬.৩০ কোটি), তিলক ভার্মা (৮ কোটি)	৭৫ কোটি	৪৫ কোটি	১ জন	ঈশান কিষান, টিম ডেভিড
চেন্নাই সুপার কিংস	রুতুরাজ গায়কোয়াড় (১৮ কোটি), রবীন্দ্র জাদেজা (১৮ কোটি), মাথিশা পাথিরানা (১৩ কোটি), শিবম দুবে (১২ কোটি), মহেন্দ্র সিং ধোনি (৪ কোটি)	৬৫ কোটি	৫৫ কোটি	১ জন	ডেভন কনওয়ে, রাচিন রবীন্দ্র, শার্দূল ঠাকুর, দীপক চাহার
কলকাতা নাইট রাইডার্স	রিঙ্কু সিং (১৩ কোটি), বরুণ চক্রবর্তী (১২ কোটি), সুনীল নারায়ণ (১২ কোটি), আন্দ্রে রাসেল (১২ কোটি), হর্ষিত রানা (৪ কোটি), রামনদীপ সিং (৪ কোটি)	৬৯ কোটি	৫১ কোটি	০	শ্রেয়স আইয়ার, নীতীশ রানা, মিচেল স্টার্ক, ফিল সল্ট, ভেঙ্কটেশ আইয়ার
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	বিরাট কোহলি (২১ কোটি), রজত পাতিদার (১১ কোটি), যশ দয়াল (৫ কোটি)	৩৭ কোটি	৮৩ কোটি	৩ জন	ক্যামেরন গ্রিন, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মহম্মদ সিরাজ, ফাফ ডুপ্লেসি
দিল্লি ক্যাপিটালস	অক্ষর প্যাটেল (১৬.৫০ কোটি), কুলদীপ যাদব (১৩.২৫ কোটি), ট্রিস্টান স্টাবস (১০ কোটি), অভিষেক পোড়েল (৪ কোটি)	৪৭ কোটি	৭৩ কোটি	২ জন	ঋষভ পন্থ, ডেভিড ওয়ার্নার, আনরিচ নর্তজে
গুজরাট টাইটান্স	রশিদ খান (১৮ কোটি), শুভমান গিল (১৬.৫০ কোটি), বি সাই সুদর্শন (৮.৫০ কোটি), রাহুল তেওয়াটিয়া (৪ কোটি), শাখরুখ খান (৪ কোটি)	৫১ কোটি	৬৯ কোটি	১ জন	মহম্মদ সামি, ডেভিড মিলার
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	হেনরিচ ক্লাসেন (২৩ কোটি), প্যাট কামিন্স (১৮ কোটি), অভিষেক শর্মা (১৪ কোটি), ট্রাভিস হেড (১৪ কোটি), নীতীশ কুমার রেড্ডি (৬ কোটি)	৭৫ কোটি	৪৫ কোটি	১ জন	ভুবনেশ্বর কুমার, ওয়াশিংটন সুন্দর, থঙ্গরাসু নটরাজন
লখনউ সুপার জায়েন্টস	নিকোলাস পুরান (২১ কোটি), রবি বিষ্ণোই (১১ কোটি), মায়াঙ্ক যাদব (১১ কোটি), মহসিন খান (৪ কোটি), আয়ুষ বাদোনি (৪ কোটি)	৫১ কোটি	৬৯ কোটি	১ জন	লোকেশ রাহুল, কুইন্টন ডি কক, মার্কাস স্টোয়িনিস, ক্রুনাল পান্ডিয়া
রাজস্থান রয়্যালস	সঞ্জু স্যামসন (১৮ কোটি), যশস্বী জয়সওয়াল (১৮ কোটি), রিয়ান পরাগ (১৪ কোটি), ধ্রুব জুরেল (১৪ কোটি), শিমরন হেটমেয়ার (১১ কোটি), সন্দীপ শর্মা (৪ কোটি)	৭৯ কোটি	৪১ কোটি	০	জস বাটলার, রবিচন্দ্রন অশ্বীন, যুযবেন্দ্র চাহাল
পাঞ্জাব কিংস	শশাঙ্ক সিং (৫.৫ কোটি), প্রভসিমরন সিং (৪ কোটি)	৯.৫ কোটি	১১০.৫ কোটি	৪ জন	অর্শদীপ সিং, হর্ষল প্যাটেল, স্যাম কুরান, লিয়াম লিভিংস্টোন

শুরুতেই বিপর্যয়ের মুখে অভিমন্যুরা

ভারতীয় ‘এ’ দল-১০৭ অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দল-৯৯/৪

ম্যাকে, ৩১ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রথম ম্যাচেই ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে ভারতীয় ‘এ’ দল। এখনও আন্তজাতিক ক্রিকেটে একটাও ম্যাচ না খেলা পেসার ব্রেন্ডন ডগেটের (১৫/৬) দাপটে চারদিনের ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ভারতীয় ‘এ’ দল ৪৭.৪ ওভারে ১০৭ রানে অল আউট হয়। দুই ওপেনার অভিমন্যু ঈশ্বরণ (৭) ও রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে (০) ফিরিয়ে পতনের শুরুটা করেছিলেন অপর পেসার জর্ডন বাকিংহ্যাম (১৮/২)। ব্যর্থতার লম্বা তালিকায় নাম রয়েছে ঈশান কিষান (৪) ও গৌতম গম্ভীরদের অস্ট্রেলিয়ায় সফরে পেসার অলরাউন্ডারের ভাবনায় থাকা নীতীশ কুমার রেড্ডিরও (০)। বল হাতে অজি পেসারদের পালটা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন প্রসিধ কৃষ্ণ (১৮/২) ও মুকেশ কুমার (৩০/২)। দুইজনে অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলকে প্রথম ইনিংসে ৭৩/৪ করে দিয়েছিলেন। সেখান থেকেই দিনের শেষে তাদের ৪ উইকেটে ৯৯ রানে পৌঁছে দেন নাথান ম্যাকসুইনে (২৯) ও কুপার কনোলি (১৪)।

গম্ভীরের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ উচ্চ আদালতের

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ বাঁচানোর লড়াইয়ে নামার আগে টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীরের দিকে নতুন করে বাউন্সার ধেয়ে এল দিল্লি উচ্চ আদালত থেকে। অভিযোগ অবশ্য পুরোনো। ফ্ল্যাট বিক্রির নামে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছিল রুদ্র বিল্ডওয়েল রিয়েলটি প্রাইভেট লিমিটেড, এইচআর ইনফ্রাসিটি প্রাইভেট লিমিটেড ও ইউএম আর্কিটেকচার্স অ্যান্ড কন্ট্রাক্টর্স লিমিটেড নামে তিনটি নির্মাণ সংস্থার বিরুদ্ধে। এর মধ্যে দুইটি সংস্থার যৌথ প্রকল্পের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর গম্ভীর। ফ্ল্যাটের ক্রেতাদের একাংশ তিনটি সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনেছিলেন। সেই মামলাতে বিচারক বিশাল গগনের দেওয়া তদন্তের নির্দেশের তালিকায় নাম রয়েছে গম্ভীরেরও। বিচারক বলেছেন, ‘গম্ভীরকে রুদ্র বিল্ডওয়েল যে টাকা দিয়েছিল তার নেপথ্যে কোনও যোগসাজশ ছিল কিনা তা চার্জশিটে বলা নেই। এটাও বলা হয়নি, বিতর্কিত প্রকল্পে বিনিয়োগকারীদের দেওয়া অর্থই এই টাকার উৎস কিনা। প্রতারণার অভিযোগের চার্জশিটে যা থাকা অবশ্যই উচিত ছিল।’